সরোজ প্রতিমা।

শ্রীরাধাবিনোদ হালদার প্রণীত।

Published by S S Chundra
No. 111 Upper Chitpore Road, Calcutta.

হিন্দুপ্রেস

৬১ নং আহীরীটোলা, ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৯।

উৎসর্গ।

যিনি নিষ্কাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন,

সেই

শ্রীপাট গুড়াপ নিবাসী

শ্রীশ্রীইষ্টদেবের

শ্রীচরণ-সরোজে

আমার

সরোজ-প্রতিমা

আশ্রয় লইল।

আবুজহাটী।
জেলা বর্দ্ধমান।
শ্রীরাধাবিনোদ হালদার।

প্রথম খণ্ড।

ঊষা।
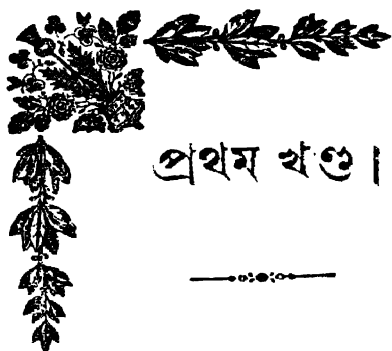
প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"Far other aims his heart had learnt to prize
More skilled to raise the wretched than to rise."

GOLDSMITH.

"দ্রুতবেগে অশ্বচালনা কর, দ্রুতবেগে অশ্বচালনা কর। সন্ধ্যা সমাগমে মৃগকুল বিশ্রামার্থ গহ্বরে লুক্কায়িত হইবে। আমরাও ব্যর্থ-মনোরথ হইব।,,

সশস্ত্র রাজবেশধারী অশ্বারোহী যুবকের মুখে, এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া, পশ্চাৎস্থিত দুই জন অশ্বারোহী অশ্বরজ্জু শিথিল এবং অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করতঃ হপ্ হপ্

হুপ শব্দে দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিল এবং নিমেষ মধ্যে আমাদের নয়নান্তরিত হইয়া, নিবিড় অরণ্যে প্রবিষ্ট হইল।

অদ্য ফাল্গুণ মাসের শুক্ল পঞ্চমী। জগৎলোচন দিন-মণি, অস্তগিরিচূড়ের নিভৃত নিলয়কে যেন, প্রদোষে আতিথেয় গৃহে পান্থের ন্যায়, লজ্জাসঙ্কোচিত ও মৃদু মৃদু ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। চারুব্রতশীলা বারুণী সতী, মহানন্দে রক্তবাস পরিধান পূর্ব্বক রক্তপুষ্প এবং রক্ত চন্দন সংশ্লিষ্ট পাদ্যার্ঘ্যে পূজা করিয়া, তন্নুতাপ নিবারণ করিলেন। সরোজনেত্রের রক্তবরণচ্ছটা, ভূধর, সাগর, মানস, বন ও অভ্রভেদি গিরিকন্দর সমুজ্জ্বলিত করিল। বসুমতী এবং বিরহবিধুরা কুমুদিনীকুল নির্ব্বাণোন্মুখী দীপশিখার ন্যায়, ক্ষণকালের নিমিত্ত, খল খলে হাস্য করিতে লাগিল। ধূম্রবর্ণ মেঘদামে বিধূমিত শশী, চন্দ্রিকা অনলে গগন, প্রাঙ্গণ, বন, অনিল, বিরহী এবং বিরহিণীকে জ্বালাইতে লাগিল। সেই বিকীর্ণ অগ্নি-কণা সকল, ভয়ঙ্কর তারাদল রূপে, স্থানে স্থানে ভস্ম সমাকীর্ণ দগ্ধ-ভূমি-খণ্ডের ন্যায় ও তুষার সঙ্কাশ হরি-তালিকা মূর্ত্তির ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। এই সময়ে যুবকদ্বয় গভীর অরণ্যে প্রবিষ্ট হইল।

"এই সুপ্রশস্ত বটবৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক যামিনী যাপন করিতে হইবে, নতুবা অন্যোপায় নাই।,,

সশস্ত্র রাজ বেশ ধারী যুবকের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া, সৈন্যপ্রধান রণধীর উত্তর করিল "রাজ কুমার!

এই হিংস্রজীব-পূর্ণ-অরণ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রতিগমন করা কি উচিত নহে ?”

রাজকুমার কহিলেন “প্রতিগমন ? রণধীর ! পথশ্রান্ত বশতঃ কি তোমার মতিভ্রম ঘটিয়াছে ? দিবা তৃতীয় প্রহর সময়ে, আমরা এই অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে প্রতি-গমন করিতে হইলে, বিজন-পথ মধ্যেই প্রায় যামিনীও প্রতিগমন করিবেন। চন্দ্রমা অস্তগত প্রায়, এক্ষণে আগত প্রায় ঘোর তামসী পরিপূর্ণ জন শূন্য বিজন পথে কিরূপে প্রত্যাগমন করিব ?”

রণধীর বিনীত ভাবে, মৃদুস্বরে কহিল “যুবরাজ ! আমরা অনায়াসে এই বৃক্ষ কোটরে নিশি যাপন করিব কিন্তু অশ্বগণের উপায় ?”

রাজকুমার বিষণ্ণ হইলেন। মনে মনে ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া, সহসা বলিয়া উঠিলেন “রণধীর ! ‘অশ্বগণের উপায় ? অশ্বগণের উপায় আমরা। অশ্বগণ আমাদের পরম বন্ধু ; বন্ধুকে বন্ধু ভিন্ন কে রক্ষা করিবে ? প্রাণ সকলেরই সমান ; বীর হৃদয়ে—বিশেষতঃ বাপ্পারাওর বংশোদ্ভূত বীর হৃদয়ে, বিন্দুমাত্র শোণিত বর্ত্তমানে, আপনার প্রাণদিয়া, অন্যের প্রাণ রক্ষা করিবে। বীর-বল !—”

“আজ্ঞা করুন্।” এই বলিয়া জনৈক রাজপুত সৈন্য রাজকুমারের সম্মুখে আদেশাশায় দণ্ডায়মান হইল। রাজ-কুমার কহিলেন “বীরবল ! এখনও চন্দ্রের আলোক আছে সত্বর পথশ্রান্ত অশ্বগণকে আহার দাও।” এই বলিয়া, রাজকুমার অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তদ্দর্শনে রণ-

ধীর এবং বীরবল ইহারাও অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইল। বীরবল অশ্বপৃষ্ঠস্থিত আহারাদি তোবড়া পূর্ণ করিয়া, অশ্ব-গণের বদনে বন্ধন পূর্ব্বক করযোড়ে সৈন্য প্রধান রণধীরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, নম্রস্বরে কহিল "রাজকুমারের আদেশানুসারে অশ্বগণকে আহার দিয়াছি। অশ্বগণের আহার সমাপনান্তে আমরা বট বৃক্ষে আরোহণ করিব, কিন্তু অশ্বগণকে কিরূপে বট বৃক্ষে তুলিব?" রাজকুমার সহাস্যে কহিলেন, "মূর্খ! অশ্বগণকে বৃক্ষোপরি আরোহণ করাইতে হইবে না। বৃক্ষমূলে বন্ধন করিয়া রাখ।" বীর বল নতশিরে উত্তর প্রদান করিল "যুবরাজ! এই কিঙ্করের কথায় বিরক্ত হইবেন না। আমি আপনার প্রতি-পালিত দাস। আমরা বৃক্ষ কোটরে নিদ্রাভিভূত হইয়া, যামিনী যাপন করিব, কিন্তু সেই সময়ে হিংস্রক বন্য জন্তুতে অশ্বগণের প্রাণ বিনষ্ট করিতে পারে।" যুবরাজ সাহ্লাদে উত্তর করিলেন, "বীর বল! আমি তোমার কথায় অতীব সন্তোষ লাভ করিলাম। অশ্বগণের প্রাণ রক্ষার উপায় আমি স্থির করিয়াছি; রজনী প্রায় প্রহরাতীত হইল, আমরা প্রত্যেকে এক এক প্রহর জাগরিত থাকিয়া, অব-শিষ্ট প্রহরত্রয় অতিবাহিত করিব। আমি এবং রণধীর এক্ষণে কোটরে শয়ন করি, তুমি রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অশ্ব-ত্রয়ের রক্ষার্থ প্রহরী থাকিয়া, রণধীরকে জাগ্রত করত নিদ্রা যাইবে; রণধীর এক প্রহর কাল অশ্বগণকে রক্ষা করিবে এবং তৃতীয় প্রহর রাত্রে আমাকে জাগ্রত করতঃ নিদ্রা যাইবে। কিন্তু যদি কোন বন্য শত্রু অশ্বগণের

অনিষ্টাচরণের উদ্যোগ করে, তৎক্ষণাৎ সকলেই জাগ্রত হইব।" বীরবল "যে আজ্ঞে।" বলিয়া বৃক্ষমূলে অশ্বদ্বয়কে বন্ধন করতঃ বৃক্ষোপরি আরোহণ পূর্ব্বক প্রহরী রহিল। যুবরাজ এবং রণধীর উভয়ে বৃক্ষোপরি বৃহৎ কোটরে শয়ন পূর্ব্বক গাঢ় নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"Remote from towns he ran his godly race
Nor e'er had changed nor wished to change his place.

GOLDSMITH.

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। যামিনী ও রোহিণী সুন্দরী চকোর চকোরীসনে বারংবার হিমদীধিতিকে নিষেধ করিতে লাগিল কিন্তু শশভৃৎ মৃগাঙ্ক স্বকার্য্য সাধনে রমণীর বাক্য পরিবর্জ্জিত করিয়া, মৃগশিশুকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক, বারুণীর অঙ্কে অবসর গ্রহণ করিলেন। সাহ্লাদে ঘোর তমঃ জগৎ আবৃত করিয়া রাজ্য আরম্ভ করিল। জ্বলন্ত পাদপ শাখা প্রচণ্ড পবনাঘাতে পতিতের ন্যায়, মধ্যে মধ্যে উল্কা-পিণ্ড সকল তীরবেগে ভগ্ন হইয়া, পতিত হইতে লাগিল। বিজনস্থ ভীষণ জন্তুগণ, মধ্যে মধ্যে ভীম গর্জ্জনে অরণ্য ও পাদপ শ্রেণীকে কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। অশ্ব-ত্রয় ও সেই গর্জ্জনে হ্রেষারব করিয়া উঠিতেছে। এই গভীর যামিনীতে অরণ্যের ভীষণ দৃশ্যে পথশ্রান্ত বীরবল নিস্পন্দের ন্যায় বসিয়া আছে। এক একবার নিদ্রাদেবী আলিঙ্গন করিতে আসিয়া, বন্যজন্তুর গর্জ্জনে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। কিন্তু রাজকুমার ও রণধীর ঘোর নিদ্রায় অভিভূত।

বীরবল আতঙ্ক হৃদয়ে, স্থিরভাবে বসিয়া আছে, হঠাৎ পশ্চিমদিকে অবলোকন করিয়া দেখিল, পশ্চিমদিক ঘোর আলোকময় হইয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া, বীরবল কম্পিত হৃদয়ে ভয়াকুল হইয়া, নিদ্রিত যুবকদ্বয়কে জাগ্রত করিবার উদ্যোগ করিল। হঠাৎ সেই আলোকের নিকটবর্ত্তী একটী সুন্দর কণ্ঠ তাহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল। বীরবল যুবকদ্বয়কে জাগ্রত না করিয়া, স্থির দৃষ্টে গীত শ্রবণ মানসে সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। গীত ও আলোক ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। বীণাস্বরে গম্ভীর সুর মিলাইয়া যেন, কে গাহিতেছে,

* "সঞ্চরদধর সুধামধুরধ্বনি মুখরিত মোহনবংশং।
বলিত দৃগঞ্চল চঞ্চল মৌলিকপোল বিলোলাবতংসং।"

গায়ক ক্রমশঃ নিকটস্থ হইলেন। বীরবল দেখিল, ইনি সামান্য মনুষ্য নহে, আজানুলম্বিতবাহু, ঘোরগৌরাঙ্গ, গলদেশে বাহুতে তুলসীরমালা, গৈরিকবসন পরিধান, গৈরিকবসনে আপাদ গলদেশ আবৃত, নয়নদ্বয় বিস্ফারিত অথচ নম্র, বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, মস্তকে শ্বেত-কৃষ্ণ-কেশ জড়িত অর্দ্ধজটা। মূর্ত্তি ধীর, স্থির অথচ গম্ভীর। বামহস্তে একটী প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড সেইস্থান আলোকিত করিয়াছে। দক্ষিণহস্তে তুলসী-মালা লইয়া, জপ করিতেছেন, নাসিকায় তিলক, ভালে দীর্ঘফোঁটা চতুর্দ্দিকে শ্বেত চন্দনাদিতে চিত্রিত। গায়ক পুনরায় গাহিলেন।

---

* গুর্জ্জরী। তূতালী।

"রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসং।
স্মরতি মনোমম কৃত পরিহাসং।"

গায়ক ক্রমে ক্রমে বৃক্ষতলায় উপনীত হইয়া হঠাৎ শিহরিয়া দণ্ডায়মান পূর্ব্বক মস্তক অবনত করিয়া মৃত্তিকা হইতে একখণ্ড অস্থি তুলিয়া লইলেন। অস্থিখানির চতুর্দ্দিক উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করতঃ, পুনরায় সেইস্থানে, অস্থিখানি রাখিলেন। এবং তন্নিকটস্থ এক ক্ষুদ্রবৃক্ষ হইতে, একত্র পত্রিকা ছিন্ন করিয়া, ঐ অস্থিতে স্পর্শ করাইলেন, স্পর্শমাত্র অকস্মাৎ সেই অস্থিখানিতে রাশীকৃত অস্থি হইল। গায়ক ক্ষণকাল সেইস্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া গান ধরিয়া, পুনরায় পশ্চিমদিকে প্রত্যাগমন করিলেন।
গাহিলেন—

"চন্দ্রকচারুময়ুর শিখণ্ডকমণ্ডল বলয়িতকেশং।
প্রচুরপুরন্দর ধনুরনূরঞ্জিত মেদুরমুদির সুবেশং।,,

গায়ক চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যাকালের প্রদীপ্ত নক্ষত্র পূর্ব্বদিক পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আকাশের মধ্যস্থান গ্রহণ করিল। বীরবল, রণধীরকে জাগ্রত করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রাগেল।

রণধীর করযুগল দ্বারা নয়নযুগল মার্জ্জন করতঃ অরণ্যের ভীষণদৃশ্য অবলোকন করিতে লাগিল। ঘোর তমো-র শি পূর্ণ অরণ্যমধ্যে, দলে দলে খদ্যোতিকা দল হাস্য করিতেছে, ও গণ্ডারগণ মধ্যে মধ্যে ভীমরবে চীৎকার করিতেছে, ব্যাঘ্র সেই সঙ্গে পশ্চিমদিক হইতে যোগী কণ্ঠ-নিসৃত সুমধুর গীতধ্বনি শ্রবণ করতঃ, সেইদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিল, ঘোর আলোক রাশিতে বন্যভূমি দিবাকর কির-

ণের ন্যায় সমুজ্জ্বলিত হইয়াছে, দেখিতে দেখিতে সুকণ্ঠ-গায়ক ও আলোকরাশি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। রণধীর শিহরিয়া, স্থিরদৃষ্টে সেইদিকে অবলোকন পূর্ব্বক গীত শুনিতে লাগিল;—

"গোপ কদম্বনিতম্ববতী মুখচুম্বন লম্ভিতলোভং।
বন্ধুকজীবধুমধুরাধরপল্লবমুল্লসিতস্মিতশোভং।"

গায়ক নিকটবর্ত্তী হইয়া, অস্থিরাশির নিকটে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক পুনরায় গাহিলেন;—

"বিপুল পুলক ভুজপল্লব বলয়িত বল্লবযুবতি সহস্রং।
কর চরণোরসিমনিগণ ভূষণকিরণ বিভিন্নত মিশ্রং।,,

রণধীর দেখিল, স্তূপীকৃত অস্থিরাশীর অদূরে একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ হইতে, কএকটী পত্রিকা লইয়া, গায়ক সেই অস্থি-রাশিকে স্পর্শ করাইলেন, এবং স্পর্শ মাত্রেই অস্থিরাশি এক পঞ্চহস্ত পরিমিত দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণ নরদেহে পরিণত হইল। গায়ক পুনরায় গান ধরিলেন;—

"জলদ পটল বলদিন্দু বিনিন্দক চন্দন তিলক ললাটং।
পীন পয়োধর পরিসর মর্দ্দন নির্দ্দয় হৃদয় কবাটং।"

গায়ক গাহিতে গাহিতে পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, দেখিতে দেখিতে যামিনী সতী, বার্দ্ধক্যদশা প্রাপ্ত হইলেন, রণধীরও যুবরাজকে জাগ্রত করিয়া, পুনরায় নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেল।

রাজকুমার নিদ্রোত্থিত হইয়া একবার উর্দ্ধে অবলোকন পূর্ব্বক দেখিলেন, রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। সেই গভীর নিশীথকালে অরণ্যের এক মনোরম সৌন্দর্য্য

হইয়াছে; রাজকুমারের মনে মনে নানাপ্রকার ভাবের উদয় হইতেছে। পরম কারুণিক চিত্রকরের শিল্প নৈপুণ্য দেখিয়া, কখন বা আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইতেছেন আবার অরণ্যের ভীষণ মূর্ত্তিদর্শনে সচকিতভাবে রোমাঞ্চ কলেবরে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতেছেন। হঠাৎ পশ্চিম-দিকে গগন ভেদী আলোকরাশি দর্শন করিয়া, ভয়াকুল হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন; "বোধ হয় দাবানল! হায় হায়! সর্ব্বনাশ হইল, এই ঘোর দাবানল ক্ষণমধ্যে আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে, আমরা মরি ক্ষতি নাই আমাদের অশ্বগুলিকে রক্ষা করিতে পারিলাম না—" অমনি গায়ক কণ্ঠ রাজকুমারের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল।

"মণিময় মকরমনোহর কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডমুদারং।
পীতবসন মনুগত মুনিমনুজ সুরাসুরবর পরিবারং।,,

রাজকুমার ভাবিলেন, বোধ হয়, "অদূরে বনবাসী ঋষিগণের আশ্রম।" দেখিতে দেখিতে গায়ক পূর্ব্বেরন্যায় গীত গাহিতে গাহিতে নরদেহের নিকটবর্ত্তী হইলেন।

"বিশদ কদম্বতলে মিলিতং কলিকলুষভয়ং শময়ন্তং।
মামপি কিমপি তরঙ্গ বদঙ্গ দৃশামন সার ময়ন্তং।,,

গীত সমাপনান্তে গায়ক পূর্ব্বমত বৃক্ষপত্র আনয়ন পূর্ব্বক, সেই নরদেহে স্পর্শ করাইলেন। নর-দেহটী সজীব হইয়া, গায়ককে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। যুবরাজ বৃক্ষহইতে তৎক্ষণাৎ অবতীর্ণ হইয়া গায়কের পদ লুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "প্রভো! এই অজ্ঞান

মূঢ়কে পরিচয়দানে কৃতার্থ করুন; আপনি বন দেবতা না, স্বয়ং গোলোকপতি জীবনদাতা?”

গায়ক কহিলেন। “বৎস! আমি যে কে; তাহা তোমার শুনিবার আবশ্যক নাই, কোন সময়ে আমার দ্বারা অবশ্যই তোমার উপকার হইবে।” এই বলিয়া গায়ক গীত ধরিলেন।

“শ্রীজয়দেব ভণিতমতি সুন্দরমোহন মধুরিপুরূপং।
হরিচরণ স্মরণং প্রতি সংপ্রতি পুণ্যবতা মনুরূপং।”

গাহিতে গাহিতে গায়ক প্রস্থান করিলেন এবং যুবরাজ ও স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পূর্ব্বদিক ধবল বেশধারণ করিল, শিবাকুল সমস্বরে প্রভাতকে আহ্বান করিতে লাগিল. কোকিল কুহুরবে প্রাতর্ব্বন্দনা গীতি আরম্ভ করিল, এবং ক্রমে ক্রমে চতুর্দ্দিকে বিহঙ্গিনী ও দিবাবিহারী জীব জন্তুগণের কল কল ভোঁ ভোঁ শোঁ শাঁ শব্দে বনভূমি পরিপূর্ণ হইল। যুবকত্রয়ও বৃক্ষশয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। যামিনী কাহারও পক্ষে অমৃতময়ী কাহারও পক্ষে ভুজঙ্গিনী। আজ যুবকত্রয় দিবা সমাগমে কালনিশি অতিবাহিত করিয়া, প্রিয়সখা হয়পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক পুনরায় বনাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। বলা বাহুল্য, তাঁহারা প্রাতঃকালে উঠিয়াই গতনিশির স্ব স্ব দৃষ্ট বৃক্ষপত্র গোপনে সংগ্রহ করিয়াছিলেন কিন্তু কেহ কাহারও নিকট কোন কথা ব্যক্ত করেন নাই।

কিয়দ্দূর গমন করিয়াই বীরবল অশ্ববল্‌গা দৃঢ় করতঃ

দণ্ডায়মান হইয়া, কহিল "যুবরাজ! আজ্ঞা করুন, একটী আশ্চর্য্য কৌতুক দেখাইব।"

যুবরাজ কহিলেন। "কি কৌতুক? দেখাও দেখি।"

বীরবল, অশ্বহইতে অবতীর্ণ হইয়া, সম্মুখস্থ একখানি অস্থিতে স্ব সংগৃহীত পত্রটী স্পর্শ করাইল, স্পর্শমাত্রেই স্তুপাকার অস্থি-রাশি উপনীত হইল। রণধীর হাস্য করিয়া কহিল আমিও একটী কৌতুক দেখাইব। "এই বলিয়া অশ্বহইতে অবতীর্ণ হইয়া, সেই অস্থিতে নিজ সংগৃহীত পত্রটী স্পর্শ করাইল, তৎক্ষণাৎ সেই অস্থি বিংশতি হস্ত দীর্ঘ এবং দ্বাদশ-হস্তউর্দ্ধ এক প্রকাণ্ড চতুষ্পদ জন্তুর আকৃতি ধারণ করিল, সেই ভীষণ আকৃতি দর্শনে সকলেই অত্যন্ত ত্রাসিত হইলেন ক্ষণপরে যুবরাজ অশ্বহইতে অবতীর্ণ হইয়া কহিলেন, এই প্রকাণ্ড পশুর জীবন দান করিব।" যুবরাজের মুখে এইকথা শ্রবণ করিয়া বীরবল থর থরি কম্পিত হইতে লাগিল। রণধীর কহিল "যুবরাজ! এই ভীষণ জীবের প্রাণদান করিলে আমাদেরই প্রাণ বিনষ্ট হইবে।"

যুবরাজ ক্রোধ কলেবরে কহিলেন, তোমরা নিজ নিজ কার্য্য সিদ্ধ করিলে, কিন্তু আমার বাসনা পূর্ণ হইবে না ইহা কি তোমাদের অভিপ্রেত? আমার ক্ষমতা থাকিতে, একটী দেহকে জীবন দান করিতে কখনই ত্রুটি করিব না।"

রণধীর কহিল "যুবরাজ! তবে আমরা কিঞ্চিৎ অগ্রগামী হই, আপনার অশ্ব বিহঙ্গম সদৃশ দ্রুতগামী অতএব আপনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক একটী বৃক্ষ

শাখায় ঐ পত্রটী বন্ধন করিয়া ঐ জন্তুরদেহে স্পর্শ করাইয়া, দ্রুতপদে আমাদের সমীপবর্ত্তী হইবেন। কিন্তু সাবধান! এই বৃহৎদেহে জীবন সঞ্চার হইলে বনস্থল লণ্ডভণ্ড হইবে। আমাদের অত্যন্ত ত্রাস হইয়াছে।”

যুবরাজ কহিলেন “বেশ কথা, তোমরা অগ্রগামী হও।” রণধীর ও বীরবল পুনরায় অশ্বারোহণ পূর্ব্বক অগ্রগামী হইল, যুবরাজ একটী সুদীর্ঘ বৃক্ষশাখা ভঙ্গ করতঃ তাহাতে পত্রটী বন্ধন পূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, ঐ চতুষ্পদ দেহে স্পর্শ করাইলেন, তৎক্ষণাৎ সেই প্রকাণ্ড দেহে জীবন সঞ্চার হইল। রাজকুমারও দ্রুত অশ্বচালন করিলেন। ভীষণ চতুষ্পদ হুহুঙ্কার রবে গর্জ্জন করিয়া তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। সেই গিরি-শৃঙ্গ সদৃশ জন্তুর পদ-চালনায় ও শত বজ্র সম ভীম গর্জ্জনে বনস্থলী কম্পিত হইয়া উঠিল। যুবকত্রয়, কে কোনদিকে পলায়ন করিলেন তাহার স্থির হইল না; নিজ নিজ জীবনরক্ষার্থে, অগ্রপশ্চাৎ না দেখিয়া, কেহ উত্তরাভি-মুখে, কেহ দক্ষিণাভিমুখে এবং কেহবা পশ্চিমাভিমুখে পলায়ন করিলেন। এতক্ষণে এই বিজন বিপিনে তিন জনেই সঙ্গী শূন্য হইলেন।
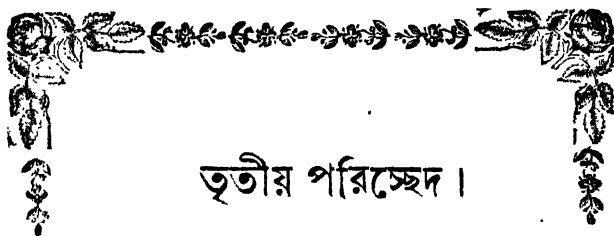
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

* * * * হবে পরিণত
দাবানলে, না পারিবে এই ভীমানল,
সমস্ত জাহ্নবী জল করিতে শীতল।
"ক্ষুব্ধ সিংহ প্রতিদ্বন্দ্বী যূথপতি-বরে
আক্রমিবে কোন মতে বসিয়া বিবরে।"

পলাশীর যুদ্ধ

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অজয়নগর একটি প্রধান রাজধানী ছিল। সমরেন্দ্রসিংহ কে? সে কথায় আমাদের আবশ্যক নাই তবে এইমাত্র বলিতে পারি, অজয়সিংহাসন তাঁহারই ছিল। সমরেন্দ্রসিংহ বীর ছিলেন কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু সমরেন্দ্রের দেহে জীবন থাকিতে, অন্য কেহই অজয় জয় করিতে পারে নাই; সমরেন্দ্র সদ্‌গুণশালী ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু প্রজাগণ বড় সুখী ছিল, রাজসংসার ব্রহ্মলোক তুল্য ছিল। এক্ষণে সমরেন্দ্র প্রায় পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন, চুলগুলি বার আনা পাকিয়াছে, দন্তগুলি মুক্তার ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে - রঙটি টুক্ টুক্ করিতেছে, মুখখানিতে সর্ব্বদা হাসি বিরাজ করিতেছে, প্রশস্ত ললাট-চর্ম্ম কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত—

তাই গাম্ভীর্য্যের ছায়া একটু পড়িয়াছে। সুবর্ণ সিংহাসনে আসীন, কিন্তু কই অহঙ্কার ত নাই। সকলের সঙ্গেই সরলহৃদয়ে বাক্যালাপ করিতেছেন। রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, তাই কখন ক্রোধ করিতেছেন কখন বিরক্ত হইতেছেন—কখন বিষণ্ণ হইতেছেন আবার কখন কখন ওষ্ঠ প্রান্তে জ্যোৎস্নার ন্যায় হাস্য মাখিতেছেন।

সহসা একটি যুবক আসিয়া, রাণা সমরেন্দ্রকে প্রণিপাত করিলেন। রাণা সহাস্যে যুবকের করচুম্বন পূর্ব্বক কহিলেন "বিজয়! তোমার দেশভ্রমণ বাসনা কি পূর্ণ হইয়াছে? বিজয় নম্রভাবে উত্তর করিলেন "দেশভ্রমণ বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু বিজন ভূমি দর্শনের অভিলাষ হইয়াছে। বিজাতীয় ম্লেচ্ছগণ ক্রমে ক্রমে বলবান হইতেছে, হিন্দুধর্ম—পরম পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম ম্লেচ্ছধর্ম্মগত হইতেছে, ভারতের প্রধান প্রধান বীর্য্যবান রাজপুতনরপতিগণ—আর রাজপুত নরপতিই বা বলি কেন? নির্লজ্জ, ভীরু, ধর্ম্মভ্রষ্ট, পাপিষ্ঠগণ আক্‌বর সার চরণেই আত্মপ্রাণ ধন মান, বীর্য্য, ভগ্নী কন্যাগণের সতীত্ব, রাজপুতকুলের গৌরব সমস্তই সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু এই অজয়নগর রাজপুতকুলের গৌরবরবি অজয়নগর সদর্পে ধর্ম্মরক্ষা করিতেছে; অজয়বাসীর হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শোণিতকণা বর্ত্তমানে, ইহা কখনই পাপাচারী যবনদস্যুর পদতলগত হইবে না। বরঞ্চ, কণ্টকাবৃত বনমধ্যে বন্য পশুগ্রাসে জীবন সমর্পণ করিবে—শত শত কাল-

কুট বিষধরের দংশনে জীবন নষ্ট করিবে, প্রজ্বলিত পাবকে আত্মবিসর্জ্জন দিবে, তথাপি মানভ্রষ্ট, পতিত, ভীরু রাজপুতকলঙ্কগণের ন্যায়, অজয়নগরবাসী কখনই যবনের দাসত্ব গ্রহণ করিবে না। ক্রমে আমরা বলহীন, সহায়-হীন, জ্ঞাতিহীন ও বন্ধুহীন হইতেছি, বিজাতীয়েরা কখন্ কোন্ গুপ্তস্থান ভেদ করিয়া, অজয় বক্ষেঃ পদাপণ করিবে বলা যায় না। তাই, আমি অজয়ের চতুর্দ্দিকস্থ নগর, বন, পর্ব্বত ইত্যাদি পর্য্যটন করিব ইচ্ছা করিয়াছি, সমস্ত স্থান জানা থাকিলে শত্রুগণের আসিবার পথে সৈন্য-শিবির স্থাপন করা যাইবে। বন্যভূমি দর্শনের আর একটি অভিলাষ আছে, মৃগয়া—একটি রাজপুত বীরের অলঙ্কার—সেই জন্য অরণ্য ভ্রমণের অনুমতি আশায় আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি।” রাণা সমরেন্দ্র সিংহ, বিজয়কে আলিঙ্গন পূর্ব্বক করিলেন, “এতদিনে জানিলাম আমি সুপুত্র লাভ করিয়াছি, এতদিনে জানিলাম অজয়ের গৌরব চির বর্ত্তমান থাকিবে। আমি সাহ্লাদ অন্তরে তোমাকে অনুমতি দিলাম, তুমি অজয়ের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যদৃচ্ছা করিও, আমার কোন আপত্তি নাই।”

বিজয় আহ্লাদের সহিত কহিলেন “অজয়ের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিব।” এই বলিয়া রাণাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক বিজয় প্রস্থান করিলেন।

বিজয় চলিয়া গেলে, রাণা দুর্গ হইতে সৈন্য মণ্ডলীকে ডাকাইয়া আনিলেন। সেই সৈন্যগণ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল; “জয় অজয় কি জয়! জয়

রাণা সমরেন্দ্র কি জয়!” রাণা, ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া, পদচারণ করিতে লাগিলেন, সভাস্থ সকলেই বিষণ্ণ— কাহারও মুখে কথা নাই, সকলেই মস্তক অবনত পূর্ব্বক যেন, কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন! রাণা সমরেন্দ্র সিংহ একটু হাসিয়া বলিলেন “রাজপুত ঔরস জাত বীরের উপযুক্ত কথাই বটে।” সহসা রাহুগ্রস্থ শশীর ন্যায় রাণার, বদন গম্ভীর হইল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল— মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, “মন্ত্রীবর” সভাস্থ সকলেই হঠাৎ দণ্ডায়মান হইল।

রাণা কহিলেন “মন্ত্রীবর! বিজয়ের কথা শুনিলে কি? নগর মধ্যে আজ এই বাক্য ঘোষণা করিয়া দাও, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি নারী, কি দীন, প্রত্যেকেই যেন এই বাক্য হৃদয়ে ধারণ করে,—গায়ক যেন এই বাক্য গান করে, ভিক্ষুক যেন এই বাক্য বলিয়া ভিক্ষা করে, পুত্র শোকানলে দগ্ধা জননী যেন এই বাক্য বলিয়া রোদন করে, যুবক যেন এই বাক্য যুবতীকে সম্ভাষণ করে;—

“অজয়-বাসীর হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শোণিত-কণা বর্ত্তমানে, এই অজয়নগর কখনই পাপাচারী যবন দস্যুর পদতল গত হইবে না; বরঞ্চ কণ্টকাবৃত বনমধ্যে বন্য-পশু ত্রাসে জীবন সমর্পণ করিবে, শত শত কাল-কূট বিষধরের দংশনে জীবন নষ্ট করিবে, প্রজ্বলিত পাবকে আত্ম বিসর্জ্জন দিবে, তথাপি মানভ্রষ্ট, পতিত, ভীরু রাজপুত-কলঙ্কগণের ন্যায়, অজয় নগর বাসী কখনই যবনের দাসত্ব গ্রহণ করিবে না।” রাণার বাক্য শেষ হইবামাত্র সভাস্থ সকলেই বলিয়

উঠিল—“অগ্রে প্রাণত্যাগ করিব—পরে অজয় যবন হস্তে পতিত হইবে। জয় অজয় কি জয়! জয় হিন্দু কি জয়! জয় রাণা সমরেন্দ্র কি জয়।” এই বলিয়া অদ্য রাজসভার কার্য্য সম্পন্ন হইল।

অজয়াধিপ সমরেন্দ্র সিংহের একমাত্র পুত্র বিজয়-সিংহ। বিজযসিংহ, পিতৃ-আদেশ ভিন্ন কোন কার্য্য করেন না, তাই পিতার আদেশ লইয়া বন পর্য্যটনে (বা মৃগয়ায় যাহাই বলুন) গমন করিবে। বিজয সিংহের বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর, গৌরবর্ণ, ভ্রূযুগল যেন কে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে, আকর্ণ নয়ন-পদ্ম দুটী যেন হাস্য করি-তেছে, পরিধান রাজবেশ, পিতৃ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি প্রিয়সখা রণধীরের নিকট দুর্গমধ্যে উপস্থিত হইলেন।

রণধীর,—ধীর অথচ বীর, বিজয়ের সমবয়স্ক। তাহা রই ভুজবলে অদ্যাপি অজয় নগর অধীনত্ব শৃঙ্খল দর্শন করে নাই। রণধীর চিতোরাধিপতি রাণা প্রতাপসিংহের পৌত্র; অমর সিংহের পুত্র। পিতামহ স্বাধীনত্ব ভোগ করিয়া স্বর্গ ধাম গমন করিলেন, অমর সিংহ রাজা হইলেন, আকবর সার পদানত হইলেন; রণধীর ম্লেচ্ছ-দ্বেষী, তাই আজ সমরেন্দ্র সিংহের আশ্রিত, রাণা সম-রেন্দ্র রণধীরকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন, তাই সেনা-পতির পদ প্রদান করিয়াছেন। রণধীর আর বিজয়, দুই জনের একপ্রাণ, একমন, যখন যেখানে যাইতে হয় দুই জনেই যান, যাহা করিতে হয় দুই জনেই করেন।

রাজকুমার,—রণধীরের নিকট আসিয়া, রণধীর ও বীরবল নামক আর একজন সামান্য সৈনিককে সঙ্গী করিয়া আহারীয় দ্রব্যাদি লইলেন, ও স্ব স্ব অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক মৃগয়ায় গমন করিলেন। এই যুবক-ত্রয় অরণ্য মধ্যে ভীষণ চতুষ্পদের ত্রাসে কোথায় পলায়ন করিয়াছে, চলুন পাঠক মহাশয়। একবার অন্বেষণ করিয়া আসি।
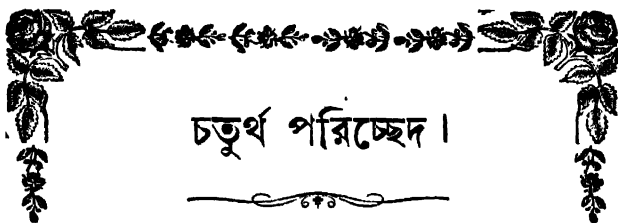
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"Thrice is he armed that hath his quarrel just."

SHAKESPEAR.

দিবা দ্বিপ্রহর ; প্রখর মার্ত্তণ্ডকিরণে সংসার দগ্ধ হইতেছে, জীবগণের কলরব কিয়ৎ পরিমাণে নিস্তব্ধ রহিয়াছে ; পবনদেব নীরব--মধ্যে মধ্যে অগ্নিরাশি মাখিয়া চলিয়া যাইতেছে, বৃক্ষপত্র নিস্পন্দ, বনশোভিনী লতিকাগণ, যেন, রৌদ্রাক্ত সমীরণের বিষম সোহাগে আকুলা ও অধীরা হইয়া অবশাঙ্গিনী হইয়া ঢলিয়া পড়িয়াছে, পথস্থিত ধূলিরাশি ভস্মাবৃত গুলানলের ন্যায় জন্তুগণের চরণ দহন করিতেছে—আবার মধ্যে মধ্যে একত্রীভূত হইয়া শূন্যমার্গে উড্ডীনপূর্ব্বক যেন দিবাকরকে ক্রোধ সম্বরণার্থ প্রার্থনা করিতেছে। অরণ্যমধ্যে চারি ক্রোশ পরিমিত মরুভূমিসদৃশ একটি ময়দান। ময়দানে একটিও বৃক্ষ নাই একটিও জলাশয় নাই কেবল বালুকা রাশি ধূ ধূ করিতেছে। এই ভীষণ ময়দানে—এই ভীষণ সময়ে একটি অশ্বারোহী যুবক। অশ্বপদ উত্তপ্ত বালুকারাশির মধ্যে প্রোথিত হইয়া যাইতেছে—আবার অনেক কষ্টে উঠিয়া চলিতেছে, ক্রমে ক্রমে অশ্বটি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল—আবার পদ প্রোথিত হইল, যুবক অশ্ব হইতে

অবতীর্ণ হইয়া, বহু কষ্টেও এবার অশ্বটীর উদ্ধার করিতে পারিলেন না। অশ্বটী জীবন লীলা পরিত্যাগ করিল—প্রিয়বন্ধু অশ্ব শোকে যুবক কাঁদিতে লাগিলেন, একবার গলা ধরিলেন, আবার গলা ধরিয়া কাঁদিলেন। সহসা সেই পত্রটীর কথা মনে পড়িল, অমনি পত্রটী স্পর্শ করাইলেন, অশ্বটীও সজীব হইল, ধীরে ধীরে অশ্বটীকে লইয়া সেই প্রকাণ্ড ভূমি অতিক্রম করতঃ পুনরায় বন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কোন্ দ্রব্যের কি গুণ বলা যায় না, অনেকে বিবেচনা করিতে পারেন "বৃক্ষপত্র স্পর্শে যদি মৃত দেহ জীবন প্রাপ্ত হইত তাহা হইলে জগতে সমস্ত জীবই অমর অক্ষয় থাকিত।" ইহা যিনি ভাবিবেন তিনি অজ্ঞ, তিনি শিশু, যদি দ্রব্যের গুণে কঠিন পীড়া হইতে লোকে আরোগ্য লাভ করিতে পারে, যদি দ্রব্যগুণে ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা নিবা-রণ হইতে পারে, যদি বিছুটী এবং আলাকুশী পত্র গাত্রে স্পর্শ করিলে জ্বালা ও কণ্ডুয়ন হইতে পারে অধিক কি, যদি অহিফেন, শিমুলক্ষার ইত্যাদি বিষভক্ষণে জীবের ধ্বংস হইতে পারে—তাহা হইলে বৃক্ষ পত্রেরও সঞ্জী-বনী গুণ আছে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

অশ্বের জীবন রক্ষা করিলেন কিন্তু এক্ষণে এই বিজনে যুবকের কে প্রাণ রক্ষা করিবে? যুবক এক্ষণে সঙ্গীহীন—সহায়হীন—আত্মীয়হীন—; এই বিজনে যুবককে কে দেখিবে? যুবক যে পিপাসায় অধীর হইয়া—আকুল অন্তঃকরণে "প্রাণ যায়—প্রাণ যায় কে আছ—জল দাও।"

এই বলিয়া চীৎকার করিতেছে এখন—কে যুবকের মুখের দিকে অবলোকন করিবে, যুবক একবার এদিকে যাইতেছে একবার ওদিকে যাইতেছে আবার ফিরিতেছে—“এই দ্বিপ্রহরের সময় তৃষ্ণার্ত্তকে জল দান করিলে সপ্ত পুরুষ উদ্ধার হইবে,” বলিয়া যুবক যে রোদন করিতেছে, কই কেহই যে পুণ্যলাভ করিতে আসিল না? যুবকের বদন শুষ্ক হইয়াছে কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে চলৎশক্তি রহিত হইতেছে যুবক আর চলিতে পারিলেন না—অশ্বরজ্জু ধারণ পূর্ব্বক এক বৃক্ষ তলায় উপবেশন করিলেন—ভাবিলেন—“এখন কোথায় যাইব—কোথায় জল পাইব—কিরূপে এই পিপাসার শান্তি করিব?” যুবক মৃতপ্রায়, এমন সময় অদূরে এক রমণী কণ্ঠ ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, যুবক মৃত দেহে জীবন প্রাপ্তের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন।

* “দাঁড়ায়ে কদম্ব তলে গোপী মনোমোহন।
বাজায় প্রেম পিয়াসে বংশী বেণু বদন।”

যুবক, বৃক্ষ মূলে অশ্বটি বন্ধন পূর্ব্বক, যে দিক হইতে সংগীত ধ্বনি আসিতেছিল, সেইদিকে দ্রুত পদ বিক্ষেপে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, একটি ত্রিতল ভগ্ন অট্টালিকা, ইষ্টক গুলি কতক খসিয়া পড়িয়াছে কতক শৈবালাশ্রয় হইয়াছে। যুবক সেই অট্টালিকার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দেখিলেন, একটি বৃহৎ

---

* পিলুকাশ্মীরি। ভরতঙ্গ

ভগ্ন দ্বার। দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে বারংবার বলিলেন "এই অট্টালিকার মধ্যে কে আছ? এই তৃষ্ণার্ত্তকে একটু জল দান করিয়া জীবন রক্ষা কর।" কেহই কোন উত্তর দিল না, আবার বলিলেন—কিন্তু কোন উত্তর নাই। তৃষ্ণার্ত্ত যুবক বিবেকশূন্য হইয়া, অসি নিষ্কোষণ পূর্ব্বক অট্টালিকা মধ্যে গমন করিলেন, কিন্তু মুখে কেবল "জল দাও জল দাও।" সহসা পূর্ব্ব-গীতাংশ শুনিলেন,

"নারি গো থাকিতে আর, মিটাব পিয়াসা তার,
মিটিবে পিয়াসা মোর, তাঁহারে সঁপেছি মন।"

যুবক একবার কি ভাবিয়া দাঁড়াইলেন, আবার ভিতরে প্রবেশ করিলেন, নিম্নতলে প্রত্যেক কামরা তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, একটি ভগ্ন সোপান দেখিতে পাইলেন। সেই সোপানোপরি আরোহণ পূর্ব্বক দ্বিতলে উঠিলেন, সেখানেও প্রত্যেক কামরা অন্বেষণ করিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। যুবক বিষণ্ণ হইলেন—ভাবিলেন "এত বড় প্রকাণ্ড অট্টালিকা - কিন্তু জনশূন্য -- তাহাতে আবার এই বিজন মধ্যে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।" দ্বিতলোপরি সম্মুখে অধিরোহণী দর্শন করিয়া, তদুপরি আরোহণ করিলেন, আবার শুনিলেন;

"দাঁড়ায়ে কদম্বতলে গোপীমনোমোহন।
বাজায় প্রেম পিয়াসে বংশী, বেণুবদন।
নারি গো থাকিতে আর, মিটাব পিয়াসা তার,—"

যুবক দাঁড়াইলেন এবং মনে মনে কহিলেন "মিটাব পিয়াসা তার,—কে আমার পিয়াসা মিটাবে? বোধ হয় কোন দেবী—" পুনরায় শুনিলেন ;—

"নারি গো থাকিতে আর, মিটাব পিয়াসা তার,
মিটিবে পিয়াসা মোর, তাঁহারে সঁপেছি মন ;—"

যুবক একটু সঙ্কুচিত হইলেন, "এ বিজনে শূন্য অট্টালিকা মধ্যে একাকিনী রমণী ; কেমন করিয়া সহসা রমণীর নিকট উপস্থিত হইব?" আবার শুনিলেন ;

"আমি নারী সহিতে নারি, সে শশিবদন ভারি,
আমি যে তাঁর প্রেমদাসী, সে আমার হৃদি রতন।"

যুবক ভাবিলেন "যিনিই হউন—আমি তৃষার্ত্ত,—ভিক্ষুকের অবারিত দ্বার।" এই বলিয়া যুবক ত্রিতলোপরি আরোহণপূর্ব্বক প্রত্যেক কামরায় অন্বেষণ করিলেন—কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। যুবক নিরাশহৃদয়ে বসিয়া পড়িলেন, অমনি সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র দ্বার নয়নপথের পথিক হইল, যুবক সজোরে সেই দ্বারে আঘাত করিলেন,—দ্বার রুদ্ধ যুবক চীৎকার করিয়া কহিলেন "কে আছ, জল দান করিয়া তৃষ্ণার্ত্তের জীবন রক্ষা কর।"

সহসা দ্বার উদঘাটিত হইল। যুবক দেখিলেন বিদ্যুল্লতার ন্যায় একটি বালিকা প্রতিমা। যুবক চীৎকার করিয়া কহিলেন "প্রাণ যায়, প্রাণ যায় জল দাও।" বালিকা কহিল "কে তুমি শীঘ্র এস্থান হইতে পলায়ন কর দস্যুর আগমনের সময় হইয়াছে এখনি তোমাকে

বিনাশ করিবে ; শীঘ্র পলায়ন কর।" যুবক, বালিকার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, কহিলেন "শীঘ্র জল দাও— প্রাণ যায়।" বালিকা তাড়াতাড়ি এক পাত্র জল প্রদান করিল, যুবক জল পান করিয়া, বসিয়া পড়িলেন,— বালিকা কহিল "যুবক শীঘ্র পলায়ন কর" যুবক ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কহিলেন "কেন?"

"এখনি দুর্দ্দান্ত দস্যু আসিয়া, তোমার প্রাণ নষ্ট করিবে।"

যুবক অসি নিষ্কোষিত করিয়া কহিলেন "আমার এই অসি তবে কিসের জন্য?"

"দস্যুর দুর্দ্দান্ত প্রতাপ! বিষম পরাক্রম। তোমাকে এখনি বিনষ্ট করিবে, তুমি শীঘ্র পলায়ন কর।"

"বীরের বিশেষতঃ রাজপুত বীরের—দস্যুভয়ে পলায়ন অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল।"

"তাহার বজ্রের ন্যায় আকৃতি দেখিলে, শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় ; তোমার কোমলাঙ্গ, তুমি শীঘ্র পলায়ন কর, নতুবা বিপদে পড়িবে। তাহার আসিবার সময় হইয়াছে।" সহসা গুম্ গুম্ দ্রুম্ দাম্ ঠক্ ঠক্ ধম্ ধম্ শব্দ হইতে লাগিল। বালিকা কম্পিত কলেবর গোপন করিয়া, যুবককে কহিল, "যুবক! ভয় নাই, দুর্দ্দান্ত দস্যু আসিতেছে, বীরের ন্যায় কার্য্য করুন, যেন রাজ-পুতকুলের অমর্য্যাদা করিবেন না ; আমি সহায় আছি।" অমনি সম্মুখে এক প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ দস্যু, একটা বৃহৎ বৃক্ষদণ্ড হস্তে লইয়া, যুবকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

যুবক বিস্ফারিত লোচনে, রক্তিম বদনে, অচল-গিরি-সদৃশ দণ্ডায়মান রহিলেন। বালিকা!. দেখ দেখ, কোমলাঙ্গের মূর্ত্তি দেখ। সহস্র দস্যুর বিক্রম যেন, যুবকের বদনে লুক্কাইত রহিয়াছে।

দস্যু চীৎকার পূর্ব্বক "কে তুই" বলিয়া, দণ্ডোত্তোলন করিল। যুবকও তৎক্ষণাৎ অসি দ্বারা তাহার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া দিলেন। দস্যু গর্জ্জন করিয়া, বাম হস্তের দ্বারা, পুনরায় দণ্ড তুলিয়া লইল। দক্ষিণ হস্ত অপেক্ষা, বাম হস্তের বল ক্ষীণ, সুতরাং যুবক অনায়াসে দণ্ডটি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইলেন এবং কহিলেন "পিশাচ! তোর বাসনা কি পূর্ণ হইয়াছে? এই বলিয়া, অসি উত্তোলন করিলেন।

দস্যু চীৎকার করিয়া কহিল "নিরস্ত্র বীরকে বধ করা বীরের ধর্ম্ম নহে।"

যুবক অসি ফেলিয়া দিলেন এবং কহিলেন "তুই দস্যু, তোর সঙ্গে বীরোচিত কার্য্য করা উচিত নহে, তবে দয়া করিয়া অসি ফেলিযা দিলাম।"

দস্যু অমনি বামহস্তে যুবককে জড়াইয়া ধরিল, যুবক ধাক্কা দিলেন, দস্যু দূরে পড়িল, অমনি তাড়াতাড়ি দণ্ডটি তুলিয়া লইয়া, সজোরে যুবকের পদে আঘাত করিল, যুবক ভূতলশায়ী হইলেন। দস্যু যুবকের বক্ষে জানু-দিয়া বসিল, যুবক বলপ্রকাশ করিলেন কিন্তু দস্যুকে বক্ষঃ হইতে ফেলিতে না পারিয়া, কহিলেন "দস্যু, এই কি তোর বীরপণা? দস্যু অমনি দণ্ডোত্তোলন পূর্ব্বক

যুবকের মস্তকে আঘাত করিবার উপক্রম করিল। বালিকা দ্রুতপদে আসিয়া, যুবকের অসি কুড়াইয়া লইল এবং সজোরে দস্যুর গলদেশে আঘাত করিল,—দস্যু-শির ভূতলে লুণ্ঠিত হইল।

রক্তাক্তকলেবরে যুবক উঠিয়া, বালিকাকে কহিলেন "তুমি আমাকে জলদান করিয়া রক্ষা করিয়াছ; আবার দস্যুহস্তে জীবন রক্ষা করিয়া, চির ঋণে আবদ্ধ করিলে—এ ঋণ এ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না।" বালিকা লজ্জিতা হইয়া কহিল "যুবক আপনি রাজপুত—আপনার সাহায্যে আমি আমার চিরশত্রুকে বিনাশ করিলাম; চিরদিন প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিতেছি,—আমি নিজ হস্তে এই দুর্দ্দান্তকে বিনাশ করিব—আপনার কৃপায় আমার সেই প্রতিজ্ঞা এতদিনে পূর্ণ হইল। অনুভব হয় আপনি কোন রাজতনয়। আমি আপনার দাসী। এই দস্যু কু-অভিপ্রায়ে আমাকে অতি শৈশবকালে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে আমি ধর্ম্মরক্ষার্থে উহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক, পাষণ্ডের মনের আশায় নিরাশ করিয়াছি। সে সেই ক্রোধে প্রত্যহ আসিয়া, আমার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিত। আমি যন্ত্রণায় একপ্রহরকাল অস্থির হইতাম। আমি চিরদুঃখিনী আপনি আমার দুঃখ মোচন করিলেন।"

যুবক কহিলেন "সুন্দরি! আমি রণক্ষেত্রে সহস্র সহস্র বীরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, তাহাদের পত্নী ও সন্তানাদিগণকে নিরাশ্রয় করিয়াছি, কিন্তু তোমার যন্ত্রণা শুনিয়া, যত শোকার্ত্ত হইলাম, এত শোক কখনও পাই

নাই। এই দস্যুকে তুমি পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে, অতএব ইহার সৎকার করা কর্ত্তব্য।” এই বলিয়া, সেই দস্যুর মৃতদেহ সেই বাটীতেই সৎকার করিলেন। এবং অশ্বটীকেও সেই বাটীতে আনিয়া আহারাদি দিলেন। যুবকও দস্যুর সহিত যুদ্ধে অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন,—বালিকা, যুবকের যথোচিত সেবা শুশ্রুষা করিতে লাগিল।

পাঠক মহাশয়! যুবককে কি চিনিতে পারিয়াছেন? যুবকের নাম কুমার বিজয়সিংহ—,অজয়াধিপতি রাণা সমরেন্দ্রসিংহের পুত্র। যুবক বন মধ্যে ভয়ঙ্কর চতুষ্পাদকে জীবন দান করিয়া, রণধীর ও বীরবলকে হারাইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদের অন্বেষণ করিতে করিতে এই ভগ্ন অট্টালিকায় উপস্থিত হইয়াছেন।
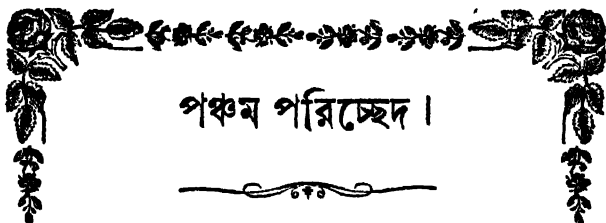
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness in the desert air."

GRAY.

দশদিন কাটিয়া গেল, অদ্য পূর্ণিমা, নির্ম্মল গগনে তারকারাশি বিমলিনী। চকোর চকোরী সুখে সুধা-পানে যামিনী অতিবাহিত করিতেছে; নিশাকরের ভয়ে, তমিস্র পলায়ন করিযাছে। চন্দ্রমা অস্তগত প্রায়। এই সময়ে, এই বিজনে একটি যুবক আর একটি দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা। আমাদের যদি শত নয়ন থাকিত, আমাদের যদি কবিত্ব-শক্তি থাকিত, তাহা হইলে, এই চন্দ্রকর-বিনিন্দিত বালিকার রূপটি দর্শন করিয়া, হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিতাম। যতবার দর্শন করি দর্শন-লালসা কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। একি দায়! চক্ষুদুটি যে বালিকার সৌন্দর্য্য রাশির মধ্যে মিলিত হইতেছে, কিছুতেই ফিরাইতে পারিতেছি না! চক্ষু-দুটি ঐ বালিকার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে। বালিকা একখানি কালাপেড়ে সাটী পরিধান করিয়া রহিয়াছে, অঙ্গে আভরণ নাই, রুক্ষ-কেশা, কেশগুলি জানুপৃষ্ঠে নম্র-মুখী হইয়া, বালিকার চরণকমলের সৌন্দর্য্য অব-

লোকন করিতেছে। বালিকা কৃশাঙ্গিনীও নহে, অধিক স্থূলাঙ্গিনী ও নহে, অমনি মাঝামাঝি গোছের ; কটি দেশ বৃদ্ধাঙ্গুলী ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর পরিধিমধ্যে থাকিতে পারে। অঞ্চলটি গাত্র বেষ্টনের পর, অবশিষ্টাংশ কটি-দেশে বন্ধন করিয়াছে। চক্ষুদুটি ঢুল্ ঢুল্ করিতেছে, এক একবার লজ্জাদেবী আসিয়া, চক্ষুদুটি মুদিত করিয়া দিতেছে ; যে বলে বলুক, আমরা কখনই বলিব না— ওষ্ঠপ্রান্তে ও গণ্ডদেশে আল্‌তা মাখিয়াছে। আলতার এমন নয়ন-স্নিগ্ধকর সৌন্দর্য্য নাই, এই টুক্‌টুকে রংটুকু জলে ধৌত হইবার নয়, এ বিধাতার গঠন। পাঠক মহাশয়গণ! আমরা বালিকার রূপের কথা, আপনাদের নিকট আর অধিক পরিচয় কি দিব? আপনারা যাঁহার সৌন্দর্য্য বড় ভালবাসেন, যাঁহার সহিত বাক্যালাপে প্রাণ শীতল করেন, যাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্মরণ হইলে, হৃদয়কে আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন করেন, যাঁহার সেইমুখ খানি—সেই কথাগুলি—সেই ঢুলঢুলে চক্ষুদুটি—সেই মধুর হাসিটুকু—সেই গজেন্দ্রগমন, চিন্তা করিয়া, দর্শনা-শায়—মিলনাশায় উন্মত্ত হয়েন, তাঁহার সহিত এই বালি-কাকে তুলা করিয়া লইবেন। এই বালিকাও ঠিক তাঁহারই মত সুধা-মাখা। বালিকা ধীরে ধীরে ভৈরবী রাগে একখানি গান ধরিল।

*হাসরে প্রাণ হাস হাস প্রাণবঁধু সনে।
অযতনের ধন নয়, পেয়েছ কত যতনে।

*বসন্তবাহার। দাদ্‌রা।

পুরুষ অতি কপট, নিঠুর শঠ, লম্পট,
পলাইবে দিয়া ফাঁকি, কখন্ কি অভিমানে।
পেয়েছি রে শ্যামচাঁদে, বেঁধেছি প্রণয়ফাঁদে,
অশ্রুবারি-মায়াবাঁধে প্রহরী রাখি' নয়নে।

গীত সমাপ্ত হইল। চন্দ্রমা-কিরণকে উষা-ভ্রমে-পাপিয়া ডাকিয়া উঠিল "চোক্ গেল?" বালিকার রূপ দর্শনে বুঝি? কোকিল কুহু কুহু রবে ডাকিয়া উঠিল—যুবক আর বালিকা যেন শিহরিয়া উঠিলেন—মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন—আমরা দেখিতে পাইলাম না। আবার চাতক "ফটিক জল—ফটিক জল" বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। নির্ব্বোধ চাতক! তোমার নিকট সুশীতল বারিধি রহিয়াছে—আবার কেন "ফটিক জল—ফটিক জল" করিয়া, চীৎকার করিতেছ? গগনের ফটিক জল কি, তোমার এতই মিষ্ট লাগিয়াছে? একে পূর্ণিমা রজনী,—তাহাতে নিকটে সুন্দরী, কোকিলের রব—পাপিয়ার রব—বিজন বন—আবার তাহার উপর ফাল্গুণ মাসের মলয় সমীরণ, যুবককে যেন, বিপদে ফেলিয়াছে। অদূরে একখানি সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া, উভয়ে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলেন।

*চাঁদুয়া কিরণে, চাঁদুয়া বদনে,
চাঁদুয়া চাঁদুয়া হাসে;
চকোর চকোরী, ধরাধরি করি,
সুধা আশে ধেয়ে আসে।

*তুরু। একতালা

কুমুদিনী ধনী, এলাইয়ে বেণী,
হাসে লো নাগর পাশে ;—

বালিকা "তবে রে পোড়ারমুখো"—বলিয়া সুরটি একটু চড়াইয়া গাহিল ;—

আকুলা যামিনী, শশী গুণমণি,
বারুণী সহিত রাসে ;—
ভ্রমর গুঞ্জরি, আমরি আমরি,
নলিনী হৃদয়ে পশে।

"বেশ! বেশ!" বলিয়া, একটি পঞ্চদশবর্ষীয় যোগী যুবক আসিয়া, উপস্থিত হইল এবং আবার কহিল "বেশ! বেশ! এখনি?—"

বালিকা উত্তর করিল "হাঁ; এখনি।"

যোগীযুবক কহিল "বনশোভিনি দিদি! তুমি কি কঠিন? তোমাকে অন্বেষণ করিয়া এলাম, আমাকে কি বলিয়া আসিতে নাই? আমি একটু সঙ্গে যাইব মাত্র, তোমার গোলাপের কণ্টক হইব না।" যোগীর কথা বালিকা বনশোভিনী বুঝিলনা। যোগী পুরুষ-মানুষ; কাজেই রাজপুত যুবকের মনে, একটু সন্দেহ জন্মিল। যুবক, যোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে? আপনার আশ্রম কোথায়? আপনার নাম কি?"

"এতগুলা কথার কি একবারে উত্তর দিতে হইবে? না, একে একে উত্তর দিব?"

"যাহাতে আপনার সুবিধা হয়।"

"আমার সুবিধা সকল রকমেই হয়।"

"আমি নামতা শিখিয়াছি—একে কে—এক উত্তর।"

"আমার অপরাধ হইয়াছে; আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি; আপনি কে?"

"আমি মনুষ্য।"

যুবক একটু হাসিয়া কহিলেন "আপনি পশু নহেন তাহা আপনার আকৃতি দেখিয়াই বুঝিয়াছি।" অপনার নাম কি?"

"মনুষ্য।"

বালিকা হাসিয়া বলিল "আমি আদর করিয়া 'বন-বিহার' নাম রাখিয়াছি।"

যুবক বালিকার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন "মনুষ্য! আপনার আশ্রম কোথায়!"

যোগী একটু হাসিয়া উত্তর দিল "যথা তথা"

"ভাল! এককথায় আপনার পরিচয় কি?"

যোগী একটু হাসিয়া কহিল "আপনি দুইদিক বজায় রাখিতে চাহেন—এক রকমে কি মনঃপূত হইল না?"

"মনঃপূত হইলে কি পুনরায় জিজ্ঞাসা করি?"

"আমি সন্ন্যাসী, সুতরাং আমি সমস্তই নাশ করিয়াছি।"

"আপনি কি সত্য সত্যই সমস্ত নাশ করিয়া, সন্ন্যাসী হইয়াছেন?"

"আমার এইরূপ বিশ্বাস আছে, যে বোধ হয়, আমি সমস্তই নাশ করিয়াছি।" যোগী ক্ষণকাল ছল ছল নেত্রে যুবকের দিকে নেত্রপাত করিয়া, হঠাৎ মুখ

অবনত করিল, অমনি নিমেষ মধ্যে হাসিয়া, বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"বনশোভিনি দিদি! আমি ইঁহার পরিচয় লইব কি?

"আমার পরিচয়?"

"আজ্ঞে হাঁ মহাশয়! আপনার নাম কি? নিবাস কোথায়? আপনি কি আমার ভগ্নীপতি?"

বালিকা বনশোভিনী লজ্জাবনতা হইয়া "ছিঃ দাদা বনবিহার!" বলিয়া যুবকের পশ্চাদ্ভাগে, যুবককে ধারণ পূর্ব্বক, বদন লুকাইত করিল।"

যুবক কহিলেন "আমার নাম শ্রীবিজ—"

বনবিহার যুবকের কথায় বাধা দিয়া কহিল "বুঝিয়াছি, আর পরিচয়ে আবশ্যক নাই,—আমার ভগ্নীর ভাব দেখিয়াই বুঝিয়াছি।"

যুবক কহিলেন "বেশ মিষ্ট নাম—বনশোভিনি। চল, বনশোভিনি, সূর্য্যোদয় হইয়াছে, এখনি কিয়দ্দূর গমন করিয়াই, ক্লান্ত হইয়া পড়িবে।"

বনবিহার কহিল "চলুন আমিও কিছুদূর সঙ্গে যাই" তিন জনে লোকালয় আশায় গমন করিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যোগী বনবিহারের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ। যোগীর মুখ খানি যেন, বনশোভিনীর মুখের প্রতিরূপ। বনশোভিনী, অচঞ্চলা—স্থিরা অথচ বালিকা, বনবিহার কিছু চঞ্চল, কারণ যুবাবয়স। বনবিহারের পরিধানে গৈরিক বসন, গৈরিক নামাবলী গাত্রে বেষ্টিত, মস্তকে একখানি নামাবলী—কেশাবৃত করিয়াছে, গলদেশে

রুদ্রাক্ষ, বাম হস্তে ত্রিশূল, দক্ষিণ হস্তে তুলসীর মালা, বদনে বিভূতি। যোগী অঙ্গ বস্ত্র-সংযম করিতেছে, নিজ অঙ্গ এক এক বার অবলোকন করিতেছে, কখন পরিধেয় বসন বিশৃঙ্খল হইল কি না, দেখিতেছে, কখন মস্তকের ও গাত্রের নামাবলী শিথিল হইল কি না দেখিতেছে। যোগীর ভাব দেখিয়া বোধ হয়, যেন, নিজ কোমল অঙ্গে কোন রত্ন গোপন করিয়া রাখিয়াছে। যোগীর মনে হর হরি বিভেদ নাই।

যুবক চলিতেছেন আর মধ্যে মধ্যে বনশোভিনীর পথশ্রম বশতঃ ক্লেশ দেখিয়া, শিহরিয়া শিহরিয়া বলিতেছেন "তোমাদের কি কষ্ট হইতেছে?"

যোগী উত্তর করিল "আমার নাম বনবিহার! পথ পর্য্যটন আমার অভ্যাস আছে; বোধ হয় বনশোভিনী দিদির কষ্ট হইতেছে।" তিনজনে যত গমন করেন, ততই কেবল বন্য বৃক্ষই দেখিতে পান, লোকালয় পাইলেন না। ক্রমে বেলা দ্বিপ্রহর হইল। লোকালয় প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, এক অসীম তরঙ্গময়ীর কূলে অবতীর্ণ হইলেন। এখন উপায়? একখানিও তরী নাই এই বনস্থ-নদীতে তরীই বা কেন থাকিবে? অগত্যা সেই নদীকূলেই একটি পত্রকুটির নির্ম্মাণ করিলেন, বলা বাহুল্য, যোগীও সেই পত্রকুটির নির্ম্মাণার্থ অনেক পরিশ্রম করিল।

বিজয় ভাবিলেন "আর ইহজন্মে মাতৃভূমি—সাধের মাতৃভূমি—অজয়নগর দেখিতে পাইব না। ইহজীবন এই অরণ্যেই অতিবাহিত করিতে হইবে। প্রিয়বন্ধু রণধীর

আর বীরবলের দশায কি হইল, তাহাও বলিতে পারি না, বোধ হয়, তাহারা বন্যজন্তুর গ্রাসে জীবন সম্বরণ করিয়াছে।”

বনশোভিনীর হস্তদুটি ধরিয়া, যোগী কহিল “দিদি! আমি তবে আসি?”

বনশোভিনীর, চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল।

যোগী আবার কহিল “বনশোভিনি দিদি! কাঁদিও না, আমি মধ্যে মধ্যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।”

বনশোভিনী সজলনেত্রে, রোদনস্বরে কহিল “দাদা বনবিহার! তুমি যে, প্রত্যহ প্রভাতে দস্যু আসিবার পূর্ব্বে আমাব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে—অপরাহ্নে আসিযা, দস্যুর বেত্রাঘাত জ্বালা নিবারণার্থ ঔষধ প্রদান করিতে, দাদা! আর কি আমি তোমাকে দেখিতে পাইব? আমরা কোথায় যাইব তাহার স্থির নাই—”

যোগীর চক্ষে জল আসিল; যোগী অশ্রুসম্বরণ পূর্ব্বক কহিল “দিদি! মা কালীর কৃপায়—নারায়ণের কৃপায—তোমরা যেখানে থাকিবে—আমি সেই খানেই—তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব,—তুমি অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছ—তুমি যে সুখী হইলে—তোমাকে যে সুখী দেখিয়া যাইতেছি—ইহাতে আমার আর কোন যন্ত্রণা রহিল না।” এই বলিয়া, বনবিহার যুবকের হস্তে, বনশোভিনীর হস্ত সমর্পণ করিয়া কহিল “রাজকুমার! আমার ভগ্নীকে দাসী জ্ঞানে অবহেলা কবিবেন না, শ্রীচরণে স্থান দিবেন, দুঃখিনী অনেক কষ্ট পাইয়াছে—আমার বনশোভিনী দিদিকে

আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম।" এই বলিয়া যোগী গাহিলেন,—

*ধর ধর ধর, ওহে নটবর, যোগী-উপহার।
বিজন বিপিনে, বিনোদ চরণে, বিনোদ রতন হার।
কণ্টকিত বনে, তুলি সযতনে,
স্ফুটিত কুসুম চন্দ্রমা কর।
সোহাগে সমীরে, সুধা তরে তরে,
রেখেছে যতনে ধরে ;—
তুমি গুণাকর, ওহে মধুকর,
মধু আশে আসি উড়ে,
বুঝি ছিল, তোমারই তরে, পিও সুধা প্রাণ ভ'রে,
রেখেছি যতন করে, যতনের কুসুম আমার।

বিজয়ের সন্দেহ দূর হইল। ভাবিল "যোগীর উপযুক্ত কার্য্যই বটে। ইনি কি যোগী—না, দেবকুমার।"

গীত সমাপনান্তে বনবিহার চলিয়া গেল। বনশোভিনী নয়ন পথ পর্য্যন্ত যোগীকে এক দৃষ্টে অবলোকন করিয়া রহিল। যোগী নয়নপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলে, বনশোভিনীও কাঁদিয়া কহিল "দাদা আমাকে কত যত্ন করিতেন।" বিজয়, বালিকার অশ্রু-মোচন করিয়া দিলেন, অনেক বুঝাইলেন, অবশেষে সেই পর্ণ কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন।

সমস্ত পথ অশ্রু-বর্ষণ করিতে করিতে বনশোভিনীকে

---

* মিশ্র কীর্ত্তনাঙ্গ। একতালা।

রাখিয়া, বনবিহার অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। হঠাৎ একজন পশ্চাৎ হইতে আসিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে বনবিহারের কর-যুগল ধারণ করিল। বনবিহার কম্পিত কলেবরে কহিল "আপনি কে? আমাকে ছাড়িয়া দিন।"

আগন্তুকের আকার দীর্ঘ, কপালে দীর্ঘ রক্তিম ফোঁটা, স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত, দক্ষিণ হস্তে শাল যষ্টি, পরিধানে, গৈরিক বসন গলদেশে রুদ্রাক্ষ। বনবিহার আগন্তুকের ভয়ঙ্কর আকৃতি দর্শন করিয়া রোদন পূর্ব্বক অনেক মিনতি করিল, কিন্তু দুর্দ্দান্ত কোন উত্তর না করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।
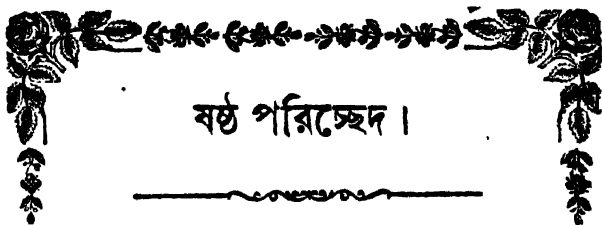
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"অভিমান ধনস্য গত্বরৈ
রসুভিঃ স্থাস্নু যশশ্চিচীষতঃ।
অচিরাংশু বিলাস চঞ্চলা
নন্বলক্ষ্মীঃ ফলমানুসঙ্গিকম্॥"

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

যবন বেশধারী দুই জন অশ্বারোহী, অশ্ব দুইটিকে প্রান্তরে বন্ধন পূর্ব্বক অজয় নগরে প্রবেশ করিল। এক জনের নাম, কাজিম সাহ অপরের নাম জবরদস্ত খাঁ। পরিধানে কোর্ত্তা ও পাজামা, মস্তকে রক্তবর্ণ লম্বা টুপী, দীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি নাভিদেশ পর্য্যন্ত পতিত হইয়াছে। ইহারা সুলতান আলাউদ্দিনের দূত। দৌত্য-কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া, অজয়াধিপ সমরেন্দ্র সিংহের নিকট গমন করিতেছে। কাজিম সাহ নিজ উরুদেশে চপেটাঘাত পূর্ব্বক কহিল "জবর দস্ত!" জবর দস্ত, উত্তর করিল "জী" কাজিম সাহ কহিল "খোদা একটা টাকা দেলায়ে দেয়, তো আট আনা পীরের সিন্নি দিই আর আট আনার সরাপ পি।" জবর দস্ত কহিল "আরে জী, এহান থে পেলিয়ে যাতি পার্লে, ছাশে গিয়ে আল্লার নাম লি, এহান কাব নওয়াব—"

কাজিম, জবর দস্তের কথায় প্রতিবন্ধক হইয়া কহিল "নওয়াব্ কেবে? রাণা বল্।"

জবর দস্ত কহিল "আ, আল্লা! ওডা মোর মনে থাকে না। তা এহান কার রাণা হয়তো মোদের ছ্যাখ্‌লেই গর্দ্দানাটা কাটি ফ্যাল্‌বে, তহন—বাবৎ সরাপ, তছ্‌রূপ হয়ে যাবে।" পথিমধ্যে সবুজ তৃণের ভিতর একটি টাকা চক্ চক্ করিতেছে। বলা বাহুল্য, একটি ধীবর রমণী সেই স্থানে বসিয়া, মৎস্য বিক্রয়ের লাভালাভ হিসাব করিতেছিল, মৎস্য বিক্রয় হইয়াছে—তাই তহবিল মিলাইয়া টাকা গণনা করিতেছে, অদূরে যবনদ্বয়কে দেখিয়া, তাড়াতাড়ি পলাইবার সময় টাকাটি পড়িয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে যবনগণকে দস্যু বিবেচনা করিয়া, হিন্দু মাত্রেই—বিশেষতঃ রমণীগণ দেখিয়া কম্পিত হইত। সেই ধীবর রমণীর তহবিলচ্যুত টাকাটি দেখিতে পাইবা-মাত্র কাজিম "আল্লা কি দোহাই আল্লা কি দোহাই, খোদা যব্ দেগা তব্ ছাপ্পোর ফোড়কে দেগা" বলিয়া টাকাটি তুলিয়া লইল। অমনি যবনদ্বয় সাহ্লাদে শুণ্ডিকা-লয় অন্বেষণ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

ধীবর রমণীর সৌন্দর্য্য গুণেই হউক আর যে কোন কারণেই হউক, একটি যুবক তাহার নিকট মৎস্য খরিদ করিতেছিল,—দুইজনের একবার চারি চক্ষুর মিলন হইল, দুইজনের মুখেই একটু একটু গাম্ভীর্য্যের হাসি দেখা দিল, প্রথমে যুবক—তার পর ধীবররমণী একপার্শ্বে মস্তক হেলাইল—যুবক অমনি একটি টাকা ফেলিয়া দিয়া—

চলিয়া গেল। তহবিল গণনার সময়, ঐ টাকাটি—উপরি লাভ বা যামিনীর বায়নাস্বরূপ প্রাপ্য; তাই সে টাকাটি যবনের হস্তে পতিত হইল বলিয়া, আমাদের বড় কষ্ট হইতেছে না, কারণ বিষে বিষে, বিষক্ষয়; আর এই রকম উপরি লাভটা প্রায়, উপরি ব্যয়েতেই লাগিয়া থাকে।

যবন দূতদ্বয় অনেক অন্বেষণের পর শুণ্ডিকালয়ে প্রবেশ-পূর্ব্বক সুরাদেবীর অর্চ্চনা করিতে বসিলেন। সুরা বিক্রেতা টাকাটি বাজাইয়া কহিল "এ টাকাটি খাঁটি নহে—ছয় আনা ভেজাল।" এই বলিয়া দশ আনার সুরা তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া টাকাটি গ্রহণ করিল। জবরদস্ত একটু বিবর্ণ বদনে কহিল "সা সাহেব! খোদা আমাদের কথায় বিশ্বাস না ক'রে—আগেই ছ আনা কাটি লেছে।"

কাজিম কহিল "জানে দেও; আমি ব'লেছিলাম, আট আনার সিন্নি দিব; খোদা আগেই ছ আনা লেছে; আর দু আনা আমরা দিব না, আমাদের উপর খোদার বিশ্বাস নাই। আমরাও খোদাকে জব্দ কর্ব্বো।" উভয়ে সুরাপান করিল—ক্রমে ক্রমে ঘোর মাতাল হইল এইবার শুণ্ডিকালয় হইতে বহির্গত হইয়া—রাজবাটী অভিমুখে গমন করিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়াই, জবরদস্ত কহিল "সা সাহেব! মুই যত নর্দ্দমাটাকে বাঁয়ে যাতি বল্ছি নর্দ্দমাটা কেবল মোর সাম্নে আস্তি লেগেছে।" এই বলিয়াই অমনি কলুষ-নির্গমন গর্ত্তে পতিত হইল। কাজিম তাড়াতাড়ি জবরদস্তকে উত্তো-

লনার্থ গমন করিয়া দেখিল, জবরদস্ত কর্দ্দমাবৃত হইয়াছে। কাজিম কহিল "খাঁ সাব্! আমার হাত ধর—উপরে উঠিয়া আইস।" খাঁ সাহেব উত্তর করিল—"এহানে খুব খাবসুরৎ আতর আছে—,একটু দিমু—,সা সাহেব?" সা সাহেব—কোন উত্তর না করিয়া খাঁ সাহেবকে নরক হইতে উদ্ধার করিল।

কিয়দ্দূর গমন করিয়াই খাঁ সাহেব কহিল "মুই রাণার মত নওয়াব হোতে পার্ত্তেম।"

সা সাহেব তাড়াতাড়ি কহিল "আমি যদি দশ লাক টাকা পেতাম—তা হ'লে মুইও নবাব হয়ে যেতাম—তোরে উজীর কর্ত্তাম—মুই রাঙ্গা রাঙ্গা বেগম নেতাম, পীর পুকুরের চারি পাড়ে চার্‌টে কাম্‌রা বানিয়ে ফেল্‌তাম, পূর্ব্ব দিকের কামরায়, মুন্সী, খাজাঞ্চী রাখ্‌তাম; পশ্চিমদিকে, বেগমদের দেতাম্, মুই দক্ষিণদিকের কাম্‌রায় রইতাম্, তোরে উত্তরদিকের কামরায় রাখ্‌তাম।

সা সাহেবের কথায় বাধা দিতে না পারিয়া, খাঁসাহেব সা সাহেবের মুখে হস্ত দিয়া কহিল "মুই দক্ষিণের কামরাটা নিমু।"

সা সাহেব "মুই তোরে উত্তরের কামরা দিমু—মুই দক্ষিণের কামরা নিমু—,মুই যে নওয়াব হইমু। তোদের সব্ খাতি দিব—

খাঁ সাহেব চীৎকার করিয়া কহিল "মুই দক্ষিণ দিকের কামরা নিমু, মুই নওয়াব হবু; আমার বেগম মহলে কারেও যাতি দিব না।"

সা সাহেব "যাব—ফুর্ত্তি সে যাব—আমার দিল্ বড় খাব্ সুরৎ। মুই দক্ষিণদিকের কামরা নিমু—মুই নওয়াব হবু।"

খাঁসাহেব "মুই দক্ষিণের কামরা নিমু—নিমু—নিমু।"

সা সাহেব "আমি দক্ষিণের কামরা দিমু না - দিমু না -- দিমু না।"

খাঁসাহেব "তেরা বাপ্ দেগা।"

সা সাহেব "কবি নেই দেগা।"

খাঁসাহেব "আল্‌বাৎ দেগা।"

সা সাহেব "কবি নেই দেগা।"

খাঁসাহেব "নে দেগা তো খুন্ করে গা—দেখছিস্ মেরা জোর।" এই বলিয়া দন্তঘর্ষণপূর্ব্বক দৃঢ় মুষ্টি ধারণ করিল।

সা সাহেব "আও দেখে গা।" এই বলিয়া, খাঁসাহেবের মস্তকোপরি সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিল ; ক্রমে ক্রমে উভয়ে মারামারি—জড়াজড়ি—গড়াগড়ি—অবশেষে রক্তাবক্তি। দুই জনেই অজ্ঞান অবস্থায়—পথিমধ্যে পতিত রহিল। নগররক্ষক—কোটালের মুখে এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া, তাহাদিগকে ফাটকে রাখিতে আজ্ঞা দিল। যবনদ্বয় ফাটকে অবরুদ্ধ রহিল।

পর দিবস, প্রভাতে রাণা সমরেন্দ্রসিংহ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার্থ, পাত্র মিত্র সমবেত রাজসভায় আগমন করিলেন। রাণার বদন শুষ্ক, হৃদয় চঞ্চল, প্রাণপুত্র কুমার বিজয়সিংহ মাসাধিককাল বিপিন ভ্রমণে গমন করিয়া-

ছেন, অদ্যাপি প্রত্যাগমন করিলেন না ; রাজকার্য্যে মন নাই, দেহ রক্ষায় মন নাই—শয়নে ভোজনে তৃপ্তি নাই, কেবল অন্ধের যষ্টি, বিপদের সহায়, হীনাবস্থার রত্ন, পর লোকের জল-পিণ্ডস্থল, ইহলোকের আদরের ধন—অজয়নগরের ধর্ম্মরক্ষক বীরসূর্য্য পুত্রধন বিজয়ের বিরহে আকুল হইয়াছেন। দেশে বিদেশে, অরণ্যে চারিদিকেই দূত প্রেরিত হইয়াছে, অদ্যাপি কেহই কুমারের অনুসন্ধান করিতে পারে নাই। বিপদের সময় লোকের মনে নানা দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়। রাণা কখন ভাবিতেছেন "হয়ত অরণ্য মধ্যে হিংস্র জন্তুতে, তাঁহাদের কোন অনিষ্ট করিয়াছে।" আবার ভাবিতেছেন "বোধ হয়,—বিজন ভ্রমণান্তে প্রত্যাগমন কালে দিল্লীর পথে, যবনদস্যু সুলতান আলাউদ্দিনের হস্তে বন্দী হইয়াছেন।" এমন সময়, নগররক্ষক সেই যবন দূতদ্বয়কে রাজ সমীপে উপনীত করিয়া, রাজোচিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব দিবসের সমস্ত বিবরণ আনুপূর্ব্বিক রাজ-গোচর করিল। রাণা যবন দূতদ্বয়কে দেখিয়া, বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন ;

"তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ?"

"দিল্লী হইতে।"

"অজয়নগরে যবন প্রবেশ করিলে,—তাহাদিগকে যাবজ্জীবন কারাগারে থাকিতে হয়—,যবনের মুখদর্শন করিলে—সেই দিবস অজয়বাসিগণ জলস্পর্শ করেন না—ইহা কি তোমরা জান না?"

জবরদস্ত কম্পিত কলেবরে কহিল "দোহাই নওয়াব

সাব্! মুই ওরে সরাপ্ খাত্তি বারণ ক'রে হেনু—" এই বলিয়া জবরদস্ত খাঁ সেলাম পূর্ব্বক সভা মধ্যে লুণ্ঠিত হইল। সেলাম করাতে রাণা অতিশয় বিরক্ত হইলেন, কিন্তু কাতরোক্তি দেখিয়া, রাণা ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তোমরা কি অভিপ্রায়ে দিল্লী হইতে এখানে আসিয়াছ ?"

কাজিম সাহ উত্তর করিল "সুলতান আলাউদ্দিন আপনার কাছে এই পত্র খানি দিয়াছেন—মোরা তাঁর দূত।" এই বলিয়া কাজিম সাহ বস্ত্র হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া রাণার নিকট রাখিল। রাণা মন্ত্রীকে পত্র খানি পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রী পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিল।

পত্র।

রাণা শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র সিংহ।

অজয়নগরের স্বাধীন মহারাজ

সমীপেষু।

বহুত বহুত ছালাম পূর্ব্বক দিল্লীশ্বর সুলতান আলা-উদ্দিন লিখিতেছেন, যে, আপনার নিকট শ্রীমান রণধীর সিংহ সৈনাধ্যক্ষ নিয়োজিত হইয়াছেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত অমর সিংহ আমার দাসত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাকে গৌরবান্বিত বিবেচনা করিতেছেন।

রাণা কহিলেন "এক পিতার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া, অন্যকে পিতৃত্বে বরণ করা, আর হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ

করিয়া, বিশেষতঃ রাজপুত কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যবনের দাসত্ব স্বীকার করা, এই উভয়ই সমান। তারপর—” মন্ত্রী শেষাংশ পাঠ করিলেন।

অতএব আপনাকে জানাইতেছি যে উক্ত রণধীর সিংহকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তিন দিবস মধ্যে দিল্লী মোকামে প্রেরণ করিবা, নতুবা আপনার অজয়ের স্বাধীনত্ব হরণ করিবার জন্য শীঘ্রই একদল সৈন্য অজয় নগরে প্রেরণ করিব। ইতি।

মোহর যুক্ত

সুলতান আলাউদ্দিনের সহী।

রাণা বিষণ্ণ হইলেন, মস্তকে হস্ত দিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। স্বেদরাশি গণ্ড ও বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া সিংহাসনে পতিত হইল, রাণা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন “এক্ষণে উপায়।” ক্ষণকাল পরে, আবার কহিলেন “তা কখনই হইবে না ধর্ম্ম রক্ষার্থে,—রাজপুত কুলের গৌরব রক্ষার্থে, পাপিষ্ঠ যবন হস্ত হইতে রক্ষার্থে, যে আমার আশ্রিত হইয়াছে, আমি জীবন থাকিতে, তাহাকে কখনই যবন হস্তে সমর্পণ করিব না।” রাণা আবার নীরব হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন “তবে, এক্ষণে উপায়?— কেমন করিয়া অজয় রক্ষা করিব,—যাহাদের বাহুবলে, অজয়ের ধর্ম্ম অদ্যাপি দৃঢ় রহিয়াছে—তাহারা এখন বনবাসী তাহাদিগকে আমি হারা হইয়াছি—যদি অরণ্য ভ্রমণে আমি আদেশ না দিতাম—। যাহাহউক এক্ষণে উপায়?” রাণা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন—ঘোর চিন্তা রাণার হৃদয়কে

আবৃত করিল, রাণা ভাবিলেন "যবন ত্রাসে কখনই সঙ্কুচিত হইবনা, অজয় মুসলমানের হস্তগত হইবার পূর্ব্বে অগ্নি-কুণ্ডে জীবন সমর্পণ করিব। এক্ষণে কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিমুখ থাকিব না,—উপায় ?—উপায়, পরে চিন্তা করিব।" রাণার বদন রক্তিম হইল। রাণা সিংহাসন হইতে সদর্পে দণ্ডায়-মান পূর্ব্বক কাজিমকে কহিলেন "দূত! যাও—তোমাদের সুলতানকে বলগে যাও, যবন দস্যুর কথায় স্বাধীন অজয়া-ধিপ সমরেন্দ্র সিংহ কর্ণপাত করেন না। যবম সৈন্য ত্রাসে অজয়ের একটি পিপীলিকাও কণ্টকিত হয় না। তাঁহার যতদূর সাধ্য—তিনি যেন করেন—অজয় চিরদিন সৌভাগ্য-বতী ও স্বাধীনা থাকিয়া, বীর পুত্রকে প্রতিপালন করি-বেন। যবন দস্যু কখনও অজয়স্থ সামান্য কীটেরও কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না, যাও যবন দূত! শীঘ্র অজয় নগর হইতে প্রস্থান কর,—যাও শীঘ্র তোমাদের সুলতানকে সংবাদ দাওগে—তিনি যেন শীঘ্র রণসজ্জায় অজয়ে প্রবেশ করেন—অজয় ভূমি যবন রক্তের জন্য লালা-য়িত রহিয়াছে।" "যো হুকুম রাণা সাব্।" এই বলিয়া দূতদ্বয় প্রস্থান করিল। মন্ত্রী করযোড়ে কহিল "মহারাজ! যদি হুকুম হয় তাহা হইলে দূত দ্বয়ের সমাদরের ব্যবস্থা করিয়া দিই।"

রাণা কহিলেন "মুসলমানের আভ্যর্থনা করা হিন্দুর কর্ত্তব্য নহে।

মন্ত্রী কহিল "মহারাজ! দূতের সহিত শত্রুতা নাই; দূতের আভ্যর্থনা করা রাজোচিত কার্য্য।"

রাণা কহিলেন "দূতের অভ্যর্থনা করা রাজোচিত কার্য্য তাহা আমি বিশেষরূপ জ্ঞাত আছি; কিন্তু যবন দূত—ম্লেচ্ছ জাতির—বিশেষতঃ ধর্ম্ম হন্তা পাপিষ্ঠগণের দূতের অভ্যর্থনা, রাজপুত কুলের বীর কখনই করিতে পারে না।" এই বলিয়া রাণা মন্ত্রী সমভিব্যাহারে, মন্ত্রণা গৃহে প্রবেশ করিলেন।

যবন দূতদ্বয় প্রান্তরে আসিয়া, স্ব স্ব অশ্ব আরোহণ পূর্ব্বক দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিল। পথিমধ্যে জবরদস্ত খাঁ কহিল "সা সাব্। মনে ক'রে হেনু বুঝি মোব জরুকে আব্বার নিকে কর্ত্তি হবে।"

সা জিজ্ঞাসা করিল "কেন?"

খাঁ উত্তর করিল "মোদের গর্দ্দানা গেলে—কি মোদের জরু কেবল পান চিবিয়ে কাটাতি পার্ত্তো; মনের মত লওয়া খসম্ নিয়ে ঝাড়ন্ দিয়ে মুখ মুছিয়ে নিত।"

দূতদ্বয়, দিল্লীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, সমরেন্দ্র সিংহের কথা গুলি আদ্যন্ত সুলতান আলাউদ্দিনের গোচর করিল। সুলতান শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া, তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্য অজয় জয়ার্থ প্রেরণ করিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মধ্যাহ্ন।

বিরহ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

——000——

প্রথম পরিচ্ছেদ।

——000——
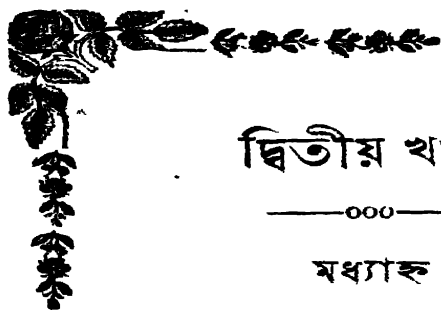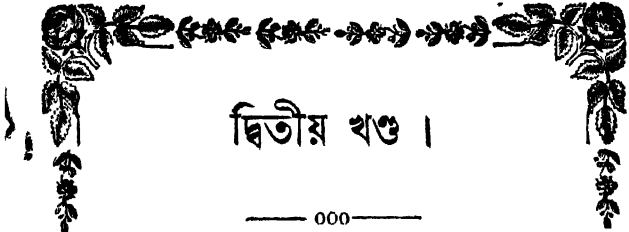
"আছিল বিস্তর ঠাট, প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া, তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র আসে কতগুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি॥"

গুণাকর।

দিল্লীর প্রান্তভাগে স্রোতস্বতী তপন তনয়া প্রবাহিত হইতেছে। সুলতান আলাউদ্দিন অপরাহ্নে বায়ু সেবনার্থ যমুনাতটে সৈন্য পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতেছেন। সুলতানের বয়ঃক্রম প্রায় অশীতি বর্ষ, পক্ক শ্মশ্রু-রাশি গোলাপী আতরে সুবাসিত, গাত্রে একটি ফুরফুরে পঞ্জাবী পিরাণ, মস্তকে মোগলাই তাজ—হস্তে গোলাপের তোড়া, বদনে গোলাপী তাম্বুল—দন্তগুলি স্বর্ণে গঠিত—ভৃত্য পশ্চাতে চামর ব্যজন করিতেছে, একজন তাম্বুল ছেঁচিয়া সম্মুখে ধরিতেছে। সুলতান তরঙ্গময়ীর-তরঙ্গমালা দর্শন করিতেছেন হঠাৎ দেখিতে

পাইলেন, একটি সুন্দর পুষ্প, তরঙ্গে তরঙ্গে খেলিতে খেলিতে ভাসিয়া ছুটিতেছে,—কখন জলমধ্যে নিমগ্ন হইতেছে, আবার ভাসিয়া উঠিতেছে; ফুলটির পাপড়ি গুলি হরিদ্রাবর্ণ কিন্তু বোঁটাটি কৃষ্ণবর্ণ, এরূপ সুন্দর ফুল সুলতান কখনও দর্শন করেন নাই, তাই কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, জবরদস্তকে কহিলেন "ঐ ফুলটি আমাকে আনিয়া দাও"। জবরদস্ত খাঁ অতিশয় সন্তরণপটু বহু কষ্টের পর ফুলটি ধরিয়া,—সুলতান সমীপে উপনীত হইল।

সুলতান ফুলটি লইয়া, দেখিলেন একটি চীনের করবীর বোঁটাতে একগাছি কেশজড়িত, তাই ফুলের বোঁটা কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছিল. কেশগাছি সুলতান ফুল হইতে খুলিয়া মাপিয়া দেখিলেন, প্রায় তিন হাত দীর্ঘ এবং উজীরকে ডাকিয়া কহিলেন "দেখ উজীর! এই দীর্ঘকেশা রমণী অবশ্যই সুন্দরী, তুমি ঘোষণা করিয়া দাও, যে, যে এই সুন্দরীকে আমার নিকট আনিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে বিংশতি সহস্র আসরফি পারিশ্রমিক দিব।" উজীর "যো হুকুম" বলিয়া, এই বাক্য ঘোষণা করিয়া দিলেন।—

"যে এই ত্রিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ কৃষ্ণকেশা সুন্দরীকে সুলতান আলাউদ্দিনের নিকট আনিয়া দিতে পারিবে সে বিংশতিসহস্র আসরফি পারিশ্রমিক পাইবে।"

এই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া, অর্থলোলুপ বহুশত লোক ঐ সুন্দরীর অন্বেষণে বহির্গত হইল, কেহ, কোনব্যক্তির ষোড়শী পত্নীকে বলপূর্ব্বক আনিয়া, বাদসাহের সম্মুখে ধরিল—কেহ নিজ কন্যা বা ভগ্নীকে সুন্দরী বিবেচনা করিয়া বাদসাহের

নিকট উপনীত করিল, কিন্তু তিন হস্ত পরিমিত কেশ কাহারও হইল না। পাড়ার রমণীগণ, কেশে, আমলা দিতে বসিল—মেতি কুলল তৈল মাখিতে বসিল,—মস্তকে চিরুণী দিলে কেশ উঠিয়া যাইবে সুতরাং চিরুণী আর অঙ্গনার করকমলে স্থান পাইতেছে না। রমণীগণ কেশবিন্যাস লইয়াই সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত, গৃহ কর্ম্ম একপ্রকার পরিত্যাগই করিয়াছে। এক্ষণে দিল্লী সহরের চারিদিকে চাহিয়া দেখুন, কি বালিকা, কি যুবতী, কি বৃদ্ধা, কি ধনী, কি দরিদ্রা সকলেই নানা প্রকার সুচারু বেণী বন্ধন করিয়াছে। বলা বাহুল্য, সেই সময় হইতেই প্রায়, স্ত্রীলোকগণ, কেশের মর্য্যাদা করিতে, কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে শিখিল, আর যত্নও করিতে আরম্ভ করিল, সেই সময়ে চতুর্দ্দিকে যেন কেশ লইয়া একটা গোলযোগ হইয়া উঠিল। ভিক্ষুকগণ কেশের গীত গাহিয়া দুই পয়সা উপায় করিতে আরম্ভ করিল। ভিক্ষুকগণ রামপ্রসাদী সুরে গাহিত ;—

*প্রজাপতি খোঁপা বাঁধলো ধনি।
চিড়িতনের, ইস্কাপনের হরতনের টেকা বেণী।
ফিরিঙ্গী, আসার যোঁটা, জলতরঙ্গ, ডাইমণ্ড কাটা,
কল্কা, কাক, চেপ্টা খোঁপা, গুলবাহার, কান্তমণি।
সাহেব যাচ্ছে, বিবি ডাক্‌ছে, তাক্‌তাক্‌সিন্ আরও আছে,
মট্‌কাভাঙ্গা রাম খোঁপা, বাঁধ গলো প্রাণ সজনি।

দিল্লী নগরে সৌদি-মালিনী নাম্নী এক বৃদ্ধা বাস করিত, ঐ মালিনী আমাদের ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনীর "সঙ্গিনী।"

* ঝিঁঝিট—একতালা।

সৌদির বয়ঃক্রম পঞ্জিকা ধরিয়া স্থির করিতে পারিলাম না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি, তাহার দৌহিত্রীর বয়ঃক্রম প্রায় বিংশতি বৎসর। সৌদির মা ষষ্ঠীর কৃপায় তিন চারিটি কন্যা আর একটি দৌহিত্রী আবার দৌহিত্রীর ও বুঝি একটি কন্যা হইয়াছে—কন্যার দৌলতেই সৌদির মুখে হাসি—সাধের তিলক—দ্বিতল অট্টালিকা—পেটের অন্ন—আর হাতেও দু'পয়সা আছে। শ্রী.বমালিনীর মতন তাহাকে আগড় ঠেলিতে হয় না। প্রতিবাসীদের বিষম বিপদ—ছেলে ধরার ভয়টা অধিক ছেলেধরাটি আমাদের সৌদি মালিনী। প্রতিবেশীর ঘরে রাঙ্গা পনের ষোল বৎসরের ছেলে দেখিলেই, মালিনীর শুষ্ক বুক চড় চড় করিত। সৌদির রংটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নহে, তবে যৌবনে একরকম মাঝামাঝি গোছের ছিল। সৌদির সম্রাট ভবনে গমনাগমনটি আছে, যৌবনে সর্ব্বদাই ছিল, ফুলদেওয়া ফুলের মালা দেওয়া ফুলের তোড়া দেওয়া আবশ্যক না হইলেও নিয়মিত যোগাইয়া থাকে। তাহার কন্যাগণ বা দৌহিত্রী ফুল যোগাইতে যায় না—সুলতানের নিকট হাওয়া খাইতে যায়।

সৌদি বাদসাহের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ফুলটি কোন্ দিক্ হইতে ভাসিয়া আসিল ?" বাদসাহ উত্তর করিলেন "দক্ষিণ দিক হইতে।"

সৌদি কহিল "আমাকে একখানি নৌকা দাও।

বাদসাহ কহিলেন "কেন ?"

সৌদি "আমি তোমাকে সেই সুন্দরীটি আনিয়া দিব।"

সুলতান আলাউদ্দিন একদিন সৌদীর পদানত ছিল, সেই সম্পর্কে এখন সৌদি বাদসাহকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করে। সৌদি বাদসাহের সহিত কথা কহিতেছে;—মনে সেই ভাবই আছে—বয়সের সঙ্গে সৌদির সেই রঙ্গময়ী মূর্ত্তির ভঙ্গিমা টুকু যায় নাই। সৌদির চক্ষুর তীব্র দৃষ্টি মুখে আধ আধ চাঞ্চল্যের হাসি, মস্তকের আলোড়ন, বক্ষের সংযম, কটিদেশের চাঞ্চল্য—এ সমস্তই আছে। তাই বয়সের দিকে অনেকের তত প্রয়াস নাই। বাদসাহ সৌদির কথা শুনিয়া, ক্ষণকাল কোন কথা কহিলেন না। সৌদি চক্ষু দুইটী ঘুরাইয়া কহিল 'তুমি যে বড় কথার উত্তর দিলেনা? আমাকে কি তুমি তেমনি মেয়ে মনে করিয়াছ? আমি মনে করিলে পারিনা কি?" আলাউদ্দিন সহাস্যে উত্তর করিলেন "তুমি মনে করিলে দিল্লীর বেগম হইতে পার।"

" অবশ্য পারি—পারিব না কেন?" সৌদি এই বলিয়া, পুনর্ব্বার চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল "এখন আমাকে একখানি নৌকা দিবে কি না?"

"কবে রওনা হইবে?"

"আজই।"

"কখন্?"

"এখনি—আমি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি, এই দেখ।" এই বলিয়া সৌদি মিষ্টান্ন পরিপূর্ণ দুইখানি থালা দেখাইল।

"একি! মিষ্টান্ন লইয়া কি করিবে?"

"পথের সম্বল।"

"এত কেন?"

"পরে বলিব।"

"তুমি কি সেই সুন্দরীকে আনিতে পারিবে?"

"অবশ্য পারিব। সুন্দরী। আমার বাটীতে অমন সুন্দরী অনেক আছে—তা তোমার যে, রোজ রোজ নূতন চাই।"

আলাউদ্দিন একটু হাসিলেন। পরে মাঝিকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—"ইনি যেখানে যাইবেন—লইয়া যাও।"

মালিনী কহিল "আর আমি যাহা বলিব তাহা শুনিতে হইবে।"

মাঝি "যো হুকুম" বলিয়া নৌকা প্রস্তুত করিতে গেল।

মালিনীও মিষ্টান্নপূর্ণ থালা দুই খানি হস্তে লইয়া, কহিল "ঘোষণা ত আশরফি পাইব ত?"

আলাউদ্দিন কহিলেন "ত্রিহস্তপরিমিতকেশা সুন্দরীকে আনিতে পারিলে অবশ্যই পাইবে।"

মালিনী একটু হাসিয়া কহিল "আর বক্‌সিস্?"

সুরসিক বৃদ্ধ সুলতান হাসিয়া কহিল "বক্‌সিস্—চুম্বন।"

মালিনী হাত ঘুরাইয়া বলিল "আচ্ছা তখন দেখা যাবে।" এই বলিয়া মালিনী যমুনাতটে গমন করিয়া দেখিল, মাঝি নৌকা প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতেছে। মালিনী নৌকাতে আরোহণ করিল। মাঝি তরী ছাড়িল. তরীখানি তরঙ্গে তরঙ্গে হেলিতে দুলিতে—নাচিতে নাচিতে দক্ষিণাভিমুখে মলয়-সমীর ভেদ করিয়া চলিল। আগ্রা সহর অতিক্রম করিয়া কিছুদূর গমন পূর্ব্বক, যমুনার শাখা সম্মিলিত স্থানে উপনীত হইল। এইস্থান অতি প্রশস্ত, জলরাশি অতি প্রবল বেগে বহিতেছে। গগনমার্গে একখানি ধূমল মেঘ দেখা দিল, তখন প্রায় বেলাও অপরাহ্ন হইয়াছে।

মাঝিগণ গাহিল।—

পশ্চিম কোণে ম্যাঘ উঠাচ্ছে কর্জ্জিছে গোঁ গো।
পবন চাচা ঘোরণ্ মারি, ডাকৃতিছে সোঁ সো॥
রাণীরে নে চল্ কিনারায়, জোরসে টান ভেইয়া,
মারণ ঝাঁকি হৈয়া,—ঝাঁকি মারণ হৈয়া॥

মুষলধারার ন্যায় বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল,—চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। মাঝিগণ আর নৌকা চালাইতে পারিলনা। মালিনী কাঁদিয়া আকুল। মাঝিগণ সৌদিকে কহিল, "ওগো! তোমার দ্যাবতার নাম লাও।" মালিনী কাঁদিয়া ফেলিল ভাবিল "আমার কি মরণের সাধ আছে, যে, আমি ঠাকুর দেবতার নাম করিব! আমার সাধের এখনও অর্দ্ধেক পূর্ণ হয় নাই।" যাহা হউক প্রাণের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, "হরিহে রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। মাঝিগণ কোন উপায় না দেখিয়া, গাহিল;—

"ওরে ঝড়্ছে পানি টুপুর টাপুর,
বিজ্লী হাস্ছে ফুকুর ফাকুর,
জোরসে ধরন্ ভেইয়া,
নোঙ্গর মারন্ হৈয়া, মারন্ নোঙ্গর হৈয়া।

নৌকা বাঁধিল; ঘোর তরঙ্গ উত্থিত হইয়া, তরী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। মাঝিগণ জলসিঞ্চন করিতে লাগিল,—দেখিতে দেখিতে যমুনা পূর্ণগর্ভ ধারণ করিল। নোঙ্গরে টান পড়িল, মাঝিগণ নোঙ্গরস্থ সমস্ত শৃঙ্খল ক্রমে ক্রমে শিথিল করিয়া দিল, তথাপি নৌকাতে টান পড়িতে লাগিল। আর কোন উপায় নাই,—নৌকা নিমগ্ন প্রায়। অগত্যা মাঝিগণ নোঙ্গর

কাটিয়া নদীতে ফেলিয়া দিল। নৌকা ভাসিল কিন্তু টলমল করিতে লাগিল। হাল আর তরঙ্গে স্থির থাকে না, দাঁড় আর বহা যায়না,—নৌকাখানি ঘুরিতে লাগিল,—সহসা একটা প্রবল ঝটিকা আসিয়া নৌকাখানি একদিকে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

দিক্ নির্ণয় হয় না, কোন্ দিকে তরী যাইতেছে, স্থির হয় না। ঘোর অন্ধকারে জগৎ প্লাবিত করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে, বৃষ্টি থামিল, সঙ্গে সঙ্গে পবন দেবও নিরস্ত হইলেন।

প্রভাত হইল—দিবাকর পূর্ব্বদিক্ সমুজ্জ্বলিত করিয়া রক্তিম বর্ণে উদিত হইলেন, তখন অনেকটা দিক্নির্ণয় হইল, কিন্তু কোন্ স্থানে নৌকা আসিয়াছে, ইহা স্থির হইল না। নগর নাই—গ্রাম নাই,—কেবল দীর্ঘাকার বিটপীশ্রেণীই দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মাঝিগণ নিরুপায় হইয়া এইস্থানে নৌকা বাঁধিয়া বসিয়া রহিল। সৌদি নৌকা ছাড়িতে কহিল। মাঝিগণ বলিল "কোন্দিকে—আর কোথায় নৌকা লইয়া যাইব—আমরাদিক্ নির্ণয় করিতে পারি নাই।" মালিনী ভাবিয়া আকুল; দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় এক প্রহর অতীত হইল। মালিনী দুই একটি মিষ্টান্ন আহার করিল; মাঝিগণ মালিনীকে কহিল "মোদের দুটো স্যাড়ু দ্যাবেন্ কি?" সুচতুরা সৌদি একটু হাসিয়া কহিল "আঃ আমার কপাল! তোমরা কি আর দুঃখিনীর জিনিষ খাবে?"

"খাবনা ক্যান্?"

"তা বেশ বেশ! আমি বুঝিয়াছি, তোমরা আমার সঙ্গে কৌতুক করিতেছ। আমিও ঐ রকম আমোদ, ঐ রকম রঙ্গরস ভাল বাসি। এই বলিয়া মালিনী একটু চক্ষু ঘুরাইল, অধর

প্রান্তে একটু হাস্যচ্ছটা বাহির করিল, আবার হাত দুটি ঘুরাইয়া মাথাটি নাড়িয়া কহিল "ভাই মাঝি! তোমার নাম কি?" সৌদির চাকচিক্যময় রঙ্গ ভঙ্গ দেখিয়া, মাঝি গলিয়া গেল, বুকে তুষার পড়িল, মাথা ঘুরিয়া গেল, মাঝি তাড়াতাড়ি একট রসিকতা ভাবে মালিনীর কথার উত্তর দিল "মোর নাম খসম্।"

সৌদি সর্ব্বদা সম্রাটসদনে গমনাগমন করিত সুতরাং—'খসম' শব্দের অর্থ 'স্বামী' ইহা বুঝিতে পারিয়া, মৃদু মৃদু ভাবে হাসিতে হাসিতে কহিল "ভাই মাঝি! তোমার আর কে আছে?"

"আমার জরু আছে—আর বুন্ আছে।"

"তোমার জরু তোমাকে কি বলিয়া ডাকে?"

"খসম্।"

"তোমার ভগ্নী তোমাকে কি বলিয়া ডাকে?"

"খস—" মাঝি হঠাৎ জিহ্বা কর্ত্তন পূর্ব্বক "আ আল্লা! মোর বুন মোবে ডাক্‌দেন না।"

"আমি বুঝিয়াছি, তোমার ভগ্নী তোমাকে 'খসম্" বলিয়া ডাকে।"

মাঝি "দোহাই আল্লা,—খোদার কিরে! মোর বুন্ মোরে উকথা ব'লে ডাক্ দেন্ না।" ইত্যবসরে কথায় কথায় মালিনী ইচ্ছামত কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া, থালা দুখানি বস্ত্রের মধ্যে বন্ধন করিয়া রাখিল। মালিনী বুঝিল ইহাদের সহিত রুষ্টভাবে কার্য্য সমাধা হইবে না, মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া, কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইবে। অমনি তাড়াতাড়ি মাঝির মুখের দিকে চাহিয়া, নয়ন দুটি খেলাইয়া কহিল "ভাই মাঝি! তোমার বেশ

মুখ খানি—যেন বিধি কি দিয়ে গড়েছেন ; তোমার কথা গুলিও বেশ মিষ্ট আমি তোমার কথাগুলি শুনিতে বড় ভালবাসি। চল ভাই, আরও না হয় দুই এক ক্রোশ দূরে নৌকা লইয়া চল ; তোমার সহিত নির্ভয়ে দুই একটি মনের কথা কহিব, এখানে বড় বাঘ ভালুকের ভয়। আর নৌকাতেও মনের কথা ভাল করিয়া বলা হইবে না। দাঁড়ী পোড়ারমুখোরা এইদিকে চাহিয়া আছে।" মালিনী অমনি দাঁড়ীদিগের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল "আমবণ! চেয়ে আছেন দেখ, মাইরি কি বিশ্রী চাউনি, পুরুষেরা ঐ রকম চাউনিতেই অবলা মেয়েদের মাথা খায়।" সৌদির কথায় মাঝি গলিয়া গেল, সৌদিকে মন প্রাণ দিতে আর বাকি রাখিল না। অমনি তাড়াতাড়ি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নৌকা কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে মালিনী একখানি পত্র কুটির দেখিতে পাইল।
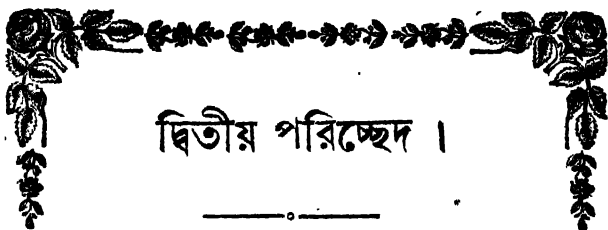
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"ওলো সখি!
ভেঙ্গেছে কপাল মোর।"

কলকল নিনাদিনী তরঙ্গিনীর তটে একটি বালিকা উপবেশন পূর্ব্বক শিবপূজা করিতেছে। বালিকাটী আমাদের বনশোভিনী, বনশোভিনী স্বহস্তে একটী শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বনফুলে মহাদেবের অর্চ্চনা করিতেছে।

"হরোমহেশ্বরশ্চৈব শূলপাণি পিণাকধৃক্।
পশুপতিঃ শিবশ্চৈব মহাদেব ইতিক্রমাৎ॥"

শিবলিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিল। আবার কতকগুলি কি বলিয়া ধ্যান আরম্ভ করিল। পূজা সমাপ্ত হইল। অমনি করযোড়ে গলদেশে, অঞ্চলটী দিয়া মস্তক অবনত পূর্ব্বক প্রণাম করিল।

"নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বংগতি পরমেশ্বর॥
তব তত্ত্বং নজানামি কিদৃশোহসি মহেশ্বর।
যাদৃশস্ত্বং মহাদেব তাদৃশায় নমোনমঃ॥"

বেলা প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়াছে। রাজকুমার বিজয় অরণ্যমধ্যে বনফল আহরণার্থ গমন করিয়াছেন। বনশোভিনী এক একবার বিজয়সিংহ আসিতেছেন কি না দেখিতেছে; আবার নদীবক্ষে তরঙ্গের খেলা, জলজন্তুগণের উল্লম্ফন দেখিতেছে, কখন বা আপনার মনে কতই চিন্তা করিতেছে। বিজয়ের আদ্যন্ত সমস্ত পরিচয় পাইয়াছে—কখন বা বিজয়ের বিষয় চিন্তা করিতেছে। বিজয় কিসে সুখী হবে—বিজয় কেমন করিয়া পিতা মাতাকে বন্ধুবান্ধবগণকে পাইবে। রাজপুত্র হইয়া অরণ্যে অনেক কষ্ট পাইতেছেন, কিরূপে স্বদেশে যাইয়া সেই কষ্টের শান্তি করিবেন। এই সকল চিন্তাই বনশোভিনীর হৃদয়কে অধিক উদ্বেলিত করিতেছে।

বনশোভিনী অদ্যাপি বিজয় সিংহের পরিণীতা হয় নাই। বনশোভিনীর একান্ত অভিলাষ, "যদি কখন দৈববলে বিজয়সিংহ অজয় নগরে প্রতিগমন করেন, তাহা হইলে সেই স্থানেই বিজয় সিংহের পিতা মাতার নিকটই বিবাহ করিবেন।" বিজয় সিংহও বনশোভিনীকে এ পর্য্যন্ত পাণিগ্রহণার্থ কোন কথা উল্লেখ করেন নাই। তবে একদিন বনশোভিনী কথার ছলে বলিয়াছিল "আমি শিবপূজা ব্রত উদ্যাপন না করিয়া, কোন সুখের লালসা করিব না।" বোধ হয় বিজয়ের কর্ণে সেই কথাটি প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাই বীর হৃদয়কে বুঝি অঙ্গনার সৌন্দর্য্যে তত চঞ্চল করিতে পারে নাই। জগদীশ্বর জানেন, কাহার মনের কথা কে বলিতে পারে? বিজয়ের ভাব দেখিয়া বোধ হয়, বালিকার রূপটী তাহার নয়নে যেন ক্রীড়া করিতেছে, হৃদয়ে যেন অঙ্কিত রহিয়াছে। নিকটে থাকিলে, সর্ব্বদাই বনশোভিনীর

মুখ খানি নিরীক্ষণ করেন; অঙ্গুলী গুলি, বাহুদুটী, পা দুখানি, সুদীর্ঘ কেশগুলি, নয়নদুটী সর্ব্বদাই যেন নয়নের অন্তরাল হইতে দেন্ না, সর্ব্বদাই সুমধুর কথাগুলি শ্রবণ মানসে, কত কথাই জিজ্ঞাসা করেন, কত কথাই বলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বনশোভিনী শিবপূজা সমাপনান্তে তপন কিরণে সুদীর্ঘ কেশ গুলি শুষ্ক করিতেছে, কথন কথন অঙ্গুলিদ্বারা চিরিতেছে, আবার অঙ্গুলীতে যে সকল কেশ জড়িত হইতেছে, সেইগুলি একত্রে গুটি করিয়া নদী মধ্যে ফেলিয়া দিতেছে, কখন বা, চিন্তা করিতে করিতে অন্যমনে ফুলের বোঁটায় কেশ জড়িত করিয়া তরঙ্গে ভাসাইয়া দিতেছে। হয়ত ফুলটি নাচিতে নাচিতে ডুবিতে ডুবিতে ছুটিতেছে, সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। বনশোভিনী সম্মুখে একখানি তরী আসিতেছে দেখিয়া দণ্ডায়মান হইল। তরীখানি ক্রমে ক্রমে নিকটে আসিল; বনশোভিনীর হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল; সহসা কে আসিয়া তাহার চক্ষু দুটি টিপিয়া ধরিল। বনশোভিনী অত্যন্ত ত্রাসিতা হইয়া "মাগো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আগন্তুক চক্ষু হইতে হস্ত ছাড়াইয়া লইল। বনশোভিনী দেখিল "তাহার সখা বিজয়সিংহ।" বনশোভিনী লজ্জিতা হইল। বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন "বনশোভিনি! ভয় পাইয়াছ?"

বনশোভিনী মস্তক অবনত করিয়া অঞ্চলাগ্র অঙ্গুলিতে জড়াইতে জড়াইতে বিজয়ের মুখের দিকে অবলোকন পূর্ব্বক হাসিয়া কহিল "দেখুন! দেখুন! কেমন একখানি নৌকা আসিতেছে।"

বিজয় দেখিয়া, সাহলাদে কহিল "বনশোভিনি! এতদিনে বোধ হয়, জগদীশ্বর মুখ তুলিয়া চাহিলেন।"

দেখিতে দেখিতে নৌকা খানি তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাঝি নৌকা বাঁধিল। একটী রমণী সেই নৌকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বদনে অঞ্চল ঢাকিয়া, তীরে উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নাকি স্বরে রোদন আরম্ভ করিল। "মাগো! তোর জন্যে দেশে দেশে বনে বনে খুঁজে বেড়াচ্ছি, মাগো আমার! এতদিন কত কষ্টই পেয়েছ মা! শেষে জলে জলে নৌকা চেপে তোর তল্লাসে বাহির হইয়াছি, ভেবেছিনু মা! এবারেও যদি তোর দেখা না পাই তা'হলে এই নদীর জলেই ঝাঁপ দিব।" ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধা পত্রকুটিরের নিকটবর্ত্তী হইয়া, বনশোভিনীর বদনে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক "আহা! বাছার এই মুখখানি এতদিন দেখিতে পাই নাই, এই সেই জরুরের চিহ্ন রহিয়াছে মা!"

যুবরাজ এবং বনশোভিনী, এই বর্ষীয়সীর রোদন শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রহিলেন, মুখে কথা নাই,—ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

বর্ষীয়সী ইহাদিগকে নিরুত্তর দেখিয়া বনশোভিনীকে কহিল "বাছা! আমাকে চিনিতে পার নাই! আমি যে, তোর মাসী হই—আমার বাড়ী সুলতানপুর; আহা! বাছা! কতদিন তোর চাঁদমুখ দেখি নাই! বাছা! তোর কি ছেলেবেলার কথা কিছু মনে আছে।"

বনশোভিনী, উত্তর করিল "না।"

বৃদ্ধা জনান্তিকে কহিল "বাছা! ইনি বুঝি জামাই?"

বনশোভিনী কোন উত্তর দিল না।

বর্ষীয়সী আবার কহিল, "তা বেশ বেশ! যেমন সীতে তেমনি রাম হ'য়েছেন।"

"আহা! আমার রাম সীতারা "বনফল খাইয়া, কত কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছিলে? বাছা! আমি কিছু মিষ্টান্ন আনিয়াছি; এই নাও।" এই বলিয়া, বস্ত্রাবৃত মিষ্টান্ন পূর্ণ থালা দুইখানি খুলিয়া, বনশোভিনীর হস্তে দিয়া কহিল, "মা! এই বড় থালে উত্তম মিষ্টান্ন আছে এই গুলি জামাই বাবুকে আহার করিতে দাও—আমরা মেয়েমানুষ—আমরা সকলই সহ্য করিতে পারি—আমরা এই ছোট থালের মিষ্টান্ন আহার করিব। আহা! অনেক বেলা হইয়াছে,—দাও মা জামাই-বাবুকে আহার করিতে দাও।"

বনশোভিনী একটু লজ্জিতা হইয়া কহিল "দাও মাসি! তুমিই দাও।" বনশোভিনী এ কথাটি কেন বলিলে? তুমি নিজজালে নিজে জড়িত হইলে কেন? নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিতে বসিলে? হায়! বালিকার বাক্য শেষ হইবামাত্র, বর্ষীয়সী বিজয়কে মিষ্টান্ন প্রদান করিল। বিজয় ক্ষুধার্ত্ত—বেলাও অধিক হইয়াছে, অনায়াসে আহার করিতে বসিল। দুই একটি মিষ্টান্ন আহার করিয়াই বিজয় মূর্চ্ছিত হইল! হায়! হায়! বনশোভিনীর কপাল পুড়িল, বিজয়ের আর চৈতন্য নাই, মুখকমল হইতে ফেণানিঃসৃত হইতেছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পিত হইতেছে! বনশোভিনী "কি হইল—কি হইল!" বলিয়া চীৎকার করিয়া বিজয়ের উপর পড়িল। বনশোভিনী বালিকা, তাহাতে নিরাশ্রয়া, কি করিবে? একবার একবার নিশ্বাস প্রশ্বাস আছে কি না দেখিবার জন্য নাসিকায় হস্ত প্রদান করে, একবার গাত্র উষ্ণ আছে কি না, দেখিবার জন্য চরণে ও মস্তকে হস্ত প্রদান করে। গাত্র শীতল নিস্পন্দ—

আর নিশ্বাস নাই—বাক্য নাই—হস্ত পদ নীলবর্ণ স্থিরদৃষ্টি। বিজয় আর নাই,—বিজয়—বনবাসিনী বনশোভিনীকে ছাড়িয়া ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন।

বনোশোভিনী বালিকা,—আজ বালিকা নিরাশ্রয়া হইল। বনশোভিনী বিনাইয়া কাঁদিতে জানে না, বনশোভিনীর হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইল, হৃদয়ে ঘোর যাতনা হইল—বনশোভিনী শোক কাহাকে বলে তাহা জানিত না—আজ ভীষণ শোক-সাগরে নিমগ্ন হইল। বনশোভিনীর প্রাণে যে কত আঘাত লাগিয়াছে—প্রাণে যে কত যাতনা হইতেছে,—তা সেই অভাগিনীই জানে, অভাগিনীর মুখে কেবল "আমার কি হ'লো গো! আমার কি হ'লো গো!" ধীরে ধীরে এই কথাগুলি বহির্গত হইতেছে।

বর্ষীয়সীর মুখে কোন কথা নাই কেবল একটু একটু হাস্য। বনশোভিনী বর্ষীয়সীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল! দৃষ্টিপাত মাত্রই হৃদয় সাতগুণ জ্বলিয়া উঠিল।

বর্ষীয়সী কহিল "মা! চল আর একাকিনী এই বনে কি রূপে থাকিবে —চল আমার বাড়ীতে চল।"

বালিকা সজল নেত্রে বিজয়ের মৃতদেহটী ধারণ পূর্ব্বক কহিল "সৎকার কি রূপে করিব?"

"আর সৎকার করিয়া কি হইবে।"

"সৎকার না হইলে আমি এখান হইতে যাইব না।"

বর্ষীয়সী মাঝিদিগকে কাষ্ঠ ভাঙ্গিতে কহিল। মাঝিরা আসিয়া কহিল "মোরা গোর দিমু।" এই বলিয়া সেই স্থানে একটি প্রকাণ্ড গর্ত্ত করিয়া, বিজয়ের মৃতদেহ প্রোথিত করিল।

বালিকা ভাবিল "আমি এই নদীতে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিব, আমি চিরদুঃখিনী, ভাবিয়া ছিলাম সুখী হইব; আমার সে সুখের সোপান ভগ্ন হইয়া গেল। কিন্তু না, এখন যদি নদীতে ঝম্প প্রদান করি, তাহা হইলে মাঝিগণ আমার জীবন রক্ষা করিবে। আমি ইহাদের সহিত যাইতে যাইতে মধ্যনদীতে নৌকা হইতে ঝম্প প্রদান করিয়া, ইহজন্মের মত যন্ত্রণার শান্তি করিব।" এই ভাবিয়া, বনশোভিনী কহিল "মাসি চল—তবে বিলম্ব কেন?"

বর্ষীয়সী বনশোভিনীর হস্ত ধরিয়া নৌকাতে আরোহণ করিল। বনশোভিনী বুঝি নদীমধ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে চলিল। মাঝিগণ নৌকা ছাড়িল। বনশোভিনী—চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিল, হৃদয় শূন্য, জগৎ শূন্য বালিকা যেন চতুর্দ্দিক্ বিষণ্ণময়, শূন্যময় দেখিতে লাগিল। বনশোভিনী অঞ্চলটি দৃঢ় রূপে কটিদেশে বন্ধন করিল। বিজয়ের অনুসরণ করিতে বনশোভিনীর একবার বনবিহারকে মনে পড়িল, চক্ষে জল আসিল, কাঁদিয়া ফেলিল, আবার ক্ষণপরে সেই দস্যুকে বিনাশ করা মনে পড়িল, আবার কাঁদিল। আবার বিজয়ের বিবরণ মনে পড়িল বিজয়ের পিতা মাতা আছে মনে পড়িল, আবার আকুল হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। এইবার দণ্ডায়মান হইল, এতক্ষণে তরীখানি মধ্য নদীতে আসিয়াছে, বালিকা বনশোভিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না, ঝম্প প্রদান করিবার উদ্যোগ করিল। ভাবিল, পাছে পদে বস্ত্র জড়াইয়া নৌকাতে বাধা লাগে, এই জন্য পদের কাপড় ভাল করিয়া গুছাইয়া, কটিদেশে বন্ধন করিতে লাগিল। আবার ফিরিয়া

ফিরিয়া সেই কুটিরটি দেখিতে লাগিল। এইবার রোদন করিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল, পরিধেয় বস্ত্র ভাল করিয়া হস্ত দ্বারা ধরিল, হস্তে যেন কি কঠিন পদার্থ অনুভব হইল, বালিকা বস্ত্র খুলিয়া, দেখিল বস্ত্রে গাঁইট। গাঁইট খুলিয়া দেখিল সেই সঞ্জীবনী পত্র। বালিকার এতক্ষণ মনে ছিল না শোকে অধীর, হইয়া ভুলিয়া গিয়াছিল।

বালিকা বলিল "নৌকা ফিরাও আমার একটু আবশ্যক আছে।"

মালিনী চক্ষু টিপিল, মাঝি নৌকা ফিরাইল না। বালিকা নিরুপায়, পরহস্তে পতিতা। কি করিবে প্রাণবিসর্জ্জনই স্থির করিল, না—প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিল না। আশা আসিয়া বাধা দিল, "অবশ্যই ঈশ্বর মুখ তুলিয়া চাহিবেন, অবশ্যই বিজয়কে বাঁচাইব, অবশ্যই বিজয়ের বামে বসিব।" বালিকা মৃত্যু আশা ত্যাগ করিয়া, পুনরায় উপবেশন করিল।

অভাগিনী বনশোভিনীর নয়ন জল নিবারণ হইতেছে না। ফুলিয়া ফুলিয়া, হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া, শিহরিয়া শিহরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। আহা! বালিকার নব সুখ, নব প্রেম, নব অনুরাগ, নব মুকুলিত হইতেছিল সহসা ভাঙ্গিয়া গেল। আরে কঠিন প্রাণ! এই অবলাকে এই অনাথিনী পিতৃমাতৃহীনা বনবাসিনী বালিকার সুখের পথে কেন কণ্টক হইলি? বালিকা যে কিছুই জানেনা, জন্ম দুঃখিনী; বালিকা কখন পিতা মাতার আদর পায় নাই, বালিকা এক দিনের জন্যও সুখ পায় নাই, একদিনও ক্ষুধার সময় আহার পায় নাই, চিরদিনই প্রাণের জ্বালা, মনের জ্বালা, আহা! কত বেত্রাঘাত সহ্য করিয়াছে, বালিকা যে কথ-

নই কাহারও অনিষ্ট করে নাই, তাই কি তার এই ফল হইল। কাঁদ, তুমি চিরদুঃখিনী, তোমার এখনও কাঁদিবার অনেক দিন আছে। হায়রে! এই দুর্দ্দিনে বালিকার দুঃখের দুঃখী কেহই নাই, একটী মিষ্ট বাক্য বলিয়া প্রবোধ দিবার সান্ত্বনা করিবার কেহই নাই; এই অতল সরিৎবক্ষে তরীমাঝে আকুলা বালিকার শোচনীয় অবস্থা, বিস্ফারিত লোচন, মলিন বদন, নয়নের বারি, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস দর্শন করিয়া, কে এমন পাষাণ আছে যে, তাহার চক্ষে এক বিন্দুও অশ্রু দেখা দিবেনা, হৃদয়ে যাতনা হইবে না। বালিকা আর বসিতে পারিল না, মুখে বস্ত্র দিয়া শুইয়া পড়িল, শয়ন করিয়া কি বালিকা সুস্থ হইল? না, বালিকা শয়ন করিয়া বিজয়ের মুখখানি—আদর মাখা কথাগুলি ভাবিয়া রোদন করিতে লাগিল। আবার উঠিয়া কুটীরটি অবলোকন করিতেছে আর শিহরিয়া আকুলিতা হইয়া, কাঁদিয়া আবার শয়ন করিতেছে। বালিকার সুস্থ হইবার আশা ভরসা—বিজয় আজ শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া গিয়াছেন।

আমরা কাঁদিয়া মরি— বালিকার দুরবস্থা দেখিয়া, আমরা, কাঁদিয়া মরি, কিন্তু বর্ষীয়সী, বালিকার মাসী—বর্ষীয়সীর মুখে আহ্লাদের হাসি শোভা পাইতেছে। বর্ষীয়সী মনে মনে কি ভাবিতেছে— আর একটু একটু হাসিতেছে—আবার বদনে বস্ত্র দিয়া হাসিটুকু গোপন করিতেছে। মাঝিগণ নৌকা চালাইয়া চলিল, কিন্তু কোথা দিয়া যাইতেছে তাহার স্থির নাই; নৌকা অনেক দূর চলিয়া গেল বালিকা আর কুটিরটি দেখিতে পাইল না! বালিকা বিজয়ের দাঁড়াইবার স্থান— বিজয়ের

ভ্রমণের স্থান— বিজয়ের সহিত কথোপকথনের স্থান ছাড়াইয়া চলিল। ও বনশোভিনি! তোমার বিজয়কে ফেলিয়া কোথা যাও? দেখিতে দেখিতে সেই শাখা নির্গমন স্থানে নৌকা আসিয়া উপনীত হইল। নাবিকগণের প্রাণে সাহস হইল। তাড়াতাড়ি নৌকা চালাইয়া চলিল—ক্রমে ক্রমে আগ্রা নগরে আসিয়া উপনীত হইল। আর ভয় নাই— নাবিকগণ উল্লাস অন্তরে গীত ধরিল।

"জরুর মুখ দেখ্‌তে পাব,
মাঝ ডহরের বিপদ কব,
দেশ্‌কে এলাম ভেইয়া,
মারন্ ঠেলা হৈয়া—ঠেলা মারন্ হৈয়া।"

নৌকা খানি তরঙ্গের নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, হেলিয়া দুলিয়া নিরাপদে দিল্লী সহরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাঝি নৌকা বাঁধিল। বর্ষীয়সী বনশোভিনীর হস্ত ধরিয়া তরী হইতে অবতীর্ণ হইল। বালিকা মস্তকে বস্ত্র দিয়া, মস্তক অবনতপূর্ব্বক বর্ষীয়সীর হস্ত ধরিয়া চলিল, কিন্তু তরী হইতে অবতরণ করিবার সময় একবার বালিকা কাঁদিয়া বলিল "ওগো? আমি তাঁরে কোথায় রাখিয়া এলাম গো।" এ পর্য্যন্ত বালিকার আর কোন কথা শুনিতে পাই নাই—কেবল অন্তরের যাতনা দেখিতে ছিলাম।

বর্ষীয়সী হেলিতে দুলিতে হাসিতে হাসিতে, নদীতটস্থ একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, এবং সেই অট্টালিকার দ্বিতলোপরি আরোহণ পূর্ব্বক বালিকাকে কহিল "তুমি এই

খানে বৈস," এই বলিয়া বর্ষীয়সী চলিয়া গেল। বালিকা দেখিল অট্টালিকাটি মার্বেল প্রস্তরে নির্ম্মিত– অতি সুচারু গঠন; বহুবিধ আসবাবে সজ্জিত; বালিকা আর কোন দিকে চাহিল না। সহসা কে আসিয়া বালিকার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিল, বালিকা চাহিয়া দেখিল একটি ষোড়শবর্ষীয়া যবনী – যবনী অতি সুন্দরী, চক্ষে অঞ্জন, রংটি অতি সুন্দর, মুখ খানি বেশ ভাসা ভাসা। যবনী কহিল "ও মা! তুমিই বুঝি— তোমারই জন্যে এত কাণ্ড? আমরা যেমন সুন্দরী মনে করিয়া ছিলাম— যেমন সুন্দরী গুজব শুনিয়া ছিলাম, তেমনি সুন্দরীই বটে। আহা! বেশ মুখ খানি।"

বালিকা অর্দ্ধ রোদন স্বরে কহিল "আমি কোথায় আসিয়াছি"

"তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? তোমার বাড়ী কোথায়!"

"আমি অরণ্য হইতে আসিয়াছি, আমি দুঃখিনী, অনাথিনী বনবাসিনী।"

"দুঃখিনী অনাথিনী" এই কথাটি যবনীর হৃদয়ে বড় বাজিল। যবনী বালিকার কর্ণে চুপিচুপি কি বলিয়া চলিয়া গেল। অমনি বর্ষীয়সী এক দীর্ঘাকার শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ যবনকে লইয়া সেই স্থানে উপনীত হইল। বনশোভিনী শিহরিয়া উঠিল।

বর্ষীয়সী কহিল "জাঁহাপনা! দেখে নাও—পছন্দ হয় কি না মনের মত হয় কি না মাজিয়া ঘসিয়া নাও।" এই বলিয়া, বর্ষীয়সী চক্ষু ঘুরাইল। বাদসাহ বনশোভিনীর সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া বিমোহিত হইলেন। এই মোহিনী মুর্ত্তিটি নয়ন গোচর করিয়া, আর নয়ন ফিরাইলেন না। এক দৃষ্টে

ক্ষণকাল পাপনয়নে—পৈশাচিক নয়নে বালিকাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

বর্ষীয়সী কহিল " এখন আসরফি কোথায় ?

" এখনি দিব ! " সুলতান আর কেশ লইয়া পরিমাণ করিলেন না। এক্ষণে বনশোভিনীর রূপ দর্শনে স্থির করিলেন যে অবশ্যই এই সুন্দরীর কেশ ত্রিহস্ত পরিমিত।

বর্ষীয়সী আবার একটু হাসিয়া চক্ষু দুটি ঘুরাইয়া, মস্তকটি অবনত করিয়া কহিল " আমার বক্‌সিস্‌ ?

সুলতান হাসিয়া উত্তর দিলেন " কি মালিনি বক্‌সিস্‌ ?"

মালিনী কহিল " আজ্ঞে, হাঁ গো হুজুর। "

দুস্ক্রিয়-পিশাচ আলা মালিনীর বদনে চুম্বন করিয়া কহিল " এই তোমার বক্‌সিস্‌,—কেমন হইয়াছে ত ?"

মালিনী একটু কটি ঘুরাইয়া কহিল "কি কর ভাই, মাইরি এ আবার কেন ছি ?"

দুর্দ্দান্ত যবনরাজ বালিকার সাক্ষাতে মালিনীর প্রতি এই পৈশাচিক কার্য্য করিল দেখিয়া বালিকা মস্তক অবনতপূর্ব্বক আতঙ্কে অত্যন্ত আকুলা হইল। বিজয়ের চিন্তা—বিজয়ের শোক ক্ষণ কালের জন্য তিরোহিত হইল, বালিকা ভাবিল "কেন আমি নদীগর্ভে ঝম্প প্রদান করিলাম না ? কেন আমি পুনরায় সুখের আশা করিলাম ! "

বাদসাহ কহিলেন সুন্দরি ! এস আমার শয়ন গৃহে এস ; কোমল স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে উপবেশন করিলে শরীরে ব্যথা হইবে। "

বালিকা তাহার কথা শুনিয়া ভয়ে, অবশাঙ্গিনী হইয়া পড়িল

মস্তক ঘুরিয়া গেল। অমনি কি ভাবিয়া মস্তক উত্তোলন করিল—আবার মস্তক অবনত করিল। ভাবিল মৃত্যু আছে— যে কোন উপায়ে জীবনকে বহির্গত করিতে পারিব। আবার মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক কম্পিতস্বরে কহিল "জাঁহাপনা আমি অতি দুঃখিনী!"

সুলতান সাদরে উত্তর করিলেন "এইবার দিল্লীশ্বরী হইবে আর চিন্তা কি? আমার নামে ভারতবর্ষ কম্পিত— আমার নাম সুলতান আলাউদ্দিন সাহা"

বালিকা বিজয়ের মুখে অনেক বার আলাউদ্দিনের নাম শুনিযাছিল; বিজয়কে মনে পড়িল—অমনি চক্ষে একটু অশ্রু দেখা দিল বালিকা গোপনে চক্ষু মার্জ্জন করিয়া কহিল "আমি অতিশয় ক্লান্তা হইয়াছি—নৌকা আরোহণ করা আমার অভ্যাস নাই—আমার অতিশয় কষ্ট হইতেছে—আমাকে অদ্য বিশ্রাম করিতে অনুমতি দিন, আমি কল্য আমার সমস্ত মনের কথা হুজুর সমীপে নিবেদন করিব।"

সুলতান কহিলেন "কি সুন্দরি—বিশ্রাম করিবে? এস আমার শয়ন গৃহে এস, অনেক বন্দিনী কিঙ্করী তোমার শুশ্রূষা করিবে।"

বালিকা আবার কাঁপিয়া উঠিল,—সুবুদ্ধিশালিনী বালিকা আবার কাতর স্বরে কহিল "জাঁহাপনা—আমাকে একটি নির্জ্জন স্থান প্রদান করুন—আমি যেন নিরাপদে নিদ্রা যাইতে পারি।" বালিকা ভাবিয়াছিল, নির্জ্জন স্থান পাইলেই অবশ্যই জীবন নষ্ট করিতে পারিব;—অবশ্যই যবন হস্ত হইতে সতীত্ব রক্ষা করিতে পারিব।

সুলতান কহিলেন "সুন্দরি! তোমার জন্য যমুনার তটে একটি সুন্দর বাটি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছি,—যাও সেই স্থানে অদ্য বিশ্রাম করগে। কল্য প্রভাতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

এই বলিয়া নপুংসকগণ ও পরিচারিকাগণ সমভিব্যাহারে যমুনাতটস্থঅট্টালিকায় বনশোভিনীকে প্রেরণ করিলেন।

মালিনীও প্রতিজ্ঞামত আসরফি লইয়া প্রস্থান করিল। সুলতান সুন্দরীর রূপটি—চিন্তা করিতে লাগিলেন—বলা বাহুল্য কতক্ষণে অদ্য দিবা যামিনী কাটিয়া যায় তাহাও চিন্তা করিতে লাগিলেন।
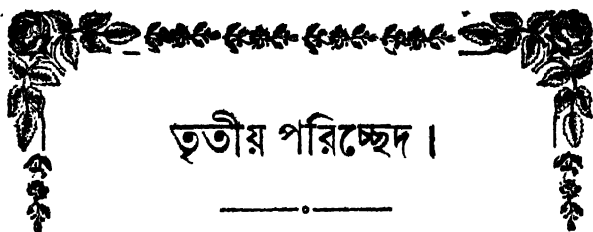
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

" ক্রোধে * করিলেন মহামার।
সহস্র সহস্র রথী হইল সংহার॥
* * * *
মহাপরাক্রমশালী যুদ্ধে যেন রাম।"
কাশীদাস

অজয় নগরে আজ বিপদের উপর বিপদ। আলাউদ্দিন সমরেন্দ্র সিংহের প্রত্যুত্তরে ক্রোধান্ধ হইয়া, দুই সহস্র সৈন্য অজয় জয়ার্থ প্রেরণ করিয়াছে,—সামান্য অজয় পরাজিত করিতে অধিক সৈন্যের আবশ্যকতা নাই,—তাই সামান্য সৈন্য লইয়া, মহাতাপ সিংহ অজয়ে প্রবেশ করিয়াছে। রাণা সমরেন্দ্র ভাবিয়া আকুল। একে পুত্র বিরহে অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতেছে—তাহার উপর যবনের আক্রমণ। বলা বাহুল্য, সমরেন্দ্র পূর্ব্ব হইতেই সৈন্য সমাবেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সমরেন্দ্র শুনিলেন, মহাতাপ সিংহ সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া অজয়ে প্রবেশ করিয়াছে,— সমরেন্দ্রের হৃদয়ে প্রবল ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

রাণা চীৎকার করিয়া, বলিয়া উঠিলেন, কি মহাতাপ সিংহ

আসিয়াছে, পাপাত্মা—ধর্ম্মভ্রষ্ট মহাতাপ সিংহ—অজয়ের ধর্ম্ম হিন্দুর—ধর্ম্ম—নষ্ট করিতে আসিয়াছে।"

অদূরে "আল্লা আল্লা হো—আল্লা আল্লা হো—আকবর আল্লা হো!" শব্দে যবন সৈন্য গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

সমরেন্দ্র সত্বরপদে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অস্ত্রধারণ করিলেন। রাজপুত সৈন্যগণ "জয় অজয় কি জয়! জয় হিন্দু কি জয়!! জয় রাণা সমরেন্দ্র কি জয়!!!" শব্দ করিয়া, দ্রুতপদে, যবন সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। রাণা সমরেন্দ্র সিংহের সেনাপতি রণধীর নাই.—বীর পুত্র বিজয় নাই—সমরেন্দ্র সিংহ স্বয়ং সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়াছেন এবং কেবল চীৎকার করিয়া বলিতেছেম, "রাজপুত সৈন্যগণ ভয় নাই! যবন দস্যু ত্রাসে পৃষ্ঠ দেখাইওনা।

আবার রাজপুত সৈন্য চীৎকার করিয়া উঠিল,

জয় অজয় কি জয়! জয় হিন্দু কি জয়!! জয় রাণা সমরেন্দ্র কি জয়!!!"

সেই সঙ্গে মুসলমান সৈন্য গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "আল্লা আল্লা হো! আল্লা আল্লা হো!! আকবর আল্লা হো!!"

সমরেন্দ্র তীব্র বেগে দুই হস্তে তরবারি ধারণ পূর্ব্বক যবন সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; দুই হস্তে দুই তরবারিতে প্রায় দুই শত সৈন্য নিহত করিলেন, সমরেন্দ্র একাকী যবন সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, চতুর্দ্দিকে যবন সৈন্য রাণাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

আর উপায় নাই আর অশ্ব চালনা করা যায় না, তথাপি রাণা সদর্পে বলিতেছেন; "রাজপুত সৈন্যগণ ভয় নাই, ভয় নাই।"

মুসলমানেরা রাণার অশ্বের পদচ্ছেদ করিয়া দিল অশ্ব ভূতলশায়ী হইল তথাপি, তিনি দুই হস্তে যবন সৈন্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। রাণা নিঃসহায়, সহস্র যবন সৈন্য রাণার উপর পতিত হইয়া "আল্লা আল্লা হো! আল্লা আল্লা হো! আকবর আল্লা হো!!" রব করিয়া উঠিল।

অমনি প্রায় পঞ্চ সহস্র রাজপুত সৈন্য "জয় অজয় কি জয় জয় হিন্দু কি জয়! জয় রাণা সমরেন্দ্র সিংহ কি জয়!" বলিয়া যবনগণের উপর পতিত হইল, ঘোর সংগ্রাম বাধিল গুড়ু গুড়ু রা রা রা! শব্দে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল তরবারিতে তরবারিতে ঝম্ ঝম্ শব্দ হইতে লাগিল।

"জয় অজয় কি জয়! জয় হিন্দু কি জয়। জয় রাণা সমরেন্দ্র কি জয়!" দুই সহস্র যবন সৈন্য বিনষ্ট হইল।

অমনি মহাতাপ সিংহ দ্রুতপদে একাকী রাজপুত সৈন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় সহস্রাধিক সৈন্য বিনষ্ট করিল।

মহাতাপ সিংহ চীৎকার করিয়া কহিল।

"রাণা যবন ভয়ে পৃষ্ঠ দিওনা।"

রাণা, উত্তর করিলেন "কেরে মহাতাপ সিংহ! তুই যথার্থ রাজপুতবীর। তোর বীরোচিত বাক্যকে ধন্যবাদ দিলাম। প্রাণ দিব তথাপি যবন ভয়ে পৃষ্ঠ দিবনা। কিন্তু কুলাঙ্গার! তুই আজ সহস্র রাজপুত সৈন্য বিনষ্ট করিলি; তোর বীরত্বে ধিক্! তোর জীবনে ধিক্! যদি তুই সহস্র যবন সৈন্য ধ্বংশ করিয়া রাজপুত ঔরষজাত বীরের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিতিস্, "রাণা যবন ভয়ে পৃষ্ঠ দেখাইওনা, আমি আহ্লাদে তোকে আমার প্রাণ পুরস্কার দিতাম।"

মহাতাপ সিংহ সদর্পে কহিল "রাণা তোমার প্রাণ নষ্টের আর বিলম্ব নাই, এখনও বলিতেছি এখনও তোমাকে উপদেশ দিতেছি এখনও তুমি সুলতান আলা উদ্দিনের আশ্রয় গ্রহণ কর।"

রাণা অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন "কি পাপিষ্ঠ, আমি—আমি রাণা সমরেন্দ্র সিংহ, আমি যবন দস্যুর আশ্রয় গ্রহণ করিব? তোর এই নিষ্ঠুর বাক্যের প্রতিদান আর কিছুই নাই, যদি আমার এই যবন-শোণিত পিপাসু তরবারিতে তোর মস্তক রণক্ষেত্রে লুণ্ঠিত করিতে পারি – তবেই – কতক পরিমাণে প্রতিদান হয়। পাপাত্মা! এখনও অন্তর হইতে দূরহ নতুবা রাজপুত হস্তে প্রাণদান করিয়া, রাজপুতের কলঙ্ক কালী ধৌত কর।"

মহাতাপ সিংহ সক্রোধে কহিল "রে বৃদ্ধ! তোর শমন নিকটস্থ।" এই বলিয়া তরবারি ধারণ করিল।—রাণা বজ্র সম গর্জ্জন করিয়া কহিল "দেখি কার শমন নিকটস্থ।"

পুনরায় ঘোর যুদ্ধ বাধিল; ক্ষণকাল যুদ্ধের পর মহাতাপ সিংহ রণস্থলে লুণ্ঠিত হইল। বীর শ্রেষ্ঠ মহাতাপ সিংহ আজ জীবন লীলা সম্বরণ করিলেন।

"জয় রাণা সমরেন্দ্র কি জয়।"

রাণা সজল নেত্রে কহিলেন "যাও বীর! স্বর্গে যাও—রাজপুত ঔরষে জন্মগ্রহণ করিয়া, রাজপুত হস্তেই স্বর্গে যাও! কিন্তু বীর! যদি যবন দস্যু হস্তে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থে—জীবন দান করিতে—তাহা হইলে,—আজি অশ্রুজলে তোমার চরণ ধৌত করিতাম।"

"জয় রাণা সমরেন্দ্র কি জয়।"

ভারতের বীর সূর্য্য অস্তগত হইল।

রাণা কহিলেন "সৈন্যগণ! বল, জয় হিন্দু কি জয়! জয় অজয় কি জয়।"

সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া কহিল "জয় হিন্দু কি জয়! জয় অজয় কি জয়!"
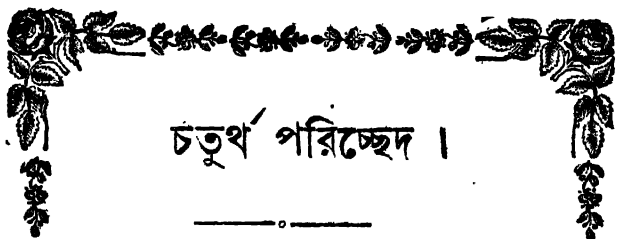
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"So coldly sweet, so deadly fair,
we start, for soul is wanting there,"

Byron

তপন তনয়া যমুনা পুলিনে একটি অট্টালিকা। অট্টালিকাটি অতি মনোরম। দ্বিতলোপরি হরিত খড়খড়ি, তদভ্যন্তরে হরিত বর্ণের শার্সী। সেই-দ্বিতলোপরি একটি শয়ন কক্ষে দুইটি-রমণী। একটি-আমাদের বনশোভিনী। সুলতান আলাউদ্দিন এই নির্জ্জন অট্টালিকাটি-বনশোভিনীর বিশ্রা-মার্থ-প্রদান করিয়াছেন। অপরটি যবনী,-যে যবনী পূর্ব্ব দিবস-বাদসাহের গৃহে বনশোভিনীর অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিয়াছিল সেই-যবনী। যবনীর নাম কামজাহান। কামজাহান নিজ অঞ্চল দ্বারা, বনশোভিনীর অশ্রু মার্জ্জন পূর্ব্বক কহিল, ঠাকুরুণ! অমন করিয়া কাঁদিলে কি হইবে? এখন তুমি বিপদে পড়িয়াছ,-এখন সাহসে বুক বাঁধ। আমি যাহা যাহা বলিয়া দিলাম,-সাহস করিয়া সমস্ত বাদসাহের নিকট খুলিয়া বল।"

বনশোভিনী কহিল "দিদি, বলিলে কি বাদসাহ আমার কথায়-মন দিবেন-আমি যে হতভাগিনী।"

কামজাহান—"অবশ্য মন দিবেন। কল্য আমি তোমাকে যাহা শিখাইয়াছিলাম সেই কথা বাদসাহের নিকট বলিয়াছিলে, তাই, তোমাকে এই নির্জ্জন অট্টালিকায় রাখিয়া দিলেন। বাদসাহ তোমার জন্য উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছিলেন—অনেক কষ্টে তোমাকে পাইয়াছেন—তবুও তোমাকে তাঁহার শয়ন গৃহ হইতে স্থানান্তরিত করিয়া রাখিয়াছেন।

বনশোভিনী। "দিদি! আমি কেমন করিয়া বলিব? তাঁহার সেই আকৃতি দেখিলেই, সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে।

কামজাহান। "সাহস কর—যদি ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাও—যদি সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাও,—সাহস কর, কথাতে—মিষ্ট কথাতে—লোকে যত বশ হয়—আর কিছুতেই—তত হয় না। বাদসাহের অন্তর অতি সরল তিনি অতি দয়ালু। তুমি একটু বিনয় করিয়া বলিলেই তোমার কথা তিনি শুনিবেন।"

আজ বনশোভিনীর দুঃখের কথা—প্রাণের ব্যথা শুনিবার সঙ্গিনী কামজাহান। তাই কামজাহানের গলাটি ধরিয়া, বনশোভিনী এক এক বার রোদন করিয়া, মনের কথা বলিতেছে—বনশোভিনী বালিকা—এই বিপদে কিরূপে—ধর্ম্ম রক্ষা করিবে? দুর্দ্দান্ত নরপিশাচ আলার পৈশাচিক নয়ন হইতে কিরূপে সতীত্ব রক্ষা করিবে, কিছুই জানে না—কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। কামজাহান বুদ্ধিমতী; বনবাসিনী, অভাগিনী বনশোভিনীর দুঃখের দুঃখিনী—বিপদের একমাত্র সহায়। কি জানি যবনীর প্রাণে বালিকার

শোক—বালিকার বিপদ কেন বাজিয়াছে; বলিতে পারি না। কামজাহান—বাদসাহের হস্ত হইতে বনশোভিনীর সতীত্ব রক্ষার উপায় করিতেছে; বাদসাহকে—কৌশলে ভুলাইবার জন্য;—বনশোভিনীকে নানা প্রকার উপদেশ দিতেছে। বনশোভিনী—যেন রাক্ষসের হস্তে পতিতা—ধর্ম্ম-জীবন রক্ষার্থে আকুলিতা।

একজন নপুংসক আসিয়া সংবাদ দিল, বাদসাহ দ্বারে উপস্থিত। বনশোভিনী শিহরিয়া উঠিল—সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল অমনি কামজানের গলাটি জড়াইয়া কহিল "দিদি! কি করিব! কি বলিব?"

কামজাহান কহিল "যাহা বলিয়া দিয়াছি, ভাল করিয়া বলিবে, ভয় কি?—ভয় করিওনা,—আমি থাকিতে—আমার প্রাণ থাকিতে—তোমার ধর্ম্ম-নষ্ট করিতে দিব না; এই বলিয়া আবার নপুংসককে কহিল "যাও বাদসাহকে আসিতে বল।" নপুংসক চলিয়া গেল। কামজাহানও কক্ষান্তরে গমন করিল।

সুলতান আলাউদ্দিন বনশোভিনীকে যমুনা পুলিনস্থ অট্টালিকায় প্রেরণ করিয়া,—সর্ব্বদাই—বনশোভিনীর চিন্তাতেই নিমগ্ন। সুলতান বৃদ্ধ হইয়াছেন; তথাপি—যুবকের ন্যায় বসন্ত-সখার একান্ত অনুগত। ধনে হউক—বলে হউক—কৌশলে হউক, যে কোন উপায়ে রিপু—চরিতার্থ করিতে কোন মতে ত্রুটি করেন না। কিন্তু তাঁহার একটি মহৎগুণ এই যে, কেহ কোন কিছু প্রার্থনা করিলে বা বিনয় পূর্ব্বক কোন কথা বলিলে—তাহা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ

করেন। বস্তুতঃ তিনি তোষামোদের অত্যন্ত বশীভুত।

বনশোভিনীর জন্য নবাব উন্মত্ত হইয়া ছিলেন—অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন—মনে মনে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। বনশোভিনীকে দর্শনাবধি পাপিষ্ঠের অর্থের সাফল্য, মনের স্থিরতা হইয়াছে। এইবার হতভাগিনীর সর্ব্বনাশ করিতে—পাপিষ্ঠের রিপু চরিতার্থ করিতে—মনের উদ্বেগ দূরীভুত করিতে—বনশোভিনীর গৃহে উপস্থিত হইয়াছে।

বাদসাহ বনশোভিনীর শয়ন কক্ষে উপনীত হইয়া বনশোভিনীর শয্যায় উপবেশন করিল। বনশোভিনী কণ্টকিতা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। বাদসাহ সাদরে কহিলেন

"কি সুন্দরি! তোমার শরীর কি বেশ সুস্থ হইয়াছে।"

বনশোভিনী কম্পিত কলেবরে কহিল "হাঁ হইয়াছে।"

বাদসাহ বালিকার হস্ত ধারণের উপক্রম করিল।

বনশোভিনী—কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হইয়া সরিয়া গেল। বাদসাহ হাসিতে হাসিতে কহিলেন "ও সুন্দরি! নিকটে এস; আমি তোমাকে পাইবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলাম, অনেক কষ্টে—তোমাকে পাইয়াছি।"

অভাগিনী বালিকা কাঁদিয়া কহিল "জাঁহাপনা! আপনি একজন পৃথিবীর প্রধান মনুষ্য! আমি দুঃখিনী বালিকা, আমার একটি সামান্য বাসনা পূর্ণ করুন্।"

সুলতান হাসিয়া কহিলেন "সুন্দরি! আমিও তোমার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলাম—অগ্রে আমার বাসনা পূর্ণ কর। এস সুন্দরি! নিকটে এস।"

বালিকা পবনতাড়িত পত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল

সর্ব্বাঙ্গ স্বেদাক্ত হইয়া উঠিল। বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল ;

"আমি দুঃখিনী—আমার এমন কি ক্ষমতা যে আপনার বাসনা পূর্ণ করিব ?"

সুলতান হাসিয়া উত্তর দিলেন"হাঃ হাঃ সুন্দরি! তোমাকে পাইলেই আমার সকল বাসনা পূর্ণ হইবে—তোমার প্রেম-সুধাপান করিলেই সকল ক্ষুধা নিবারণ হইবে।"

বালিকার অঙ্গ অবশ হইয়া উঠিল, আর বাক্য নিঃসরণ হয় না। ভাবিল "আরে মৃত্যু কোথায় তুই, সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি, এ যন্ত্রণা যে সহ্য হয় না ; এখন কে আছ গো! আমাকে একটু বিষ আনিয়া দাও।" বালিকা শিহরিয়া উঠিল, অমনি কামজাহানের সাহস পূর্ণ-বাক্য মনে পড়িল—বালিকা কহিল "জাঁহাপানা! আপনি মনে করিলে আমার অপেক্ষা সহস্রগুণে সুন্দরী, লক্ষ লক্ষজনকে দাসী করিতে পারেন, আর আমারও বহু পুণ্যফল যে, আপনার সহধর্ম্মিণী হইয়া পরম সুখে জীবন কাটাইব। কিন্তু, জাঁহাপনা আমি দুঃখিনী আপনি ভিন্ন আমার বাসনা আর কে পূর্ণ করিবে ?"

বাদসাহ গলিয়া গেলেন, কহিলেন "আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিব। বল, তোমার কি বাসনা ?"

বালিকার মনে একটু সাহস হইল, বালিকা করযোড়ে কহিল; জাঁহাপনা আমি একটি ব্রত করিয়াছি একখানি রথ প্রতিষ্ঠা করিয়া, দুই বৎসর শিবপূজা করিয়া শিবপূজা সমাপনান্তে বীরপুরুষের হস্তে মন প্রাণ যৌবন সমস্তই সমর্পণ করিয়া, তাঁহার দাসী হইব। আপনি একজন বীরপুরুষ,

আবার ভারতেশ্বর,—আপনারই দাসী হইয়া, সুখী হইব স্থির করিয়াছি। আপনি অধীনীর এই সামান্য বাসনাটি পূর্ণ করুন।"

সুলতান বিষণ্ণ ভাবে উত্তর করিলেন "সামান্য বাসনা সুন্দরি! এতো সামান্য বাসনা নহে। এ যে ভয়ঙ্কর বাসনা। সুন্দরি! ইসলাম ধর্ম্মে এ প্রকার ব্রত নাই ইসলাম ধর্ম্মের ন্যায় ব্রত কর—নামাজ শিখ—রোজা কর—তাহা হইলেই তোমার মহাপুণ্য হইবে, ও বাসনা পরিত্যাগ কর।"

বনশোভিনী। "জাঁহাপনা! আমি শিবপূজা ব্রত আরম্ভ করিয়াছি, করবী পুষ্প তাহার প্রমাণ আছে। আমি দৃঢ় পণ করিয়াছি, আপনার দাসী হইব—সুতরাং মুসলমান ধর্ম্মেও দীক্ষিত হইব। কিন্তু, হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, হিন্দুধর্ম্মের ব্রতটি শেষ করিয়া, নিশ্চিন্তে আপনার সহধর্ম্মিণী হইতে পারি, নতুবা মনে একটি কষ্ট থাকিবে যে, আমি দিল্লীশ্বরী হইলাম, কিন্তু আমার একটি সামান্য বাসনা পূর্ণ হইল না।"

সুলতান কহিলেন "সুন্দরি! তোমার মনের কষ্ট কেন থাকিবে? অবশ্যই পূর্ণ—করিব"; এই বলিয়া নপুংসককে কহিল "উজীর বাহিরে অবস্থান করিতেছেন, শীঘ্র তাঁহাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।" নপুংসক চলিয়া গেল।

বালিকা বনশোভিনীর হৃদয়ে উৎসাহ হইল, দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধারের আশা হইল। নপুংসকের সহিত উজীর আসিয়া উপনীত হইল। বাদসাহ কহিলেন "উজীর ইনি যাহা বলিতেছেন, সেই মত কার্য্য কর।"

বনশোভিনী কহিল "এক খানি রথ প্রস্তুত করান। রথের চতুর্দ্দিকে চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত করিয়া দিন্। এক দিকে, একটি বটবৃক্ষে দুইটী যুবক নিদ্রিত ও একটী যুবক জাগ্রত, সেই বৃক্ষ মূলে তিনটী অশ্ব বদ্ধ—আর নিকটে এক স্থানে এক খানি অস্থির নিকট একটি যোগী, তন্নিকটে কতকগুলি অস্থির নিকট একটি যোগী, তন্নিকটে একটি দীর্ঘকায় নরদেহের নিকট একটি যোগী,—এবং তন্নিকটে একটি দীর্ঘাকার নরদেহ যোগীকে প্রণিপাত করিতেছে। দ্বিতীয় দিকে, একখানি অস্থিতে একটি যুবক বৃক্ষপত্র স্পর্শ করাইতেছে, তৎপার্শ্বে কতকগুলি অস্থিতে একটি যুবক একটি বৃক্ষপত্র স্পর্শ করাইতেছে এবং তৎপার্শে এক প্রকাণ্ড চতুস্পদ জন্তুর নিকট—একটি রাজকুমার অশ্বারোহণ পূর্ব্বক একটি বৃক্ষশাখায় পত্র বন্ধন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছেন। তৃতীয় দিকে,—একটি প্রকাণ্ড চতুস্পদ জন্তু, তিন জন অশ্বারোহীর পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে। চতুর্থ দিকে একজন রাজকুমার কি অন্বেষণ করিতেছেন। এইরূপ অতি সুন্দর চিত্র থাকিবে;—"

বাদসাহ কহিলেন "সুন্দরি! এই চিত্রগুলির অর্থ কি?"

বনশোভিনী মনোভাব গোপন করিয়া কহিল "হিন্দু-শাস্ত্রে এইরূপ চিত্র দিতে হয়।"

বাদসাহ। "ভাল, সুন্দরি! আমাদের শাস্ত্রের চিত্রও ত অতি সুন্দর।"

বালিকা। "হিন্দুর ব্রত—তাই হিন্দুর চিত্রই দিলাম।"

বাদসাহ আর কোন কথা কহিলেন না। বালিকা বলিল "আর অতিথিশালা করিতে হইবে—যিনি রথ দর্শন করিবেন,

তাঁহাকে উত্তম রূপ আহার, কিঞ্চিৎ অর্থ আর একখানি বস্ত্র দান করিতে হইবে ; কিন্তু যদি কেহ আমার এই শুভকার্য্যে রথ দর্শন করিয়া, রোদন করেন, তৎক্ষণাৎ তাহাকে আমার নিকট বন্ধন করিয়া আনিতে হইবে।" উজীর যো হুকুম" বলিয়া নপুংসকের সহিত প্রস্থান করিলেন।

বাদসাহ কহিলেন "সুন্দরি! তোমারত বাসনা পূর্ণ হইল ; এইবার এস নিকটে এস।"

বালিকা। "জাঁহাপনা এখনওত পূর্ণ হয় নাই—রথ প্রস্তুত হইলে, দুই বৎসর পরে—বাসনা পূর্ণ হইবে।"

বাদসাহ কহিলেন "দুই বৎসর! সুন্দরি!! দুই বৎসর কেমন করিয়া থাকিব? আর আমি একনিমেষ মাত্র সহ্য করিতে পারিতেছি না।"

বালিকা আবার কাঁপিয়া উঠিল এবং কহিল "জাঁহাপনা আপনি এই প্রকাণ্ড ভারতবর্ষের কত উৎপাত সহ্য করিতেছেন—আর এই বলিকার একটি—সামান্য কথা সহ্য করিতে পারিবেন না?"

বাদসাহ কহিলেন "সুন্দরি! আমি শত্রুর সহস্র সহস্র পদাঘাত সহ্য করিতে পারি—কিন্তু তোমাকে অদ্য ছাড়িতে পারিব না।" এই বলিয়া দুর্দ্দান্ত আলা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বনশোভিনীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। বনশোভিনী কাঁদিয়া ফেলিল। নরপিশাচ বনশোভিনীর হস্ত ধরিবার উপক্রম করিল, অমনি নপুংসক আসিয়া কহিল "দ্বারে একজন সৈন্য দণ্ডায়মান,—সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত।" বাদসাহ কহিলেন "সত্বর তাহাকে এখানে লইয়া আইস।" নপুংসব সৈন্যকে

লইয়া আসিল। সৈন্য সেলাম করিয়া নতশিরে বাদসাহের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। সুলতান কহিলেন "যুদ্ধের সংবাদ কি? মহাতাপ সিংহ কোথায়?" সৈন্য অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিল "যুদ্ধে আমাদের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে—সেই সঙ্গে মহাতাপসিংহও হত হইয়াছেন।"

সুলতান মস্তকে হস্ত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, ক্ষণপরে কহিলেন "কি মহাতাপ বিনষ্ট হইয়াছে?" অমনি প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় চক্ষু দুইটি—ঘূর্ণায়মান করিয়া কহিলেন "কি সমরেন্দ্র সিংহ, আমার দক্ষিণ বাহু মহাতাপকে বিনষ্ট করিয়াছে?" এই বলিয়া ক্রোধ কলেবরে বাদসাহ চলিয়া গেলেন। ভগ্ন সৈন্যও তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল।

সমরেন্দ্র সিংহের হস্তে মহাতাপ নিহত হইয়াছে, শুনিয়া, বনশোভিনীর অসীম আনন্দ হইল। আনন্দ হইবার তিনটি কারণ,—প্রথমতঃ—বিজয়ের,—প্রাণেশ্বর বিজয়ের,—পরম শত্রু, জীবন হন্তারক আলাউদ্দিনের প্রধান সেনাপতি বিনষ্ট হইয়াছে তাই আনন্দ হইল। দ্বিতীয়তঃ; বিজয়ের পিতা সমরেন্দ্র সিংহ মহাতাপ সিংহকে বিনষ্ট করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন তাই আনন্দ হইল। তৃতীয়তঃ মহাতাপ সিংহ, আলাউদ্দিনের মহাতাপ সিংহ, বিনষ্ট হইয়াছে শুনিয়া, ধর্ম্ম হন্তারক আলা শোকান্তরে বনশোভিনীকে ছাড়িয়া,—বনশোভিনীর সর্ব্বনাশ না করিয়া, চলিয়া গেল তাই আনন্দ হইয়াছে। বনশোভিনী একবার মনে মনে হাসিল,—কিন্তু সে হাসি অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। আলাউদ্দিন যে প্রকার বনশোভিনীর ধর্ম্ম হানি করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছে, সে উন্মত্ততা নিবারিত হইবার নয়। বন-

শোভিনী, আত্মহত্যার উপায় চেষ্টা করিতে লাগিল। কি উপায়ে আত্মহত্যা করিবে, তাই স্থির করিবার জন্য কামজাহা-নের নিকট কক্ষান্তরে গমন করিল। কামজাহান ধূলি লুণ্ঠিত, অশ্রু ধারায় বিগলিত হইতেছে। বনশোভিনী অতিব্যস্তে কামজাহানকে উত্তোলন পূর্ব্বক, অশ্রু মার্জ্জন করতঃ জিজ্ঞাসা করিল, দিদি! কাঁদিতেছ কেন তোমার কি হইযাছে?

"আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

"দিদি! মনের কথা খুলিয়া বল। আমি জানিতাম, জগতে বুঝি আমিই কাঁদিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছি! দিদি! আমি কাঁদি ক্ষতি নাই, আমি মরিব। কিন্তু, তোমার চক্ষের জল যে আমি দেখিতে পারিতেছিনা; আমি যে দিদি, বুঝাইতে জানিনা, প্রবোধ দিতে জানিনা, তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব দিদি তোমার বাক্য শুনিয়া,—আমি এই কঠিন প্রাণ এখনও রাখি-য়াছি; তুমি কাঁদিলে কে আমাকে বুঝাইয়া আমার মর্ম্মের অনল নির্ব্বাণ করিবে? দিদি কেন কাঁদিতেছ,—তোমার কি হইয়াছে?"

কামজাহান অশ্রুমার্জ্জন পূর্ব্বক পুনরায় কহিল "আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

বনশোভিনী। "দিদি! আমি সর্ব্বনাশী—আমারই সর্ব্বনাশ হইয়াছে, বালাই তোমার কেন সর্ব্বনাশ হইবে; আমি হতভাগিনী, আমার অশ্রুজল মুছাইতে আসিয়াছ আমাকে ভাল বাসিয়াছ—তাই কি, আমার ভাগ্য দোষে, তোমাকেও চক্ষু মুছিতে হইতেছে?"

কামজাহান কাঁদিয়া কহিল "ঠাকুরুন্! যে মহাতাপের ন্যায়

শুনিলে, তিনি আমার মাতুল; তাঁহার বাহুবলে সুলতান অনেক দেশ জয় করিয়াছেন—তাঁহার তুল্য বীর এ ভারতে ছিলনা, তিনি সামান্য সৈন্য লইয়া অজয়নগরে যুদ্ধ করিতে গিয়া জীবন হারাইয়াছেন” কামজাহান অঙ্গুলী দ্বারা দেখাইল “দেখ—ঐ দেখ—রক্তিম পতাকার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণ পতাকা উড়িতেছে, ঐ শুন রাজপুরী হাহাকার রবে রোদন করিতেছে। যাই আমি—আমার মা বোধ হয়, অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন—যাই—তাঁহাকে সান্ত্বনা করিগে।” এই বলিয়া কামজাহান দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বনশোভিনী একাকিনী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

মহাতাপসিংহের মৃত্যু-সংবাদ আসিয়াছে; রাজপ্রাসাদে মহা গোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছে, রোদনের রোল উঠিয়াছে, কেহ বিমর্ষ, কেহ ধূলি লুণ্ঠিত, কেহ উন্মত্ত,—কেহ বুঝাইতেছে কেহ প্রাণবিসর্জ্জন করিতে যাইতেছে। বিষম বিভ্রাট,—মহাতাপসিংহ নাই,—বীরবর মহাতাপসিংহ নাই। সকলের হৃদয়ে বিষম শোক শেল বিদ্ধ হইয়াছে। শোক ক্ষণস্থায়ী, একদিন ত কাহারও আহার নাই নিদ্রা নাই, কিন্তু উদর কাহারও হাত ধরা নহে—শোক-দুঃখের ধার ধারেনা; কাজেই পর দিবস সকলকেই পোড়ামুখে চারিটি আহার করিতে হইল। শোকেরও প্রায় অনেক লাঘব হইল। দুই দিন গেল—তিন দিন গেল—ক্রমে ক্রমে সপ্তাহ—পক্ষ—মাস গত হইয়া গেল;—কাহারও হৃদয়ে সামান্য শোক জাগরিত হইতেছে, হয়ত কাহারও হৃদয় হইতে শোক একবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে।

এদিকে বনশোভিনীর আদেশ মত রথ প্রস্তুত হইল। রথ দর্শনার্থী বহুশত লোক রথ দর্শন করিতেছে। মুসলমান বাড়ী হিন্দুর দেবতা,—হিন্দুর রথ, সুলতানের নূতন বেগমের সাধের রথ দেখিতে নানা দেশ হইতে যাত্রী আসিতেছে। হিন্দুগণও রথ দেখিতেছে—কিন্তু শুষ্ক বদনে—ধর্ম্মের ভয়ে—সমাজের ভয়ে স্বজাতির ভয়ে প্রত্যাগমন করিতেছে। ভারে ভারে ঝাঁকে ঝাঁকে নানাবিধ উপাদেয় ফল মূল মিষ্টান্ন আমদানী হইতেছে, দীন দরিদ্রগণ উদর পূর্ণ করিয়া, নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া, কিঞ্চিৎ অর্থ গ্রহণ করিয়া দুই হস্তে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়াছে। ছাঁদার লোভ—বড় লোভ—এখনকার আইন হইলে এখনকার সময় হইলে—এখনকার কলিকাতা হইলে—কত লোক ছাঁদা বাঁধিয়া তৃপ্তি সুখে গৃহিণীর আদরের পাত্র হইত, বোধ হয়, কিছু দিন, ইংরাজ মহলের খাদ্য সুলভ হইত, উইলসনের বিক্রয়ে বাধা পড়িত। সকলেই রথের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া আহ্লাদ অন্তরে চলিয়া যাইতেছে,—যাহার যাহা মনে আসিতেছে, সে সেইমত প্রশংসা করিতেছে,—কিন্তু কাহারও চক্ষে অশ্রুর লেশ মাত্র নাই। বলা বাহুল্য এক্ষণে রাজবাটীতে মহাধুম—বহুলোকের সমাগম পড়িয়াছে, বাদসাহের অর্থের অকুলান নাই—দুই হস্তে দুইচক্ষে বিতরিত হইতেছে।

আলার হৃদয় হইতে মহাতাপের শোক অনেকটা অপসৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ক্রোধানল ঘোর রূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। আসাদকে সেনাপতির পদ প্রদান করিয়া, প্রায় পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এবার আর রক্ষা নাই অজয়ের প্রত্যেক নরনারীকে বন্ধন করিয়া আনিতে অদ্ধ

মতি হইল ; অজয়ের সমস্ত গৃহ লুণ্ঠন করিতে অনুমতি হইল। সদর্পে সৈন্যগণ অজয়াভিগমন করিল।
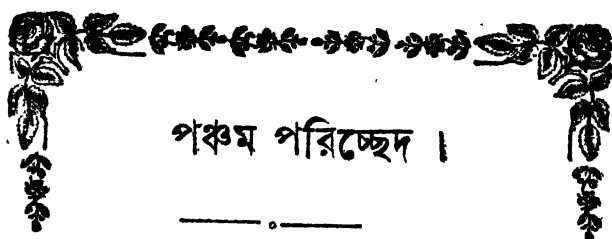
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

প্রীত নটুটে অনলমে ॥
উত্তম মন কি লাগ ।
শওয়া যুগ পানিমে রহে,
মিটেনা চকমকৃকা আগ ।"   তুলসীদাস ।

একে একে দিন দিন সময় চলিয়া যাইতেছে; ঋতুগণ যুগ পরিবর্ত্তনের ন্যায় ফিরিয়া ঘুরিয়া প্রকৃতি ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছে। আজ বসন্তে কোকিল ডাকিল--পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল, ভ্রমর উড়িল - বৃক্ষে - কিসলয় শোভিল - বিহঙ্গী মাতিল, কবিকুল সাহ্লাদে প্রকৃতির শোভা বর্ণনে কবিত্বের পরিচয় দিতে বসিল। আবার নিদাঘ ভীষণানলে সজ্জীভূত হইয়া প্রকৃতিকে দগ্ধ করিতে লাগিল, - কবিকুল লুকাইল, - আলস্য জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইল; এইরূপ সুখে - দুঃখে, হাসিতে, রোদনেতে সময় চলিয়া যাইতে লাগিল।

অদ্য তপন দেব অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, মার্ত্তণ্ড কিরণে জগৎ রক্তিমামূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, যে সমীরণ একদিন কুসুমের সৌরভ বহন করিয়া জীবের মন প্রাণ সুশীতল করিয়াছে, সেই সমীরণ - আজি অনল বর্ষণ করি-

য়েছে। দিবা দ্বিপ্রহর। একটি তরুতলে উপবেশন পূর্ব্বক দুইটি যুবক বিশ্রাম করিতেছে। যুবক দুইটির আকৃতি শীর্ণ, পরিধানে এক এক খানি মলিন জীর্ণ বস্ত্র, মস্তক রুক্ষ—বদনে বিষাদের চিহ্ন।—এক ব্যক্তি কহিল "মহাশয়! আমি আর চলিতে পারি না—আমার চলৎশক্তি রহিত হইতেছে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল "কি করিবে? মরিয়া বাঁচিয়া যাই-তেই হইবে আর অধিক দূর নহে।

প্রথম ব্যক্তি "আমার মস্তক ঘুরিয়া পড়িতেছে— জিহ্বা শুষ্ক হইতেছে—প্রাণ—কেমন করিতেছে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি "আমিও কাতর হইয়াছি—কিন্তু কি করিব চল, একটু কষ্ট করিয়া চল; তুমি আমার স্কন্ধে মস্তক রাখ, চল—তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাই।"—

প্রথম ব্যক্তি "মহাশয! দুঃখের সময় হাসাইলেন, আপ-নাকে কে ধরিয়া লইয়া যাইবে অগ্রে স্থির করুন—তারপর আমাকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিবেন। আমিও যেমন কাতর—আপনিও তদ্রূপ, আমি বরং কথা কহিতেছি—আপনার কথায়—আপনিই বুঝিতেছেন,—আহা! ক্ষুধায় আপনার স্পষ্টরূপে বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইতেছে না। যাহা হউক ধীরে ধীরে চলুন। আপনি মহৎ লোক আপনার স্নেহে—আপনার যত্নে আমি এখনও জীবিত আছি নচেৎ—এতদিন আমার একখানি অস্থিও আপনি দেখিতে পাইতেন না।"

উভয়ে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিল দ্বিতীয় ব্যক্তি কাতর-স্বরে কহিল "শুনিলাম সুলতান যাহাকে বিবাহ করিবেন—তিনি অদ্যাপি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই—যাহাহউক

বাদসাহের ভবিষ্যৎ পত্নী—সেই হিন্দু রমণী, যদি স্বহস্তে পরিবেশন করেন তাহা হইলেই আমাদের উদর তৃপ্ত হইবে—তিনি যদি স্বহস্তে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থদান করেন—তাহা হইলেই আমরা অজয়ে প্রতিগমন করিতে পারিব—নতুবা এই দিল্লী নগরেই—ক্ষুধানলে জীবন দগ্ধ করিতে হইবে।"

যুবকদ্বয় ধীরে ধীরে রাজবাটী অভিমুখে গমন করিল। রাজ বাটীর দ্বারে—মহা জনতা, সেই জনতা ভেদ করিয়া ভিড়ে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। প্রহরিগণ ভিড় ঠেলিতেছে একে একে—রথতলায় যাত্রী লইয়া যইতেছে। যুবকদ্বয় বিষম বিভ্রাটে পড়িল—একে শীর্ণ—তাহাতে ক্ষুধায় কাতর—কেমন করিয়া এমন ভিড়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে? যুবকদ্বয় মস্তকে হস্ত দিয়া এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। ক্ষণকাল পরে, জনৈক প্রহরী—শীর্ণ যুবকদ্বয়কে বিষণ্ণ অবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া, তাহাদিগকে—অনেক কষ্টে—ভিড় ঠেলিয়া, রথ তলাতে লইয়া গেল। যুবকদ্বয় রথের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিল। দ্বিতীয় যুবক কহিল "আমরা বহুকাল হিন্দুর দেবতা দর্শন করি নাই—এস আজ জীবন সার্থক করি।" রথের একবিংশতিটি চূড়া। এইবার রথের চিত্রগুলি দর্শন করিতে লাগিল—উভয়ে উভয়ের মুখ অবলোকন করিতে লাগিল—ঘুরিয়া ফিরিয়া রথের চতুর্দ্দিক অবলোকন করিল—উভয়ের মুখেই আর বাক্য নাই—কি জানি রথ দর্শন করিয়া, যুবক দ্বয় কেন রোদন করিতেছে। রথ দর্শন করিয়া রোদন করিলে যে রথানুষ্ঠাত্রীর আজ্ঞামত তাহাদিগকে বন্ধন করা

হইবে—ইহা যুবক দ্বয় জানেনা। কতিপয় প্রহরী যুবকদ্বয়কে রোদন করিতে দেখিয়া, বন্ধন করিতে আরম্ভ করিল। দ্বিতীয় যুবক কহিল 'বন্ধন করিতেছ কেন?" একজন প্রহরী সদর্পে কহিল "বেগম সাহেবকা হুকুম।" প্রথম যুবক ভাবিল "কি সর্ব্বনাশ! বোধ হয় রথ টানিবার সময় আমাদিগকে রথ চক্রে নিক্ষেপ করিবে; এত কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে অপঘাতে জীবন গেল।" এই ভাবিয়া রোদন আরম্ভ করিল। দ্বিতীয় যুবক ভাবিল "বোধ হয়, আমাকে চিনিতে পারিয়া, সুলতান ক্রোধ বশতঃ বন্ধনের আদেশ দিয়াছে। মরি—তাহাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু—যবনের হস্তে—যবন আলয়ে—জীবন নষ্ট—হইবে—মৃত্যু কালে হিন্দু দেবতার নাম শুনিতে পাইবনা শ্মশান ভুমে দগ্ধ না হইয়া গোর স্থানে হিন্দুর দেহ প্রোথিত হইবে—এই দুঃখই অধিক হইতেছে।"

প্রহরিগণ যুবকদ্বয়কে বন্ধন পূর্ব্বক বনশোভিনীর বিশ্রাম বাটীতে লইয়া গেল। যুবকদ্বয় দেখিল, এই বাটীতে সমস্ত হিন্দুর ন্যায় ব্যবহার; কতিপয় নপুংসক ব্যতীত সমস্তই হিন্দু পরিচারিকা। হিন্দু গোয়ালিনী দুগ্ধাদি পঞ্চসুধা লইয়া বসিয়া রহিয়াছে—হিন্দুর ব্যবহার্য্য মিষ্টান্ন ও ফল মূল লইয়া দুইজন হিন্দু রমণী বসিয়া রহিয়াছে। যুবকদ্বয় বাটীতে প্রবিষ্ট হইবামাত্র বনশোভিনীর নিকট সংবাদ গেল। বনশোভিনী তাড়াতাড়ি আসিয়া, প্রহরিগণকে বিদায় দিল। বনশোভিনী নপুংসকের দ্বারা যুবকদ্বয়ের বন্ধন মোচন করাইল। যুবকদ্বয় বনশোভিনীর মোহিনী মুর্ত্তি দেখিয়াই হউক—আর প্রাণের ভয়েই হউক, বনশোভিনীকে প্রণাম করিল। বনশোভিনী একটু

লজ্জিতা হইয়া অঞ্চলদ্বারা বদন আবৃত পূর্ব্বক একটু হাসিল। বনশোভিনীর ইঙ্গিতমাত্র নপুংসকগণ যুবকদ্বয়ের দেহে সুগন্ধ তৈল মর্দ্দন করিয়া দিল। যুবকদ্বয়ের নয়ন কোণে এখনও মুক্তার ন্যায় অশ্রু বিন্দু রহিয়াছে, বদনে শুষ্ক অশ্রু রেখা রহিয়াছে। যুবকদ্বয় সুস্নিগ্ধ সলিলে স্নানাহ্নিক সমাপন করিলে নপুংসকগণ সুন্দর পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করিল,—সুগন্ধ আতর গোলাপ প্রদান করিল। যুবকদ্বয় ভীত মনে কোন কথা না কহিয়া, নিরূপিত স্থানে আহার করিতে উপবেশন করিল। বনশোভিনী, স্বয়ং পরিবেশন করিতে লাগিল। যুবক দ্বয়ের চক্ষে অশ্রু বিগলিত হইতেছে, আহারীয় আর মুখে উঠিতেছেনা, বনশোভিনীও নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী পরিবেশন করিতেছে। প্রথম যুবক কাঁদিতে কাঁদিতে বিনয় বাক্যে কহিল "মা! আমাদিগকে কি ইহ জন্মের মত আহার করাইতেছেন?"

বনশোভিনী কোন উত্তর দিলনা। আবার দ্বিতীয় যুবক কহিল "মা! আমরা রথ চক্রে নিহত হইব—সেই ভয়ে আমাদের ক্ষুধাও দূর হইয়াছে—আর আমাদিগকে কিছুই দিবেননা।" বনশোভিনী ভাবিল "আহারের সময় সাহস না দিলে, ভয়ে যুবকদ্বয় আহার করিতে পারিবেনা।" বনশোভিনী কহিল "তোমরা উদর পূরিয়া, এই সমস্ত গুলি আহার করিলে, তোমাদিগকে পরিত্রাণ দিব—নচেৎ"—

যুবকদ্বয় প্রাণের ভয়ে, অতিক্লেশে সমস্তই আহার করিল। নপুংসকগণ একটি কক্ষে যুবকদ্বয়কে লইয়া গিয়া, দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করাইল এবং—ব্যজনী লইয়া বীজন করিতে লাগিল। যুবকদ্বয় কোমল শয্যা হারাইয়া তৃণশয্যায় একদিন

নিদ্রা গিয়াছে, কিন্তু অদ্য এই সুকোমল শয্যা যেন কণ্টকাবৃত বোধ হইতে লাগিল, নিদ্রা হইল না, ক্রমে সন্ধ্যা হইল, দীপ মালায় দিল্লীনগর সুশোভিত হইল। বনশোভিনী ধীরে ধীরে যুবকদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া, নপুংসকগণকে স্থানান্তরিত করিয়া দিল। যুবকদ্বয় বনশোভিনীকে দেখিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া বসিল। বনশোভিনী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের নাম কি?"

প্রথম যুবক কহিল "আমার নাম বীরবল।"

দ্বিতীয় কহিল "আমার নাম রণধীর।"

বনশোভিনী। "তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

দ্বিতীয় যুবক। "এক্ষণে অজয় নগরে ছিল?"

বনশোভিনী। "অজয় নগর এখান হইতে বহুদূর তোমরা এক্ষণে এমন মলিনবেশে কেন আসিয়াছ?"

রণধীর বন পর্য্যটন হইতে ভীষণ জন্তুত্রাসে পলায়ন পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল।

বনশোভিনী। "কাঁদিওনা তাহার পর কি হইল?"

রণধীর। "তাহার পর সেই ভীষণ জন্তুর ত্রাসে আমি একটি বৃক্ষ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলাম—চতুষ্পদ দুইপার্শ্বে না দেখিয়া সবেগে সম্মুখ আক্রমণ করিয়া চলিয়া গেল, আমি বাহির হইয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়া বীরবলকে দেখিতে পাইলাম এবং রাজ কুমারের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম। অনেক অন্বেষণ করিয়াও তাঁহার সন্ধান করিতে পারিলাম না।" এই বলিয়া রণধীরের চক্ষে আবার অশ্রু দেখা দিল।

বনশোভিনী কহিল "তোমাদের অশ্ব কোথায়?"

রণধীর। "আমরা রাজকুমারের অন্বেষণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া, একটি বৃক্ষ তলে উপবেশন করিলাম, অশ্বদুইটি-কেও সেই বৃক্ষে বন্ধন করিলাম। ক্ষণ মধ্যে সেই ভীষণ জন্তু পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া আমাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল, আমরা ভয়ে বৃক্ষোপরি আরোহণ করিলাম, কিন্তু অশ্ব দুইটির প্রাণ নষ্ট করিয়া দুর্দ্দান্ত পশু চলিয়া গেল।"

বনশোভিনী। "তার পর তোমরা কি করিলে ?"

রণধীর। "আমরা আর কি করিব ? তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে অরণ্য ছাড়াইলাম, আমাদের উদরের দায়ে ক্রমে ক্রমে নিজ নিজ সজ্জা বিক্রয় করিতে লাগিলাম, অবশেষে এই দিল্লী নগরে আসিয়া উপনীত হইয়াছি।"

বনশোভিনী। "আমি তোমাদিগকে অর্থ দিতেছি বলা অজয় নগরে চলিয়া যাও।"

রণধীর। "মা অর্থদান করুন্ আমাদের অনেক উপকার হইবে যুবরাজের অন্বেষণ করিতে পাইব। কিন্তু যুবরাজকে না পাইলে আমরা অজয় নগরে গমন করিবনা, আত্মহত্যা করিয়া, জীবন নষ্ট করিব।"

বনশোভিনীর চক্ষে জল আসিল, বনশোভিনীর সন্দেহ দূর হইল রণধীরের বাক্যে-রণধীরের বন্ধুত্ব দৃষ্টে বনশোভিনীর সন্দেহ দূর হইল। বনশোভিনী কহিল "আমি রাজ কুমারের সন্ধান বলিতে পারি।"

রণধীর ও বীরবল বনশোভিনীর চরণে লুণ্ঠিত হইল। বন-শোভিনী আবার কহিল "আমি যাহা বলিব, তাহা করিতে পারিবে ?"

উভয়ে কহিল "যদি রাজ কুমারকে পাই প্রাণ পর্য্যন্ত দিতেপারি।"

বনশোভিনী। "তোমাদের নিকট সেই পত্র আছে?"

উভয়ে "আছে।"

বনশোভিনী সঞ্জীবনী পত্রটি দেখাইয়া কহিল "এই দেখ সঞ্জীবনী পত্র।" এই বলিয়া বিজয়ের মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত বিবরণ খুলিয়া বলিল।

রণধীর কহিল "তবে চলুন—তাঁহার নিকটে সেই কুটিরে যাই।"

বনশোভিনী। "চল, এই সঞ্জীবনী পত্রটি তোমরা লও; সাবধান করিয়া রাখ।" এই বলিয়া সঞ্জীবনী পত্রটি রণধীরকে দিল।

তিনজনে বাটী হইতে বাহির হইল। অমনি কামজাহান আসিয়া কহিল "কোথায় যাইতেছ? এই রাত্রে দুইজন পুরুষের সঙ্গে কোথায় যাইতেছ?"

বনশোভিনী। "দিদি! ভাবিয়াছিলাম, বুঝি যাইবার সময় তোমার সাক্ষাৎ পাইবনা? দিদি! তুমি আমায় অনেক যত্ন করিয়াছ,—আমি সঙ্গী পাইয়াছি—রাজকুমারকে বাঁচাইতে যাইতেছি, দিদি! তোমার বুদ্ধি বলেই আমি ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছি; আমি সে উপকার কেমন করিয়া পরিশোধ করিব?"

কামজাহান একটু চক্ষু ঘুরাইয়া কহিল "আমি তোমাকে কখনই যাইতে দিবনা, তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য সুলতান আমাকে তোমার নিকট রাখিয়াছেন, আমি কখনই যাইতে দিবনা।"

বনশোভিনী। "দিদি! তুমি আমার অনেক উপকার করিয়াছ, আমি তোমার হাতে ধরিয়া বলিতেছি আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

কামজাহন। "তুমি কখনই যাইতে পাইবেনা।"

বনশোভিনী। "আমায় ক্ষমা কর।"

কামজাহান। "এখনি প্রহরিগণকে জাগাইব।"

বনশোভিনী কাঁদিয়া ফেলিল। কামজাহান আবার কহিল ইহাদিগকে রাজকুমারের ঠিকানা বলিয়া দাও।"

বনশোভিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "ঠিকানা বলিয়া দিয়াছি।"

কামজাহান। "তোমরা যাওগো। ঘাটে একখানা নৌকা আছে লইয়া যাও ইনি যাইতে পারেন না।"

রণধীর মনে করিল, বলপূর্ব্বক বনশোভিনীকে লইয়া যাই; কিন্তু দুইজনে সহস্র সহস্র প্রহরীর মধ্য হইতে কেমন করিয়া লইয়া যাইবে। পাছে রাজকুমারের জীবনদান করিতে কোন বিঘ্ন ঘটে, অগত্যা রণধীর ও বীরবল চলিয়া গেল।

বনশোভিনী কাঁদিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

কামজাহান বনশোভিনীকে লইয়া পুরী মধ্যে গমন করিল। জ্যোৎস্নালোকে দেখিতে পাইল, রণধীর ও বীরবল, তরী লইয়া, যমুনার উপরে যাইতেছে, দেখিতে দেখিতে তরীখানি অনেক দূর চলিয়া গেল, বনশোভিনী কাঁদিয়া কহিল "দিদি! কামজাহান, আমি যে তাঁহার মলিনমুখ দেখিয়া আসিয়াছি, আর কি হাসি মুখ দেখিতে পাইবনা; আসিবার সময় যে, তাঁহার নিকট বিদায় লইতে পাই, নাই তাঁহার মুখের একটি

কথা শুনিতে পাই নাই, আর কি সেই চাঁদমুখের কথা শুনিব না ?"

কামজাহান একটু হাসিয়া কহিল "আমি তোমার জন্য একটি চাঁদমুখ স্থির করিয়া রাখিয়াছি, চাঁদমুখের জন্য চিন্তা কেন ? সেই চাঁদমুখের জন্যই সুলতানের হস্ত হইতে তোমার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছি।"

বনশোভিনী শিহরিয়া কহিল দিদি ! আর আমাকে ও কথা বলিওনা, এপ্রাণ থাকিতে আর কাহাকেও ভালবাসিবনা।"

কামজাহান, আমাদের কন্যা; আমাদের আর একটী মীবজাহান নামে পুত্র আছে। পিতামহ আলাউদ্দিন বৃদ্ধ বয়সে এমন সুন্দরী লইয়া কি করিবে ? তাই ভ্রাতার জন্য এই সুন্দরীকে হস্তগত করিয়াব কামজাহানের একান্ত অভি-প্রায়, পিতা মাতার আদেশ লইয়া, আলাকে কৌশলে বুঝাইয়া, বনশোভিনীর গৃহে কামজাহান সর্ব্বদা অবস্থান করে। এক্ষণে বনশোভিনীর মনটি বিজয়ের নিকট হইতে ফিরাইবার চেষ্টায় কামজাহান সর্ব্বদা বুঝাইতে লাগিল। কিন্তু অদ্য বনশোভিনীর মন অতি চঞ্চল, তাই সে কথার আর কোন উল্লেখ করিলনা। বনশোভিনী অনেক আশা করিয়াছিল, এইবার বিজয়কে দেখিতে পাইবে, কিন্তু কাম-জাহান আশাভঙ্গ করিল।

বনশোভিনী আপন মনে গাহিল ;

কে আছ দেখগো কত দুঃখ অবলার।
অনাথিনী অভাগিনীসহে কারাগার।
পাষাণে বাঁধিয়ে বুক, দিতেছে বিরহ দুঃখ,

কে আর চাহিবে মুখ ভাবনা অপার।
যে মোরে বাসিত ভাল, সে আমার কোথায় গেল,
বিজন বিপিন মাঝে, হায়! প্রাণেশ্বর।
আবেরে কঠিন প্রাণ, এখনো এদেহে কেন,
যার লাগি দেহ ভার, সে কোথা আমার।
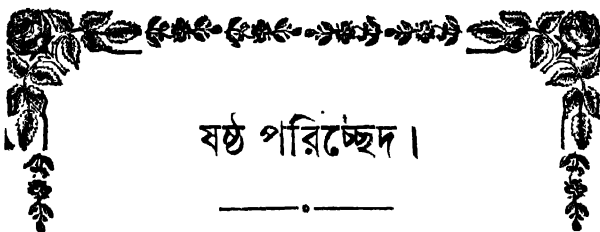
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"For thee I'll lock up all the gates of love,
And on my eyelids shall conjecture hang,
To turn all beauty into thoughts of harm".

Shakespeare.

সমস্ত রজনী নৌকা বাহিয়া রণধীর ও বীরবল আগ্রানগরে উপনীত হইল। প্রভাতে শাখানির্গমন পথে নৌকা বাহিয়া চলিল, বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে,—সেই রাজকুমারের মৃতদেহ প্রোথিত স্থানে কুটির সন্নিকটে নৌকা আসিয়া লাগিল। রণধীর ও বীরবল নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া, কুটির সন্নিকটে গমন করিল। কোন্ স্থানে মৃতদেহ প্রোথিত হইয়াছে,—তাহা নির্ণয় হইলনা, অনেক অনুসন্ধানের পর দেখিল একস্থানে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে—একস্থানে বন্যজন্তুর নখরের চিহ্ন রহিয়াছে। বীরবল ও রণধীর ক্ষণকাল সেই স্থানে উপবেশন করিল। কে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া রণধীরের চক্ষু দুইটি চাপিয়া ধরিল। রণধীর সহাস্যে কহিল 'কে?'

কেহ কোন উত্তর করিল না। আবার রণধীর কহিল 'আমি বুঝিয়াছি কে? ছাড়িয়া দাও।"

বীরবল এই কাণ্ড দেখিয়া, মনে মনে হাস্য করিতেছিল, কিন্তু কোন উত্তর দিলনা। আগন্তুক হস্ত ছাড়িলনা। রণধীর সবলে আগন্তুকের হস্ত ধরিয়া চক্ষু হইতে দৃঢ় মুষ্টিতে হস্ত ছাড়াইয়া দিল। আগন্তুক শঙ্কিত হইয়া সহাস্যে কহিল "উহু উহু লাগে—হাত ছাড়িয়া দাও।"

রণধীর কহিল "আগে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ছিল যে পরের চক্ষে হস্ত দিলে—আপনারই হস্তে ব্যথা লাগিবে।"

আগন্তুক। "সে বিবেচনাটুকু আমার নাই। এই বলিয়া, আগন্তুক কহিল "মহাশয়! আমি আপনাকে চিনিতে পারি-নাই, এই খানে আমার ভগ্নী ও ভগ্নীপতি বাস করিতেন, আমি সেই জন্যই আপনাকে আমার আত্মীয় বন্ধু বিবেচনা করিয়া চক্ষে হস্ত দিয়াছিলাম আমাকে ক্ষমা করুন্।"

রণধীর কহিল "ক্ষমা কিরূপে করিতে হয়?"

আগন্তুক বনবিহার হাসিয়া ফেলিল এবং এদিক ওদিক অন্বেষণ করিয়া কহিল আমার "ভগ্নী কোথায়?"

রণধীর। 'কে তোমার ভগ্নী।'

বনবিহার। 'এইস্থানে বাস করিতেন—নাম বনশোভিনী।'

রণধীর। 'তিনি আলাউদ্দিনের নিকট বন্দিনী।'

বনবিহার। "বল কি?—সে কি কথা? রাজকুমার বিজয়-সিংহ কোথায়?"

রণধীর। "তিনি এই স্থানে প্রোথিত।"

বনবিহার 'বলেন কি! আপনারা কে? আপনারা কিরূপে জানিলেন?'

রণধীর। 'আমরা কুমার বিজয়সিংহের বন্ধু আমরা

দিল্লীতে আপনার ভগ্নীর মুখেই সমস্ত শুনিয়া এখানে আসিয়াছি।'

বনবিহার। 'এক্ষণে উপায়?'

রণধীর। 'উপায়? উপায় আমরা।'

বনবিহার। ''আপনারা কি করিবেন?"

রণধীর। 'রাজকুমারকে জীবিত করিব?'

বনবিহার। 'কিরূপে?'

রণধীর। 'এই দেখুন।'

বীরবল নৌকা হইতে খনিত্র লইয়া আসিল, উভয়ে মৃত্তিকা খনন করিয়া, রাজকুমারের গলিত মৃতদেহ উত্তোলন করিল,—এখনও দুর্গন্ধ বহির্গত হইতেছে,। মাংস পচিয়া গিয়াছে। বীরবলের পত্রটি স্পর্শ মাত্রেই, রাজকুমার পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইল, রণধীরের ও রাজপুত্রের পত্র স্পর্শ মাত্রেই, রাজকুমার জীবিত হইয়া উঠিল, অমনি বসিয়াই রণধীরের গলদেশ জড়াইয়া কহিল 'ভাই রণধীর এতদিন কোথায় ছিলে? কেমন করিয়া ভীষণ জন্তু গ্রাস হইতে জীবন রক্ষা করিলে?' অমনি বীরবলের দিকে দৃষ্টি পড়িল, রাজকুমার বলিল "এই বীরবলও এখানে এস বীরবল একবার আলিঙ্গন করি।'

আলিঙ্গন করা হইল,—আনন্দের স্রোত বহিল, তিনজনে একত্রে বনপথ,টকে আসিয়াছিলেন এক্ষণে আবার তিনজনেরই মিলন হইল।

রাজকুমার অমনি সচকিতভাবে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া কহিলেন বনবিহার কখন আসিলে?'

বনবিহার। "এইমাত্র আসিলাম।'

বিজয়। "বনশোভিনী কোথায়? তাহার মাসী কোথায়?"

রণধীর। 'তাহার মাসী আপনাকে বিষ পান করইয়াছিল—মনে আছে?"

বিজয়। "হাঁ মনে আছে, তারপর কি হইল জানিনা।"

রণধীর। "তারপর আপনাকে এই স্থানে প্রোথিত করিয়া, বনশোভিনীকে লইয়া আলাউদ্দিনকে দিয়াছে।"

বিজয়ের মুখে আর বাক্য নাই বিজয়ের চক্ষে জল আসিল। বিজয়ের প্রাণে বড় ব্যথা লাগিল, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "কি পাষণ্ড যবন দস্যুর করে আমার অমূল্য রত্ন পতিত হইয়াছে!" বিজয়, রণধীরের গলা ধরিয়া কহিল "বল রণধীর—সে কি আমার যবন হস্তে এখনও জীবিত আছে! সে কি এখনও ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিয়াছে? সে যে বালিকা। সে নব-প্রস্ফুটিত গোলাপ, সে কি ভীষণ অনল মধ্যে এখনও দগ্ধ হয় নাই! রণধীর তুমি কিরূপে জানিলে?'

রণধীর। আদ্যন্ত সমস্ত বিবরণ খুলিয়া বলিল। বিজয় আবার রণধীরকে কহিল 'রণধীর! সে কি কিছু বলিয়া দিয়াছে?'

রণধীর 'না।'

বিজয়, কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন "ও: পাষাণি!' ক্ষণকাল মস্তক অবনত করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে আবার কহিলেন———

'জানিলাম, সুন্দরীমাত্রেই পাষাণী, গোলাপেও কণ্টক আছে। শুনিয়াছি, রমণী সরলা, রমণীর মন যে এমন কঠিন তাহা জানিতামনা; কঠিন হইবারই কথা, পাষণ্ড যবন আলয়ে

সুধাও হলাহল হয়। ওঃ আমার বনশোভিনী আমার হৃদয়ের ফুল বনশোভিনী যবনী হইয়াছে !'

বনবিহার যে অশ্রুজলে মৃত্তিকা সিক্ত করিতেছে তাহা কেহই দেখেন নাই, বনবিহারের প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছে। বনবিহার গোপনে আত্মভাব গোপন করিল। বিজয় আবার কহিল আমার প্রিয় অশ্ব কোথায় ? এই স্থানে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলাম।" দেখিলেন সেই স্থানে কতকগুলি অস্থি পতিত রহিয়াছে। রণধীর কহিল বোধ হয় বন্য জন্তুতে অশ্বের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে।' সেই পত্রগুলি অঙ্গেতে স্পর্শ করান হইল অমনি অশ্ব সকায় জীবন প্রাপ্ত হইল।

বনবিহার এইবার ধীরে ধীরে কহিল 'আমি বুঝিতেছি আপনাদের দ্বারা জগতের অনেকগুলি মহৎকার্য্য সিদ্ধ হইবে।' আবার বিজয়ের দিকে চাহিয়া কহিল 'আমি আপনাদিগকে রাখিয়া বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছি হঠাৎ একজন দৃঢ় মুষ্টিতে আমাকে ধরিয়া লইয়া গেল তাহারা অগ্নিপূজক নরহত্যা করিয়াছে,—চলুন তাহাদের দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য।'

বিজয়। "আপনি কিরূপে তাহাদের হস্তে রক্ষা পাইলেন।"

বনবিহার। আমাদের অদৃষ্টে অনেক দুঃখ—আমাদের সহজে মৃত্যু নাই, তাই রক্ষা পাইয়াছি।"

সকলেই সেই অগ্নি পূজকগণকে দণ্ড দিতে চলিলেন। পথিমধ্যে কতকগুলি অস্থি দেখিতে পাইয়া তাহাতে সেই পত্রগুলি ক্রমে ক্রমে স্পর্শ করান হইল। অমনি দুইটি অশ্ব সকায় জীবন প্রাপ্ত হইল,—এই দুইটি অশ্ব রণধীরের ও বীরবলের। রণধীর

ও বীরবল, নিজ নিজ অশ্ব পাইয়া; অতিশয় আহ্লাদিত হইল। সকলেই আনন্দ মনে চলিয়াছে, কিন্তু বিজয়ের মনে ভয়ানক ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইতেছে। বনশোভিনীর কথা গুলি—অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি মনে পড়িতেছে, আর হৃদয় জ্বলিয়া উঠিতেছে।

অগ্নিপূজকগণের আলয়ে উপনীত হইয়া দেখিলেন, ভীষণ অনল রাশির চতুর্দ্দিকে, একবিংশতি জন, দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ উপবেশন পূর্ব্বক, অগ্নিদেবের পূজা করিতেছে। অগ্নিপূজক-গণ, যুবকগণকে দেখিয়াই গাত্রোত্থান করিল। রাজপুত যুবক-ত্রয়, অসি নিষ্কোষিত করিল। অগ্নি পূজকগণ আসিয়া, রাজ-পুত যুবকগণকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিল। যুবকত্রয় অসি আর চালনা করিতে পারিলনা। পরে অগ্নিপূজকগণ রজ্জু দ্বারা যুবকত্রয়কে দৃঢ়রূপে বন্ধন পূর্ব্বক, সেই স্থানে ফেলিয়া রাখিল এবং বনবিহারকে প্রণিপাত করিল। বনবিহার মনে মনে ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া, যুবকগণের বস্ত্র হইতে পত্রগুলি সংগ্রহ করিল। বিজয় ভাবিলেন, "বনবিহারই আমাদের এই বিপদের কারণ। যাহাহউক, পত্রগুলির দ্বারায় যদি জগতে কাহারও উপকার হয়, বনবিহার তাহা সিদ্ধ করিতে পারিবে। বীরবল ভাবিল, "বনবিহারকে পত্র দিবনা।" কিন্তু কি করিবে, বীরবল বন্ধনাবস্থায় রহিয়াছে, বনবিহার অনায়াসে পত্রটি লইয়া গেল। যুবক ত্রয়ের এক্ষণে মনে যে কি ভয়ানক যাতনা হইতেছে, তাহা সেই পরম কারুণিক সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বপাতাই জানেন। এক বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া, আবার ঘোর বিপদে পতিত হইল।
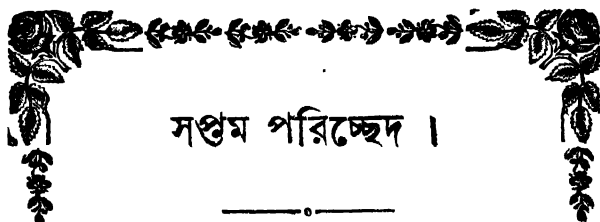
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"——— আমি যে রমণী,
বহিছে বিদ্যুৎ-বেগে আমার ধমনী।
ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীম অসি করে,
নাচিতে চামুণ্ডা রূপে সমর ভিতর।"

পলাশীর যুদ্ধ।

সমরেন্দ্র সিংহ পীড়িত। পুত্র বিরহে ঘোর শোকানলে দগ্ধ হইয়া, বিষম পীড়ায় শয্যাগত। চিকিৎসক একবার নাড়ী ধরিয়া মুখ বাঁকাইলেন—আবার নাড়ী ধরিলেন। চিকিৎসক বিষণ্ণ—সকলেই বিষণ্ণ,—মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল "কবিরাজ মহাশয়! এক্ষণে কেমন দেখিতেছেন?" কবিরাজ অনেকক্ষণ পরে উত্তর দিলেন "দেখিতেছি—বড় ভাল নহে।"

মন্ত্রী। "তবে এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য?"

কবিরাজ। "তটস্থ।"

অমনি রাজপুত সৈন্য "জয়! জয়! অজয় কি জয়।" শব্দে অদূরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

রাণা একটু ধীরে ধীরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন।

"আঃ এখন আমার বিজয় কোথায়? রণধীর—"

রাণার মুখে আর বাক্য নিঃসৃত হইল না, রাণা চুপ করিয়া রহিলেন, আবার ক্ষণ মধ্যে ভয়ঙ্কর মেঘ গর্জ্জনের সহিত—বজ্র পতনের ন্যায় "আল্লা আল্লা হো! আল্লা আল্লা হো!" শব্দে অজয়কে কম্পিত করিয়া তুলিল। রাণা উপাধানোপরি বদন লুক্কাইত করিলেন, আবার "জয় হিন্দু কি জয়।" গর্জ্জন রাণার শ্রুতি গোচর হইল, রাণা চক্ষু মিলিয়া চাহিলেন। কিন্তু আর, রাজপুত সৈন্যের—জয় জয় ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল না, কেবল যবনের গর্জ্জন—হৃদয়ভেদী—গগনভেদী যবনের গর্জ্জন, ভূতল, বৃক্ষ, অট্টালিকা ইত্যাদি স্থাবর, অস্থাবর যাবতীয় পদার্থকে কম্পিত করিতেছে। রাণা শয্যাগত, উঠিবার ক্ষমতা নাই! মৃত বিষধরের ন্যায়, পড়িয়া রহিলেন, আবার চক্ষু দুটি মুদিত করিয়া, ক্ষণকাল কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দ্রুত পদে এক জন দূত আসিয়া, মৃদুস্বরে করযোড়ে মন্ত্রীকে কহিল "সর্ব্বনাশ উপস্থিত, প্রায় পঞ্চবিংশতি সহস্র যবন সৈন্যের হস্তে রাজপুত সৈন্য—সমস্তই পরাজিত হইয়াছে—কতক যবনের অসিতে নিহত হইয়াছে—কতক যবন হস্তে বন্দী হইয়াছে।—যবন সৈন্য নগর লুণ্ঠন করিতেছে।"

রাণা একবার বিস্ফারিত লোচনে, দূতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, আবার চক্ষে এক বিন্দু জল আসিল, ধীরে ধীরে কহিলেন "বিজয়ের সঙ্গে আর দেখা হইল না,—আর বিজয়ের চন্দ্রানন দেখিতে পাইলাম না—মনের আশা পূর্ণ হইল না।—ওঃ আমার বিজ—"

ক্রমে ক্রমে মুসলমানের কোলাহল নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। হৈ হৈ রৈ রৈ, গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দ, গর্জ্জন হইতে লাগিল। রাণা বিকারগ্রস্থ রোগীর স্থায় শয্যা হইতে উঠিয়া, বসিলেন। সকলে ধরাধরি করিয়া, রাণাকে শয়ন করাইল। রাণা কহিলেন "যবনেরা পুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, যদি কেহ আমার বন্ধু থাক, যদি কেহ আমাকে একদিন ও ভাল বাসিয়া থাক, তবে আমার উপকার কর—শীঘ্র এই পুরীমধ্যে অগ্নি কুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া দাও; অজয়ের রাজপুরী শ্মশানে পরিণত হউক। এস, সমস্ত রাজপুত মিলিয়া, অগ্নিকুণ্ডে জীবন দান করি; নচেৎ, এখনি যবনের হস্তে বন্দী হইতে হইবে। শীঘ্র অগ্নি প্রজ্বলিত কর—মন্ত্রী শীঘ্র।—আমার উত্থান শক্তি রহিত—শীঘ্র—

মন্ত্রী, পুরী মধ্যেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিল। যবনসৈন্য গণ, পুরী লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়াছে। নিরস্ত্রা রাজপুত ললনা গণ, সকলেই রাণার গৃহে, ধর্ম্ম রক্ষার্থ উপনীত হইয়াছে। যবনগণ পদাঘাতে—অস্ত্রাঘাতে দুম দাম ক্রম-ক্রম শব্দে, দ্বার ভগ্ন করিতে লাগিল। মন্ত্রী অগ্নি কুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া, রাণার নিকট উপস্থিত হইল, রাজপুতগণ রাণাকে ধরিয়া, অগ্নিকুণ্ডের নিকট লইয়া গেল। অমনি আল্লার পুত্র আসাদ, নিকটবর্ত্তী হইয়া, কহিল "রাণা—অগ্নি কুণ্ডে ঝাঁপ দিওনা, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাকে বিনষ্ট করিব না।"

রাণা ধীরে ধীরে কহিলেন "কে রে আসাদ। তোর শ্যালক মহাতাপের পদে কি তুই অভিষিক্ত হইয়াছিস্? রাজপুতবীর—জীবনত্যাগ করিবে, তথাচ যবনের বন্দী হইবে না।"

রাণার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল, আর বাক্য নিঃসরণ হইল না। অমনি পশ্চাৎ হইতে এক জন সশস্ত্রা রাজপুত ললনা আসিয়া, তরবারি দ্বারা আসাদের মস্তকচ্ছেদ করিল। রাণা কহিলেন "কেও মাহষি! মৃত্যু কালে রাজপুত শত্রু বিনষ্ট করিলে—রাজপুত ললনার বীরত্বের পরিচয় দিলে—রাজপুতের গৌরব বৃদ্ধি করিলে—" রাণার মুখে আর বাক্য নাই—। মহিষী কহিলেন "মন্ত্রিন্! রাণার মৃত্যুর এখনও বিলম্ব আছে—সস্ত্রীক জীবন বিসর্জ্জন করিবেন, ক্ষণকাল উঁহাকে বিশ্রাম করাও—রাজপুত ললনার বাহুবল ক্ষীণ হইলে—রাণার মৃত্যু হইবে।" এই বলিয়া, লৌহ দ্বার উন্মোচন করিয়া দিলেন এবং মহিষী দ্বারের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। মুসলমান সৈন্যগণ সমস্ত বাটী লুণ্ঠন করিয়া, অবশেষে সেই লৌহ দ্বারের নিকট আসিয়া উপনীত হইল। অমনি আর একজন বিজলী নাম্নী যুবতী পরিচারিকা, তিনখানি শাণিত তরবারি লইয়া আসিল এবং একখানি তরবারি মহিষীর হস্তে দিল। মহিষীর দুই হস্তে দুই খানি তরবারি হইল এবং বিজলীর দুই হস্তেও দুই খানি তরবারি হইল। দুই জনে লৌহ দ্বারের দুই দিকে দণ্ডায়মান রহিলেন। লৌহ দ্বারটি সঙ্কীর্ণ, একবারে দুই জনের অধিক প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। একে একে যবন সৈন্য সেই দ্বার দিয়া, প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, আর তাঁহারা দুই জনে দুই হস্তে তরবারি দ্বারা তাহাদের মস্তকচ্ছেদ করিতে লাগিলেন। একটি দুইটি, কোন বার বা তিন চারিটি যবন বিনষ্ট হইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে প্রায় পঞ্চ শতাধিক যবন সৈন্য বিনষ্ট হইল।

সৈন্যগণের অধ্যক্ষ আসাদ বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং তাহাদিগকে কে উৎসাহ দিবে—কে সাহস দিবে? বহিঃস্থ সৈন্যগণ আর কোলাহল করিতেছে না, লৌহ দ্বার অতিক্রম করিয়া, যে সকল সৈন্য প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের ও কোন শব্দ নাই। বহিঃস্থ সৈন্য গণের মনে সন্দেহ জন্মিল, আর লৌহ দ্বার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল না। মহিষী ক্ষণকাল পরে, চীৎকার করিয়া কহিলেন "'দেখ্ রে যবন তস্কর! রাজপুত ললনার, বাহুবল দেখ্।" এই বলিয়া, সেই পঞ্চদশসহস্র সৈন্য মণ্ডলীর মধ্যে প্রবিষ্ট পূর্ব্বক দেবী ভৈরবীর ন্যায়, দুই হস্তে মুসলমান সৈন্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য বিজলীও মহিষীর সঙ্গিনী হইয়াছিল। ক্ষণ মধ্যে প্রায় সহস্র সৈন্য বিনষ্ট হইল। যবন সৈন্যগণের উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া পড়িল, তাহাদের হস্ত আর চলে না, আপনাপনি কাটাকাটি আরম্ভ করিল, অবশেষে প্রায় পঞ্চ সহস্র যবন সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া, বন্দী সৈন্যগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পলায়ন করিল। মহিষী চীৎকার করিয়া কহিলেন, ছিঃ দস্যুগণ! নারীর সঙ্গে রণে পৃষ্ঠ দিলি—তোদের জীবনে ধিক।"

রাণার প্রবল জ্বর হইয়াছে, নাড়ী অতি দ্রুত, কিন্তু ক্ষীণ, চিকিৎসক পূর্ব্বমত তাঁহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। রাণা শুনিলেন "যবন সৈন্য পরাজিত হইয়াছে—।" রাণার পীড়াও কঠিন; কিন্তু শুনিয়া মনে অনেক সাহস হইল—উৎসাহ হইল—আহ্লাদ হইল। মহিষী ও রাণার সেবা শুশ্রূষার জন্য সেই স্থানেই পরিচারিকা বিজলীকে লইয়া, অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব কালের বীরাঙ্গনাগণ জীবনের মায়া, না করিয়া সম্মুক্ষ

সহস্র সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে, ধর্ম্মরক্ষার্থে, মর্য্যাদা রক্ষার্থে তরবারি লইয়া, অনায়াসে প্রবিষ্ট হইত ; কিন্তু, এক্ষণকার বীরাঙ্গণাগণ, ঐ সকলের পরিবর্ত্তে, অনায়াসে সহস্র সহস্র পুরুষের সঙ্গে, উদ্যানে রঙ্গ রস করিয়া, সুরাপান করিয়া, তাহাদিগকে পদ-তলগত করিতে পারেন—এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য স্বামী বা গুরু জনকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে পারেন ; অনেকেরই প্রায়, এই চেষ্টা ও এই সদগুণটি আছে।

ভগ্ন সৈন্যগণ পলাইয়া, দিল্লীতে আলাউদ্দিনের নিকট উপনীত হইল। বাদসাহ যুদ্ধের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, সৈন্য-গণ প্রকৃত বিবরণ গোপন করিয়া কহিল "অজয়ে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র রাজপুত সৈন্যগণ সেনাপতিকে বিনষ্ট করিল। আমাদের সৈন্যগণ উৎসাহহীন হইয়া, আপনাআপনি কাটা কাটি করিয়া প্রায় বিংশতি সহস্র বিনষ্ট হইয়াছে। অজয়ে আর সৈন্য নাই, সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট করিয়াছি। মহাতাপ সিংহের সহিত যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া, রাণা পীড়িতাবস্থায় শয্যাগত। এই সময়ে, এক জন সেনাপতি অল্প সৈন্য লইয়া, অজয়ে প্রবিষ্ট হইলেই, রাজ-বাটী জয় করিতে পারিবে। আর অজয় রক্ষার্থে একটি রাজ-পুত সৈন্য নাই।"

আলা বহুক্ষণ পরে, আসাদের শোক কিয়ৎ পরিমাণে সম্বরণ করিয়া, স্বয়ংই—অজয়ের রাজপুরী দখল করিতে যাই-বার জন্য, উজীরকে সমস্ত উদ্যোগ করিতে আদেশ করিলেন। সম্রাট পুরী মধ্যে আসাদের মৃত্যু সংবাদ গেল, আবার সম্রাট পুরী শোকধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল।
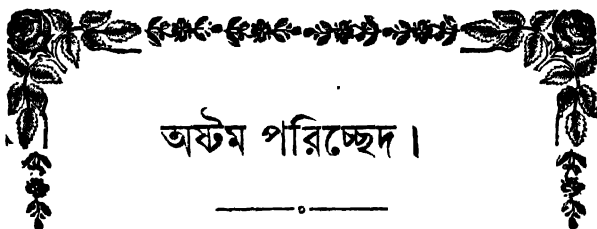
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"সাজিতাম ফুল-সাজে, হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাসি কৌতুকে।
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণ নাথে?"

মাইকেল।

আলাউদ্দিনের মন, বনশোভিনীর উপর একান্ত নিবিষ্ট হইয়াছে,। পুত্রশোক—,প্রাণাধিক পুত্র আসাদের শোক—বনশোভিনীকে মনে পড়িলেই—বনশোভিনীকে দেখিলেই ভুলিয়া যান। অজয়ের রাজপুরী অধিকার করিতে যাইবার জন্য, সমস্তই উদ্যোগ হইয়াছে—বেগমগণ ও বাদসাহের সমভিব্যাহারে যাইবে, তাই বনশোভিনীকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বনশোভিনীর বিশ্রাম ভবনে আগমন করিলেন। বনশোভিনী ও কামজাহান বসিয়া কথোপকথন করিতেছে, সহসা বাদসাহ আসিয়া কহিলেন" এই যে দুইটি ফুলই এক ডালে ফুটিয়া রহিয়াছে।" কামজাহান একটু হাসিয়া কহিল "দাদা মহাশয়! আমি ফুটিলে আপনার কি? যাহার জন্য ফুটিব তাহারই ভাল। আপনার জন্য যিনি ফুটিয়াছেন, তাঁহাকে আদর করুন্।" বাদসাহ কহিলেন "তুমি আমার হৃদয়ের কুসুম, হৃদয় খুলিলেই তোমাকে দিবানিশি দেখিতে পাইব।"

কামজাহান বদনে বস্ত্র দিয়া একটু হাস্য সহকারে কহিল, "তাবৈকি গা! আমি যে সূর্য্যমণি,—দিবার বটে—নিশির, কেউ নই। গোলাপকে হৃদয়—উদ্যানে যত্ন করে রোপণ করুন্ দিবা নিশি সৌগন্ধ পাবেন।" বৃদ্ধ বাদসাহ হাসিয়া কহিলেন "বটে বটে! আমি গোলাপের কাছেই আসিয়াছি।" এই বলিয়া, বনশোভিনীর দিকে চক্ষু ফিরাইয়া কহিলেন "সুন্দরি! আমি অজয় নগরে যাইতেছি—আমার সঙ্গে সমস্ত বেগমগণও যাইতেছে তুমি কি যাইবে?" বাদসাহকে দর্শনাবধি বনশোভিনীর মনে এক আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল,—আবার তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে ভাল বাসিত না; তবে বন্দিনী, কি করিবে? বিপদে পড়িয়া কথা কহিতে হয়। বনশোভিনী কহিল "জাঁহাপনা, আমিত এখন ও আপনার বেগম হই নাই।"

বাদসাহ উত্তর করিলেন "আমি মনে মনে তোমাকে বেগম করিয়াছি, এক্ষণে সকলে যাইতেছে, কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে থাকিলে, আমি সুখে যাইতে পারি।" বনশোভিনী মনে মনে বলিল "এক বারেই জন্মেরমত যাও।" সুলতান আবার কহিলেন "তবে, তুমি যাইবার উদ্যোগ কর।" বনশোভিনী কহিল "আমি যাইলে আমার ব্রত ভঙ্গ হইতে পারে—লোক জনের যত্ন আদব—শিব পূজা কি রূপে করিব?"

সুলতান "আমি তোমার ব্রতের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিব—সেখানে কোন ত্রুটি হইবে না।"

কামজাহান কহিল "দাদা মহাশয়! দুই বৎসর পূর্ণ হইতে আর অল্প দিন আছে; এত দিন সহ্য করিয়াছেন, আর কিছু

দিন সহ্য করিতে পারিবেন না? দুই হাত, এক হইলে, তখন যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাইবেন, যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবেন।” আলাউদ্দিন কামজাহনাকে বড় ভাল বাসিতেন, তাই কামজাহানের কথা এড়াইতে পারিলেন না। কামজাহানের একান্ত ইচ্ছা, বাদসাহ চলিয়া গেলে, নিরাপদে বনশোভিনীর সহিত, নিজ ভ্রাতা মীরজাহানের মিলন করিয়া দিবে তজ্জন্য স্থলতান যাহাতে বনশোভিনীকে না লইয়া যান, সেই বিষয়ে চেষ্টা করিতেছে। বাদসাহ কহিলেন “কামজাহান! তুমি না হয় স্থন্দরীর পরিবর্ত্তে চল।” কামজাহান হাসিয়া কহিল “দাদা মহাশয়! আমি আপনার দাসী, যেখানে লইয়া যাইবেন। সেই থানেই আপনার পদ সেবা করিব—কিন্তু দাদা মহাশয়। চুম্বনে কি উদরের ক্ষুধা নিবারণ হয়।” বাদসহ হাসিয়া ফেলিলেন, বনশোভিনীও একটু হাসিয়া, কামজাহানকে চুপি চুপি কহিল “অনেক সময় চুম্বনেও ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হয়।” কামজাহান স্থলতানের পৌত্রী এবং অন্য সম্বন্ধে, অবশ্যই দূর সম্পর্কে স্ত্রীর পিসতুতা ভগ্নী অর্থাৎ শ্যালিকা, এই জন্যই তিনি মধ্যে মধ্যে কামজাহানের সহিত কৌতুক করিতেন। বাদসাহ কহিল “তবে এই স্থন্দরীকে দেখিও, তোমার উপর ভার, “আবার বনশোভিনীকে কহিলেন “স্থন্দরী, কোন চিন্তা করিও না আমি শীঘ্র আসিব। এই রাজ পুরীর সমস্ত ভার তোমার উপর রহিল—তোমার আজ্ঞামত রাজ্যের সমস্ত কার্য্য হইবে। আমি কর্ম্মচারিগণকে বলিয়া দিতেছি। আমি তবে চলিলাম।” এই বলিয়া বাদসাহ প্রস্থান করিলেন। বেলা অপরাহ্নে মলয় মারুত যমুনাসলিল সম্পৃক্ত হইয়া, মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে।

কামজাহান ও বনশোভিনী যমুনার রঙ্গক্রীড়াঅবলোকন করি-তেছে। কামজাহান কহিল "ঠাকুরুণ্! আর ভয় কি, সুলতান চলিয়া গেলে তুমি সুখে কালযাপন করিবে, এখনই আমার ভ্রাতা তোমার নিকট আসিবে। আমি বলিয়া আসিয়াছি। বিজয়—রাজ কুমার;—তাহার আশা ছাড়িয়া দাও, সে কি আর জীবন প্রাপ্ত হইবে? আর জীবন প্রাপ্ত হইলেও কি তোমাকে লইবে—রাজপুতেরা আমাদের শত্রু, তাহারা আমাদিগকে ঘৃণা করে।"

বনশোভিনী ভাবিল "রাজ কুমার আমার আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন--তিনি রাজ কুমার, আমি দুঃখিনী অভাগিনী, তিনি মনে করিলে, সহস্র সহস্র সুন্দরী পাইবেন, কিন্তু আমি এজীবন পরিত্যাগ করিব, তথাপি তাঁহার আশা পরিত্যাগ করিতে পারি না।"

যমুনা কুলেকে গাহিতেছে।

"* রতি সুখসারে গতমভিসারে মদন মনোহর বেশং।
নকুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বমনুর মং হৃদয়ে শং।
ধীরে-সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বন মালী॥
নাম সমেতং কৃত সঙ্কেতং বাদয়তে মৃদুবেণুং।
বহু মনুতে নমুতে তনু সঙ্গত পবনচলিতমপিরেণুং॥"

বনশোভিনী যমুনা কুলে চাহিয়া দেখিল, একটি যোগী যুবক। বনশোভিনী চিনিতে পারিল। যোগী যুবক আবার গাহিল;—

* গুঞ্জরী। একতালা।

"পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত ভবদুপয়ানাং।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং॥
মুখর মধীরং ত্যজমঞ্জীরং রিপুসিব কেলিষু লোলং।
চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলয় নীল নিচোলং॥"

বনশোভিনী কহিল "দিদি! অতি সুমধুর স্বর! দিদি উহাকে ডাকিয়া আন।" যোগী যুবক আবার গাহিল,—

"উরসি মুরারে রুপহিত হারে ঘনইব তরল বলাকে।
তড়ি দিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি সুকৃত বিপাকে॥
বিগলিত বসনং পরিহৃত রসনং ঘটয়জঘনমপি ধানং।
কিসলয় শয়নে পঙ্কজ নয়নে নিধি মিব হর্ষ নিধানং॥"

কামজাহানের ও গীত টি বড় মিষ্ট লাগিল। কামজাহান তাড়াতাড়ি গায়ককে ডাকিতে গেল। গায়ক আবার গাহিল;—

"হরি রভিমানী রজনিরিদানী মিরমপিযাতি বিরামং।
কুরুমন বচনং সত্বরং সত্বর রচনং পুরয় মধু রিপু কামং॥
শ্রীজয়দেবে কৃত হরি সেবে ভভণতি পরম রমনীয়ং।
প্রমুদিত হৃদয়ং হরি মতি সদয়ং নমত সুকৃত কমনীয়ং॥"

বনশোভিনী মনে মনে বলিল "আমার মতি হরিপাদ পদ্মে আর কেমন করিয়া যাইবে;—মতি যাইলেই বা হরি স্থান দিবেন কেন?" অমনি একটি সুন্দর যবন যুবক সেই স্থানে আসিয়া কহিল; "আমি আসিয়াছি।"

বনশোভিনী একটু হাসিয়া কহিল "আসিয়াছ বেশ করিয়াছ?"

আগন্তুক যবন "আমাকে তুমি কি কখন দেখিয়াছ?"

বনশোভিনী "না।"

আগন্তুক "আমার নাম মিরজাহান।"

বনশোভিনী দেখিল, মীরজাহানের অপরূপ সুন্দর মূর্ত্তি। বনশোভিনীর হৃদয়ে বিজয় জাগিয়া উঠিল। বনশোভিনীর বদন রক্তিম মূর্ত্তি ধারণ করিল। বনশোভিনী বদনটী অবনত করিয়া কহিল "তুমি এখানে কি জন্য আসিয়াছ?"

"কামজাহান আসিতে বলিয়াছিল—তোমাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছি।" বনশোভিনী গম্ভীর ভাবে কহিল, "আমাকে না কামজাহানকে?"

"তোমাকে।"

"তোমার মিথ্যা কথা, আমি বুঝিয়াছি—তুমি কাম-জাহানকে বিবাহ করিতে আসিয়াছ।"

মীরজাহান চুপ করিয়া রহিল। মীরজাহানের রূপটী বড় সুন্দর, কিন্তু, বিজয়ের অনুরূপ নহে। বিজয়ের রূপটী কমনীয়—মধুরতাময়, মীরজাহানের রূপটী যেন, কেমন কেমন সণ্ডামার্ক গোছের—খস্ খসে—কড়্ কড়ে্। বিজয়ের কথা গুলি সুধামাখা, আর মীরজাহানের কথাগুলি যেন, লোহার গুঁড়া। বনশোভিনী আড়্ নয়নে, যত মীরজাহানকে দেখিতে লাগিল,—ততই বিজয়ের রূপটী বনশোভিনীর হৃদয়ে খেলিতে লাগিল।

বনশোভিনী কহিল, "তুমি ঐ আসনে উপবেশন কর, এখনি কামজাহান আসিবে।"

"না, আর বসিব না, যাই।"

"আবার কখন্ আসিবে?"

"তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর, তাহা হইলে আসিব, নচেৎ আর আসিব না।"

বনশোভিনীর বদন শুষ্ক হইল। যবনের কি ভয়ানক স্পর্দ্ধা। বনশোভিনীর এক্ষণে সাহস হইয়াছে, দুইটা কথা বলিয়া—রমণী সুলভের ন্যায় দুইটা মিষ্ট কথা বলিয়া, পুরুষগণকে ছলে ভুলাইতে একটু শিখিয়াছে। সে শিক্ষাটী কামজাহানের নিকটই হইয়াছে। বনশোভিনী কহিল, "তুমি প্রত্যহ আমার নিকট আসিও, সে কথা পরে বলিব।"

"আচ্ছা, আমি প্রত্যহ আসিব; কিন্তু আমাকে বিবাহ না করিলে ছাড়িব না।" এই বলিয়া মীরজাহান চলিয়া গেল।
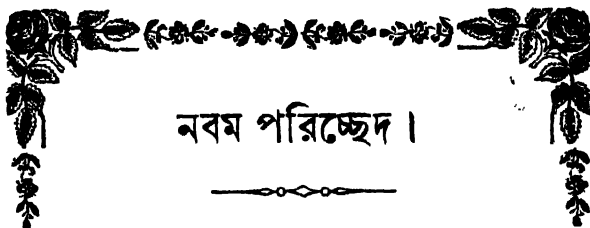
নবম পরিচ্ছেদ।

" আহা মরি, কে জানেরে,—
প্রস্তর রতন—বহু মূল্য ধন,
ভস্মাবৃত বহ্নি—জ্যোতির্ম্ময়,
কণ্টক তরুতে ফুটে সুগন্ধী গোলাপ।"

কবিশশী।

কামজাহান যোগী যুবককে সমভিব্যহারে লইয়া উপনীত হইল। বনশোভিনী চিনিল—বনবিহার।—বনবিহারকে পরিচয় দিতে নিষেধ করিল।

কামজাহান বনবিহারকে কহিল, " গায়ক ঠাকুর! আপনি একখানি গান করুন, আপনার অতি সুমধুর স্বর।

বনবিহার গাহিল ;—

* বহতি মলয় সমীরে মদন মুপ নিধায়।
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহি হৃদয় দলনায় ॥
সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী।
দহতি শিশিরময়ুখে মরণমনুকরোতি।
পততি মদন বিশেখে বিলপতি বিকলিত রোহতি ॥

---

* দেশবরাড়ী। রূপক।

ধ্বনতি মধুপসমূহে শ্রবণমপি দ ধাতি।
মনসি বলিত বিরহে নিশিরুজমুপযাতি॥
বসতি বিপিন-বিতানে ত্যজতি ললিত ধাম।
লুঠতি ধরণী-শয়নে বহু বিলপিত তব নাম॥
ভণতি কবি জয়দেবে বিরহ বিলসিতেন।
মনসি ভরস বিভবে হরিরুদয়তু স্বকৃতেন॥

গীত সমাপ্ত হইল। বনশোভিনী কহিল, "গায়ক ঠাকুর! আজ এই স্থানে অবস্থান করুন।"

বনবিহার কহিল, "আমাকে পাঁচ বাড়ী বেড়াইতে হইবে। তা, আপনারা বড় লোক, পাঁচ বাড়ীর কাজ এক বাড়ীতেই হইবে—কিন্তু—।"

কামজাহান হাসিয়া কহিল, "কিন্তু আবার কি? এখন এ বাড়ীটীতে নির্ভয়ে যা ইচ্ছা কর—কোন ভয় নাই। সুলতান অজয় নগরে গিযাছেন।

এই বলিয়া বনশোভিনীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "এক্ষণে ইনিই দিল্লীর—সুলতান।"

বনশোভিনী হাসিয়া কামজাহানকে কহিল, "আমি সুলতান, আর তুমি বুঝি আমার বেগম?" কামজাহান হাসিয়া ফেলিল। গায়কও গোপনে একটু হাসিয়া লইল।

বনবিহার রাজপুত যুবকগণকে বন্দী দেখিয়া আসিয়াছে, মন বড় চঞ্চল—তাড়াতাড়ি ফিরিয়া যাইবে। এদিকে কথায় কথায় রাত্রি অধিক হইল। অগত্যা বনবিহারকে থাকিতে হইল।

বনশোভিনী গায়ক ঠাকুরকে আহার করাইয়া, কক্ষান্তরে শয়ন করাইল এবং নিজ কক্ষে আপনি শয়ন করিল। কামজাহানও পুরী হইতে আহারাদি করিয়া ফিরিয়া আসিল এবং বনশোভিনীর কক্ষে শয্যান্তরে শয়ন করিল।

কামজাহান নিদ্রা গেল। বনশোভিনীর চক্ষে নিদ্রা নাই। বনবিহার আসিয়াছে—বিজয়ের কিছুই সংবাদ লওয়া হয় নাই। রণধীর ও বীরবল বিজয়কে জীবিত করিয়াছে কি না, জানিবার জন্য বনশোভিনী আকুলা হইয়া রহিয়াছে। কামজাহানের নিকট কোন কথা কহিতে সাহস হইতেছে না। একবার বিজয়কে জীবিত করিতে যাইবার সময়, কামজাহান বাধা দিয়াছে; বনশোভিনীর হৃদয়ে তাই, বড় বাজিয়াছে। সেই অবধি মর্ম্মাহতা হইয়া আর কোন কথা কামজাহানকে খুলিয়া বলে না।

বনশোভিনী উঠিল এবং প্রজ্জ্বলিত প্রদীপটী বাম হস্তে লইয়া, বনবিহারের কক্ষে যাইবার নিমিত্ত বাহির হইল। অমনি কে আসিয়া, বনশোভিনীর দক্ষিণ হস্তটী ধারণ করিল।

বনশোভিনী সচকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে ও?" আগন্তুক। "আমি মীরজাহান।"

"মীরজাহান! আমাকে ছাড়িয়া দাও!"

"কেন ছাড়িব? এইবার একা পাইয়াছি--আর ছাড়িব না।"

"ছিঃ মীরজাহান! আমি স্ত্রীলোক, আমার হাত কি

ধরিতে আছে? কামজাহানকে আমি দিদি বলি, সেই সম্পর্কে তুমি যে আমার ভাই।"

"আমি তোমার 'ছিঃ—ভাই।"

বনশোভিনী টানাটানি করিতে লাগিল। কোন মতে হস্ত ছাড়াইতে না পারিয়া, অবশেষে—প্রজ্জ্বলিত দীপটি, মীরজাহানের হস্তে ফেলিয়া দিল। মীরজাহানও হস্তটী ছাড়িয়া দিল। বনশোভিনী দৌড়িয়া, বনবিহারের কক্ষে প্রবেশ-পূর্ব্বক দ্বাররুদ্ধ করিল। মীরজাহান হতাশ্বাস হইয়া, কামজাহানকে জাগ্রত করিল। বনশোভিনীর পুরীতে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। কামজাহান গোপনে মীরজাহানকে আনিয়া, লুক্কায়িত রাখিয়াছিল।

"বনশোভিনী আমার হাত ছাড়াইয়া, সেই সন্ন্যাসী ব্যাটার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে।" কামজাহান এই কথা শুনিয়া, আরক্তলোচনে কহিল, "বটে! এতদূর স্পর্দ্ধা! ভাল, রাত্রে আর কোন গোলোযোগে কাজ নাই—প্রভাতে বুঝিব।" এই বলিয়া কামজাহান, গায়ক যে গৃহে ছিল, সেই গৃহে শৃঙ্খলটী লাগাইয়া, চাবিবদ্ধ করিল।

বনবিহারের শয্যাপার্শ্বে আলোক জ্বলিতেছে। তৎ-পার্শ্বে, গৈরিক নামাবলী—গৈরিক-বসন এবং ত্রিশূলটী পতিত রহিয়াছে। শয্যোপরি একটী অপরূপ রমণী-মূর্ত্তি। রংটী ফাটিয়া পড়িতেছে—ওষ্ঠ দুইটী রক্তিমবর্ণে বিভূষিত, সুচারু সুমেরু শৃঙ্গবৎ পয়োধর যুগল—যৌবনের গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত করিতেছে। রূপসী নিদ্রিতা, আকর্ণ নয়নযুগল মুদ্রিত, চন্দ্রাননে একটী হাস্য-রেখা পতিত হইয়াছে। বন-

শোভিনী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সুন্দরীকে নিরীক্ষণ করিল,—কিন্তু, চিনিতে পারিল না। বনবিহার কোথায়? এই যুবতীই কি বনবিহার? বনশোভিনী আলোকটী লইয়া, সুন্দরীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যুবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল,—চাহিয়া দেখিল,—সম্মুখে বনশোভিনী। অমনি অপ্রস্তুত হইয়া, গৈরিকবসন গ্রহণপূর্ব্বক অঙ্গাচ্ছাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। বনশোভিনী, যুবতীর হস্ত ধরিয়া কহিল, "এ কি? বনবিহার—এ কি বেশ?"

যুবতী একটু হাসিয়া কহিল, "জানত! পোড়া স্ত্রীজাতির পদে পদে বিপদ! দেখ তুমি কত কষ্ট পাইতেছ। কুটিলতাময় সংসারে, কত কুলোক আছে—কত বিপদ আছে। আমি অভাগিনী পিতৃ-মাতৃহীনা; কি জানি, কখন কোন কুচক্রীর চক্রে পাছে পতিত হই, সেই ভয়ে সন্ন্যাসিনী হইয়া, বনে বনে বেড়াইতেছি।"

"তোমাকে তবে, 'বনবিহার' বলিব না। তুমি আমার বনবিহারিণী।"

"এখন কোন কথা প্রকাশ করিও না। সময় হইলে,—জগদীশ্বর সময় দিলে—যাহা ইচ্ছা বলিও।"

"আর, যাহা ইচ্ছা করিব?"

যুবতী হাসিয়া কহিল, "করিও। দেখ, একটী কথা তোমাকে বলিতে ভুলিয়াছি; তোমাদিগকে কুটীরে রাখিয়া, আমি অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, অমনি অগ্নি-পূজকের হস্তে পতিত হইলাম।"

"বল কি? কেমন করিয়া রক্ষা পাইলে?"

"পর দিবস, যখন আমাকে আহুতি দিতে লইয়া গেল,—সেই সময় আমাকে স্ত্রীলোক দেখিয়া, ছাড়িয়া দিল।—তাহারা নারী-হত্যা করে না, নরহত্যা করে। আরও তাহারা আমাকে প্রণাম করিয়া কহিল, 'মা সতী! তুমিই যথার্থ সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করিবে।"

বনশোভিনী, যুবতীকে 'বনবিহার' বলিয়া ডাকিবে, কাজেই, আমরাও এক্ষণে কিছুদিন 'বনবিহার' বলিয়া ডাকিব। কেহ মনে করিবেন না যে, ব্যাকরণ ভুলিয়াছি।

বিজয় সিংহ জীবিত হইয়াছে, একথা বনশোভিনী শুনিল, বনবিহারের সহিত নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল; কিন্তু, রাজপুত্রেরা যে অগ্নি-পূজকগণের হস্তে পতিত হইয়াছে, বনবিহার সে কথা প্রকাশ করিল না।

ক্ষণকাল পরে, বনবিহার উঠিল এবং "চলিলাম, আবার আসিব।" বলিয়া, যেমন, ভিতরের অর্গলটী ধরিয়া টানিল, দেখিল দ্বার রুদ্ধ। বনশোভিনী হাসিয়া কহিল, "একজন যবন, আমাদিগকে বন্ধ করিয়াছে।" উভয়ে আবার শয়ন করিল, এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই নিদ্রা গেল।

প্রভাত হইল, কামজাহান প্রহরীগণকে ডাকিল; সন্ন্যাসী ব্যাটাকে প্রহার করিবে,—বনশোভিনীর কু-চরিত্র সকলকে দেখাইবে। প্রহরীগণ দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

কামজাহানের হৃদয়ে ঘোর ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। বনশোভিনীর সহিত মীরজাহানের মিলন করিয়া

দিবে, ইহা কামজাহানের একান্ত ইচ্ছা। বনশোভিনী মীরজাহানকে ভাল বাসে না,—মীরজাহানকে দেখিতে পারে না; মীরজাহানের হাত ছাড়াইয়া—সন্ন্যাসী ব্যাটার নিকট বনশোভিনী গিয়াছে। কামজাহান মীরজাহানকে গোপনে আনিয়াছিল—এবং গোপনেই রাখিয়া আসিয়াছিল। সমস্ত রজনী ক্রোধানলে জ্বলিয়া, কামজাহান একটীবারও চক্ষু মুদ্রিত করে নাই। বনশোভিনীর এই ব্যবহারের প্রতিফল না দিতে পারিলে, কামজাহানের হৃদয় শীতল হইতেছে না।

কামজাহান মীরজাহানকে বড় ভাল বাসিত। ভ্রাতার প্রতি ভগ্নীর টান চিরপ্রথা। তাই, কামজাহান মধ্যে মধ্যে বলিত;—

"যার একটী খসম্—একটী ভাই,—
তার মত অভাগী নাই—
সে অভাগীর মুখে ছাই।"

সেইরূপ আমাদের হিন্দু-রমণীরাও বলিয়া থাকেন

"এক ব্যাটা আবার ব্যাটা—
এক টাকা আবার টাকা।"

কামজাহান গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, দেখিল; দুইটী সুন্দরী উভয়ে উভয়ের গলদেশ জড়াইয়া নিদ্রাভিভূতা। কামজাহান দেখিয়া, আহ্লাদিতান্তঃকরণে সৈন্যগণকে কহিল, "যাও!—তোমরা ফিরিয়া যাও! যাহার নিকট বেগম সাহেব শয়ন করিয়া আছেন, উনি সন্ন্যাসী নহেন—সন্ন্যাসিনী।" এই বলিয়া সৈন্যগণকে বিদায় করিয়া দিল,

সৈন্যগণ চলিয়া গেলে পর কামজাহান যুবতীদ্বয়কে জাগ্রতা করিল। কামজাহান কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া, বনবিহারের বেশ সম্বন্ধে যাবতীয় কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল এবং তিন জনেই হাসিতে লাগিল। বনবিহার আর থাকিতে পারিল না। চলিয়া গেল।
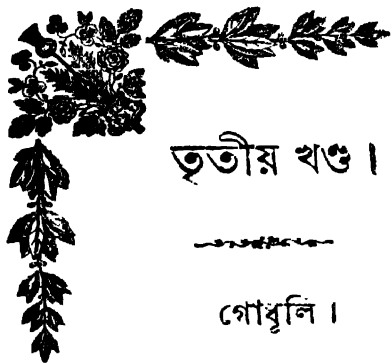
তৃতীয় খণ্ড।

গোধূলি।

মিলন।
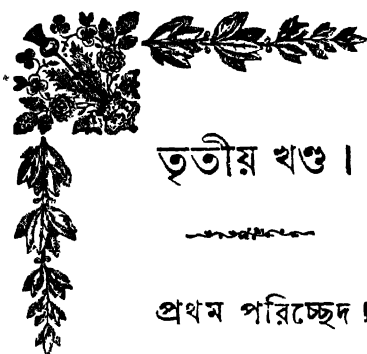
তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গোধূলি—মিলন।

"অনিত্য সংসার।
আজি যে, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী,
নিয়তির বশে, কালি সে পথের ভিখারী।"

কবিশশী।

সংসারের নানা চক্র। কখন্ কে কোন্ চক্র করিয়া বসিয়া আছে,--কখন্ কে কোন্ চক্রে পতিত হইবে,—কখন্ কে কোন্ চক্র ভেদ করিবে, তাহা বলা যায় না। পুত্রলাভ হইল,—প্রণয়িনী পতিপ্রেমে মজিল,—ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি হইল—দাস-দাসী পদসেবা করিতে লাগিল,—আবার সুখের নিশি প্রভাত হইল,—পুত্রশোকে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল,—সেই প্রণয়িনী পর-প্রেমে নয়ন নিক্ষেপ করিল,—সংসার ভাসিল,—অতুল ঐশ্বর্য্য চলিয়া গেল,—চাঁদের কিরণ ঘনাচ্ছাদিত হইল, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া উদর-পূর্ত্তি করিতে

হইল। আমি কাঁদিলাম,—তুমি হাসিলে,—আবার তোমার চক্ষের জল মুছাইতে কেহই আসিল না। কাহাকে বলিব, সকলেরই এই দশা—সকলেরই এই গতি। এইরূপেই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। যে বিজয় একদিন রাজোচিত সেবাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, সেই বিজয় অন্য দিন বন্যফলে উদর তৃপ্ত করিয়াছেন, তৃণ-শয়নে যামিনী যাপন করিয়াছেন, আবার অগ্নি পূজকগণের হস্তে জীবন দিতে বসিয়াছেন।

সুবিস্তৃত অগ্নিরাশি ধূ ধূ করিয়া গগনমার্গে উড্ডীন হইতেছে। অগ্নিপূজকগণ উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সর্ব্বভুক্ ও স্বাহার পূজা করিতেছে। সেই স্থান যেন এক ভয়ঙ্কর বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সেই ভীষণ দৃশ্য নয়নগোচর করিয়া হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। রাজপুত্র যুবকত্রয় নীরবে বন্ধনাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। বদনে বিষাদের চিহ্ন,—নয়নে অশ্রুরেখা,—ক্ষণে ক্ষণে ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতেছে,—ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হইতেছে। অগ্নিপূজকগণ পূজা সমাপনান্তে যুবকত্রয়ের বন্ধন মোচন পূর্ব্বক ললাটে সিন্দূর ও রক্তচন্দন লেপন করিয়া দিল এবং অনলের নিকটে একে একে খড়্গাঘাতে তিনজনের মুণ্ডচ্ছেদ পূর্ব্বক মুণ্ডগুলি মন্ত্রোচ্চারণ করতঃ আহুতি প্রদান করিল। অগ্নিপূজকগণের কার্য্য সমাধা হইল; যুবকত্রয়ের মস্তকহীন দেহতিনটি স্থানান্তরে নিক্ষেপ করিল এবং সেই নরশোণিত স্ব স্ব গাত্রে লেপন করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। জ্যোৎস্নালোকে বনস্থলীর চতুর্দ্দিক দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই সময়ে বন-

বিহার ধীরপদবিক্ষেপে অগ্নিপূজকগণের গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, অগ্নিপূজকগণ নিদ্রায় অভিভূত। বনবিহার সেই রাজপুতগণের শিরশূন্য কলেবরের সন্নিকটে উপস্থিত হইল। সেইস্থানে অতীব দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে।—কোন স্থানে স্তূপাকৃতি অস্থিরাশি,—কোন স্থানে গলিত দেহপুঞ্জ,—কোন স্থানে অর্দ্ধগলিত দেহরাশি পতিত রহিয়াছে। বনবিহার নাসিকা ও বদন বস্ত্রাবৃত করিয়া সেই পত্রত্রয় ক্রমে ক্রমে অস্থিতে ও দেহেতে স্পর্শ করাইল; দেখিতে দেখিতে সহস্র সহস্র নরদেহ জীবন প্রাপ্ত হইল। বিজয় কহিল, "বনবিহার! ক্ষমা করিও, আমি অগ্রে ভাবিয়াছিলাম, তুমিই আমাদিগকে মৃত্যুগ্রাসে নিক্ষেপ করিলে—; কিন্তু এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি মায়াময়-দেবকুমার।"

বনবিহার কহিল, "আসুন, আর বিলম্ব করিবেন না, দুরাত্মা অগ্নিপূজকগণ নিদ্রিত রহিয়াছে। এই সময়ে তাহাদিগকে বন্ধন করা কর্ত্তব্য।"

সহস্র সহস্র ব্যক্তি নিঃশব্দে অগ্নিপূজকগণের গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বন্ধন করিল। অগ্নিপূজকগণ বিস্ময়াম্বিত ও ভয়বিহ্বল হইয়া, ভাবিতে লাগিল, যাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছি, তাহারা কিরূপে পুনর্জ্জীবিত হইল? কে ইহাদিগের জীবন দান করিল? সম্মুখে বনবিহারকে দেখিয়া ভাবিল, "ইনি দেবী, আমাদের পাপের দণ্ড দিবার জন্যই এই ছলনা করিয়াছেন।" ক্ষণপরে কহিল, "আমাদের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

ক্রমে ক্রমে যামিনী বিগতা হইল। পরস্পর

সকলেই পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। সকলেই রাজপুত। জনৈক রাজপুত রণবীরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক রোদন করিতে আরম্ভ করিল। রণবীরও সেই রাজপুতের চরণরেণু মস্তকে ধারণ করিল। বিজয় সেই রাজপুতের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। রাজপুত কহিলেন "মহাশয়! আমার নাম অমর সিংহ,—আমি রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র এবং এই রণবীরের পিতা।"

বিজয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "শুনিয়াছিলাম, অমরসিংহ যবনের দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।"

অমরসিংহ কহিলেন, "সে মিথ্যা কথা! রাজপুত-হৃদযে বিন্দুমাত্র শোণিত বর্ত্তমানে কখনই যবনের দাসত্ব স্বীকার করিবে না। আমি আলাউদ্দীনের হস্তে বন্দী হইবার ভয়ে গোপনে বনবাস আশ্রয় করিয়াছি। শুনিয়াছি, আমার জনৈক সৈন্যকে অমরসিংহ বিবেচনায় আলাউদ্দীন বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।" অমরসিংহের বাক্যে রাজপুত হৃদয়ে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইল।

রণবীর ও বীরবল পথ চিনিয়াছিল। সকলেই আগরায় আসিয়া উপনীত হইল। বনবিহার, রণবীরের, বীরবলের এবং বিজয়ের পত্র তিনটি দিয়া দিল্লী অভিমুখে গমন করিল এবং রাজপুত অজয়নগরে গমন করিলেন।

আলাউদ্দীন অজয়নগরে উপনীত হইয়া বিষম উৎপাত আরম্ভ করিয়াছেন। লুঠ করিতেছেন,—যুদ্ধ করিতেছেন, কাটাকাটি করিতেছেন। রাজপুত-সৈন্যের সেনাপতি নাই। রাণা সমরেন্দ্র সিংহ এখনও পীড়িত,—উত্থানশক্তি

হীন,—শয্যাগত। রাজপুত-সৈন্য আপনাপনি বিবাদ আরম্ভ করিয়াছে। কে সেনাপতি হইবে, তাহার মীমাংসা হইতেছে না। আলাউদ্দীনও বেশ সুযোগ পাইয়াছেন, ভগ্ন সৈন্য-মুখে শুনিয়াছিলেন, রাজপুত-সৈন্য আর একটীও নাই, সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে। সেইজন্যই বেগমগণ সমভিব্যাহারে অজয়ের রাজপুরী অধিকার করিতে আসিয়াছেন। রাজ-পুত-সৈন্যগণ আপনাপনি বিবাদোন্মত্ত আলাউদ্দীনের অত্যাচার নিবারণে যত্নবান্ হইতেছে না। আলাউদ্দীন অজয়-প্রান্তরে শিবির স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং একদল সৈন্য লইয়া রাজপুরী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, দ্রুম্ দাম শব্দে দ্বার ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিল। রাজপুরী-মধ্যে মহা গোল-মাল, যবনের হুহুঙ্কার গর্জ্জনে অজয়নগর কম্পিত হইতেছে। সহসা একদল রাজপুত-সৈন্য "জয় জয় মার মার" শব্দে যবনগণকে আক্রমণ করিয়া রাজপুরী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল; রাজপুরী-মধ্যেই মহাসংগ্রাম বাধিয়া উঠিল, সমস্ত যবনসৈন্য বিনষ্ট হইল। আলাউদ্দীনের শিরও ধূলি-লুণ্ঠিত হইল। অমনি রাজপুতগণ "জয় জয় অজয় কি জয়" শব্দে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। এতক্ষণে রাজপুত সৈন্যগণ দুর্গমধ্যে থাকিয়া সাহস পাইল। তাহারা "জয় অজয় কি জয়" শব্দ শ্রবণ করিয়া দ্রুতপদে রাজপুরী-মধ্যে সশস্ত্রে উপনীত হইল এবং দেখিল, স্বয়ং রাজকুমার বিজয় সিংহ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন,—

"জয় অজয় কি জয়।"

অমনি সকলে একস্বরে চীৎকার করিয়া কহিল,—

"জয় অজয় কি জয়! জয় হিন্দু কি জয়! জয় রাণা সমরেন্দ্র সিংহ কি জয়!"

রণবীর নিজপদে পুনরভিষিক্ত হইয়া সৈন্যগণ সমভি-ব্যাহারে দুর্গমধ্যে চলিয়া গেল। বিজসিংহ রাজপুত-গণের অবস্থানার্থ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং মৃত যবনগণকে সমর-প্রান্তরে নিক্ষেপার্থ আদেশ করিয়া, পিতৃমাতৃ দর্শনার্থ গমন করিলেন।

সমর-প্রান্তরে যবনগণের মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হইল। বলা বাহুল্য, সেই সঙ্গে দিল্লীশ্বর সুলতান আলাউদ্দীনের দেহও ফেলিযা দেওয়া হইয়াছে। সুলতানের মস্তকে যে মণিময় মুকুট শোভা করিত, সেই মুকুট আজি ধূলি-বিলুণ্ঠিত; রত্নাভরণ, জড়োয়া হীরা-মুক্তামণ্ডিত পরিচ্ছদ আজি ধূলা-ধূষরিত। শত শত রাজপুতবীর যাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিযাছিল,—শত শত দাস-দাসী যাঁহার নিয়ত পরিচর্য্যা করিত,—কত শত চাটুকার যাঁহার নিয়ত তোষামোদ করিত, লক্ষ লক্ষ জন যাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইত, অপ্সরা-বিনিন্দিত যুবতীগণ যাঁহাকে সর্ব্বদা চামর ব্যজন করিত, শত শত সুন্দরী যাঁহার প্রেম-লালসায় হৃদয়কে দগ্ধ করিয়াছে,—গোলাপ-কুসুম-বিনিন্দিত দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যাতেও যাঁহার সুখে নিদ্রা হইত না, চন্দন কুসুমাদি মনো-হর সৌগন্ধে যাঁহার আপাদমস্তক আমোদিত করিত, আহা! সেই দিল্লীশ্বর সুলতান আলাউদ্দীনের মৃতদেহ আজি সমরপ্রান্তরে পূতিগন্ধময় কণ্টক-তৃণাবৃত কঠিন মৃত্তিকার উপর গড়াগড়ি যাইতেছে! এখন আর কেহই নাই! এখন

আর সেই সৈন্যমণ্ডলী নাই, এখন আর সেই ভীমপ্রতাপ নাই,—এখন আর ঘোর অহঙ্কার নাই,—মায়া নাই,—দুরন্ত রিপুর তাড়না নাই,—ভয় নাই,—সাহস নাই,—সুখ নাই,—দুঃখ নাই। সে শ্রী নাই—আজি শুখাইয়া গিয়াছে। কই, অতুল ঐশ্বর্য্যও ত সঙ্গে গেল না?—প্রণয়িনী বেগমগণও ত সঙ্গে গেল না? দিল্লীর বাদশাহ এই সমস্ত ছাড়িয়া—কত যত্নের, কত আদরের মনোহর আসবাব ছাড়িয়া ইহ জন্মের মত ধরণী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! হায়! সঙ্গের সঙ্গী কেহই হইল না! হায়! যে সমস্ত সৈন্যগণ বিনষ্ট হইয়াছে,—তাহাদের পত্নীগণ হয় ত, ভাবিতেছে, "নাথ আমার রণজয়ী হইয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করতঃ আমার প্রাণ শীতল করিবেন। আমি অভাগিনী! নাথ আমার ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া কহিব, নাথ! এত বিলম্ব কেন? আমি যে এক তিল আপনার বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না।" আহা! কোথায় তাহার সেই প্রাণেশ্বর! তাহার সে প্রাণপতি জন্মের মত ছাড়িয়া গিয়াছে! তাহার মনের আশা আজীবন মনে আবদ্ধ রাখিতে হইবে। তাহার যে পতি-সুখ—পতি সোহাগ—পতির সুমধুর 'প্রাণেশ্বরী' শব্দ জন্মের মত ফুরাইয়া গিয়াছে! আশার সংসার! লোকে আশার ছলনে,—কত অত্যাচার,—কত পাপাচার—পাপপুণ্য বিচার না করিয়া মায়াবশে কতই অধর্ম্ম করিতেছে; কিন্তু একবার ভাবিতেছে না যে, শেষের দিনে, সকলেরই এই দশা!

তাহারা সমরের ঘোর কোলাহল শ্রবণমাত্র পলায়ন করিয়াছিল। বাদশাহের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া, দিল্লীনগরে উপস্থিত হইলে পাছে কোন বিপদ ঘটে, সেই ভয়ে তাহারা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের গৃহে পলায়ন পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিল। বিজয় স্থির ভাবিয়াছিলেন, বনশোভিনী নিশ্চয়ই যবনী হইয়া বাদশাহের সমভিব্যাহারে অজয়ে আসিয়াছিল। বিজয়ের ইচ্ছা, আর একবার বনশোভিনীকে শেষ দেখা দেখেন, কিন্তু বেগমগণ পলায়ন করিয়াছে, বোধ হয়, সেই সঙ্গে বনশোভিনী ছিল সেও পলায়ন করিয়াছে। যাহা হউক, বিজয়ের মনে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়াছে; বনশোভিনী যবনী হইয়াছে ভাবিয়া যদিও বনশোভিনীর প্রতি বিজয়ের ঘৃণা জন্মিয়াছে, বনশোভিনীকে আর দর্শন করিবেন না ভাবিয়াছেন,—বনশোভিনীর আশায় জন্মের মত মনে মনে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, তথাপি অনেক আদরের ধন—প্রাণাধিকা বনশোভিনী-রত্ন অপহৃত হইয়াছে, সেই চিন্তাতে বিজয়ের হৃদয়ে একটী যন্ত্রণার ছবি অঙ্কিত হইয়াছে! সেই জন্যই বিজয়ের মনে ধারণা হইয়াছে, "আর কখন কাহাকেও ভালবাসিব না,—আর কাহাকেও মন দিব না।"

বীরবল শুনিল যে, বিজয়সিংহ একাকী বাণিজ্যার্থ দিল্লীনগরে যাত্রা করিতেছেন। বীরবলের ইচ্ছা, রাজকুমারের সঙ্গী হইবে। বীরবল একগাছি রজ্জু গলদেশে দিয়া একটী বৃক্ষের মূলে বন্ধন পূর্ব্বক সেই স্থানে শয়ন করিয়া রহিল। ক্ষণকালমধ্যে রাজকুমার অশ্বারোহণে, সেইস্থানে

উপনীত হইল দেখিয়া বীরবলও চীৎকার আরম্ভ করিল, "ওগো! আমি গলায় দড়ী দিয়া মরিতেছি গো!—ওগো! তোমরা শীঘ্র এসো গো, আমি গলায় দড়ী দিয়াছি গো!" বিজয় বীরবলের এই কৌতুক দর্শন পূর্ব্বক, সহাস্য আস্তে কহিলেন, "বীর! এ কি?" বীরবল চক্ষুদুটী মুদ্রিত করিয়া কহিল, "আমি গলায় দড়ী দিয়া মরিয়াছি।"

"এই যে কথা কহিতেছ,—তবে মরিয়াছ কই?"

"মরিলে কি কথা কহিতে নাই? কত দুঃখে—কত মনের দুঃখে মরিলাম; এতেও লোকের মন সন্তুষ্ট হইল না? দুইটী কথা কহিতে কি লোকের মনে কষ্ট হয়? তবে না হয়—আর কথা কহিব না,—তবে না হয় বোবা হই। 'ওগো! আমি বোবা হইয়াছি গো! আর কথা কহিতে পারি না।' কেমন মহাশয়! এইবার আপনারা খুসী হইয়াছেন?"

বিজয় উচ্চহাস্য করিলেন কহিলেন, "তোমার মনের কষ্ট এত কিসের যে, গলায় দড়ী দিয়াছ?"

"মহাশয়! আপনি বলুন দেখি, যুবরাজ বিজয়সিংহের এত মনঃকষ্ট কিসের যে, তিনি একজন আমার ন্যায় সামান্য সৈনিককেও সঙ্গে না লইয়া বিদেশে যাইতেছেন?"

"লোকে গলায় দড়ী দিয়া ঝুলিয়া মরে, আর তুমি গাছের শিকড়ে দড়ী বাঁধিয়া মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া রহিয়াছ, এ তোমার কেমন মৃত্যু?"

"মহাশয়! যিনি বাটী হইতে বাহির হইলে অগ্র-পশ্চাতে সহস্র সহস্র সৈন্য অস্ত্র ধারণ করিয়া যাইত,

তিনি আজ একাকী বিরাগীর ন্যায় যাইতেছেন, এ তাঁহার কেমন বাণিজ্য?"

"রাজকুমার একাকী বাণিজ্যে যাইবেন,—তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? তোমারই ত ভাল,—কষ্ট করিয়া সঙ্গে যাইতে হইবে না?"

"মহাশয়! আমাকে কথা কহাইবেন না, আমি বোবা হইয়াছি; রাজ-রাজড়'র কথায় বোবা হইতে হয়।"

"তুমি চক্ষু মুদিয়া রহিয়াছ কেন?"

"আর চাহিয়া কি হইবে? চাহিলেও অন্ধকার,—চক্ষু মুদিয়া থাকিলেও অন্ধকার।"

"অন্ধকার কেন?"

"রাজকুমারকে না দেখিতে পাইলে আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখি। মহাশয় কৃপা করিয়া একটু সরিয়া যান আর আমাকে কথা কহাইবেন না। "ওগো! আমি বোবা হইয়া গলায় দড়ী দিয়া মরিয়াছি গো!"

"তুমি কি রাজকুমারকে দেখিতে চাও?"

"একবার চাহিলে যদি দেখিতে পাই, তাহা হইলে চাহিতে পারি। নচেৎ আর আমি চাহিব না—প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।"

"একবার চাহিলেই দেখিতে পাইবে।"

"কই রাজকুমার কই? এই ত চাহিলাম।" বীরবল এই বলিয়া যেমন চাহিল, অমনি সম্মুখে বিজয়কে দেখিতে পাইয়া তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইল এবং কহিল, "এ দাসের অপরাধ ক্ষমা করিয়া; সঙ্গী করুন্।"

"দেখ বীরবল! তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে আমার কোন আপত্তি নাই, তুমি আমার সঙ্গে থাকিলে আমার অনেক উপকার হইবে সত্য, কিন্তু আমার পিতা বৃদ্ধ, যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তোমরা তাঁহার বাহুবল থাকিলে আমার কোন চিন্তা থাকিবে না।"

এইরূপ নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে বীরবলকে বুঝাইয়া রাজকুমার চলিয়া গেলেন। বীরবল যদিও সামান্য সৈন্য ছিল, কিন্তু দৃঢ় রাজভক্তি গুণে, রাজ-সংসারের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। সকলেই বীরবলকে চিনিত, সকলেই বীরবলকে ভাল বাসিত। অদূরে মহিষীর পরিচারিকা বিজলীকে আসিতে দেখিয়া, আবার বীরবল চীৎকার করিয়া কহিল, "ওগো! আমি গলায় দড়ী দিয়া মরিয়াছি গো!"

বীরবলের চীৎকার শুনিয়া বিজলী নিকটে আসিল, একটু হাসিয়া কহিল, "আ মরণ! মিনসের রকম দেখ।"

"রকম আর কিছু নয় গো!—এই রকম। ওগো! আমি গলায় দড়ী দিয়া মরিয়াছি গো!"

বিজলী হাসিয়া কহিল, "মরেছিস্,—বেশ করেছিস্, তবে অমন করে চীৎকার কর‍্ছিস্ কেন?"

"চীৎকার কর‍্চি কেন?—চীৎকার ক'র‍্ছি, সঙ্গী পাইতেছি না।"

বিজলী একটু মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "সঙ্গী আবার কে হবে?"

"তুমি।"

"আ মরণ আর কি!"

"একলা কি মরা যায়?"

"তোর সঙ্গে মরিতে কে যাবে?"

"তুমি।"

"আমি কেন মরিব রে ড্যাকরা?"

"রাগ কর কেন ভাই! আমি তোমাকে বড় ভাল বাসি।"

বিজলী চক্ষুদুটী ঘুরাইয়া কহিল, "আমিও তোমাকে বড় ভাল বাসি।"

"আমাকে ভাল বাস, আমার সঙ্গে তবে তুমি যাইবে?"

"কোথায়?"

"রাজকুমার দিল্লী গিযাছেন, তাঁহাকে আনিতে।"

"যাইব।"

"আমি যেখানে যাইতে বলিব, সেইখানে যাইবে?"

"যাইব।"

"আমার সঙ্গে যমের বাড়ী যাইবে?"

"দূর ড্যাকরা!"

"দেখ ভাই! বিজলী!—না ভাই! ব'লব না, তুই ভাই বড় কথায় কথায় রাগ করিস।"

"বল্না ভাই, কি ব'ল্বি? তোর্ দিব্বি রাগ কর্ব্বো না।"

"ভাই! তোকে কদিন দেখি নি কেন?"

"তা তুই দেখ্বি কেন? আমাকে দেখ্লে যে তোর চক্ষু পুড়ে যাবে,—চক্ষে আগুন লাগ্‌বে, যাক্ যাক্ পুড়ে যাক;—আগুণ লেগে পুড়ে যাক্;—এখনি যাক্।"

"বাবা! এতগুলো গালাগালি কি একবারে দিতে হয়? আমি একটু ফাঁক পেলাম না যে একটা দিই।"

বিজলীতে আর বীরবলেতে মধ্যে মধ্যে এইরূপ রঙ্গরস হইত। বিজলী যে রাগ করিয়া গালাগালি দিল, তাহার মাঝে মাঝে একটু হাসিও ছিল, তাই এই গালাগালিতে বীরবলের হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ হইতেছিল। বিজলী সুন্দরী, তাহাতে আবার যৌবনে মাখামাখি। বিজলী সকলের প্রিয়পাত্রী, মহিষী প্রাণাধিক স্নেহ করেন; রাজসংসারের সকলেই বিজলীকে স্নেহ করে;—কেহ কেহ ভয়ও করে; কিন্তু বীরবলের সহিত যেমন রঙ্গরস হয়, এরূপ আর কাহারও সহিত নয়। বিজলী কহিল, "এখন যাই ভাই। অনেকক্ষণ আসিয়াছি। রাজকুমার কি দিল্লী গিয়াছেন?"

"হাঁ! এইমাত্র যাইতেছেন।"

বিজলী চলিয়া গেল। বীরবল কহিল, "বাবা! যৌবনের ভরে পৃথিবী কাঁপিতেছে।"

বিজলী বীরবলের দিকে মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া গেল। বীরবলও দুর্গমধ্যে নিজস্থানে চলিয়া গেল।

আলাউদ্দীনের মৃত্যুসম্বাদ সুন্দরী বনশোভিনী শুনিয়াছে, বেগমগণ যে পলায়ন করিয়াছে, তাহাও শুনিয়াছে। এখন বনশোভিনী দিল্লীশ্বরী হইয়াছে। দিল্লীর রাজকার্য্য করিতেছে;—পুরাতন কর্ম্মচারীদিগের দ্বারাই রাজকার্য্য চলিতেছে। বিরহিণী বনশোভিনী যৌবনের মাঝখানে পা দিয়া টলমল করিতেছে;—যৌবনটী চল

ঢল করিয়া, এদিকে ওদিকে ঢলিয়া ঢলিয়া ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। সেই সরল মূর্ত্তিটী অমৃতময় হইয়াছে; যৌবনে যে বন্যপশুরও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, তাহা বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন। বনশোভিনী সুন্দরী, যৌবনে সেই সৌন্দর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বনশোভিনী একাধীশ্বরী, তাহাতে যৌবনের ছবি হৃদয়মন্দিরে ধারণ করিয়াছে, তাই গাম্ভীর্য্যও আক্রমণ করিয়াছে। আমি সেই মোহিনী ছবিটী বর্ণন করিতে পারিলাম না। যাহার চক্ষু আছে, সে আসিয়া দেখিয়া যাউক, গোলাপের মুকুল আজি প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

বনশোভিনী মীরজাহানকে যৌবন দান করিবার অভিপ্রায় করিয়াছে।—ভালরূপ পরীক্ষা করিবে,—মনকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিবে, তবে মীরজাহানের গলায় মালাদান করিবে। বনশোভিনী প্রত্যহ মীরজাহানকে না দেখিলে থাকিতে পারে না, তাই কৌশল করিয়া মীরজাহানকে একখানি প্রকাণ্ড পরিচ্ছদের দোকান করিয়া দিয়াছে। মীরজাহান দোকানের হিসাব দিবার জন্য বনশোভিনীর নিকট দুই বেলা সাক্ষাৎ করিতে আইসে। মীরজাহানের আসিতে কিছু বিলম্ব হইলে বনশোভিনী একদৃষ্টে গবাক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে।

বনশোভিনী একাকিনী মীরজাহানের আশায় বসিয়া আছে, অমনি মীরজাহান ভীতমনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুলতানের মৃত্যুর পর হইতে বনশোভিনীর হস্তে সমস্ত সম্পত্তি পড়িয়াছে। সেই ভয়ে সকলেই বনশোভি-

নীকে ভয় করিত। মীরজাহান ধীরে ধীরে কহিল, "একটী উদ্যান বিক্রয় হইতেছে, আমি ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিয়াছি।"

মীরজাহান যাহাতে সুখে থাকিবে, বনশোভিনীর তাহাই একান্ত ইচ্ছা। বনশোভিনী কহিল, "ইচ্ছা করিয়া থাক, ক্রয় করিও।—মূল্য কত?"

"আজ্ঞে, বিশ সহস্র আস্রফি।"

"আচ্ছা, লইয়া যাও, কিন্তু আবার আসিয়া আমাকে সংবাদ দিও।"—এই বলিয়া ধনাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া বিশ সহস্র আস্রফি দিতে আজ্ঞা করিল। মীরজাহান ধনাধ্যক্ষের নিকট হইতে আস্রফি লইয়া চলিয়া গেল। বনশোভিনী একদৃষ্টে মীরজাহানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। মীরজাহান চলিয়া গেলে বনবিহার আসিল। বনবিহার এতাবৎকাল বনশোভিনীর হাবভাব গোপনে দেখিতে-ছিল। যদিও বনশোভিনী মীরজাহানের নিকট বিবাহ-সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু বনশোভিনীর নয়নের দৃষ্টি দেখিয়াই বনবিহারের মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল। বনবিহার বনশোভিনীর গলাটী ধরিয়া কহিল, "মরিয়াছ?"

"মরিয়াছি।"

"যদি মরিলে, যবনের প্রেমে মজিলে কেন?"

"পোড়া মন যে মানে না।"

বনবিহার বুঝিল, এখন আর কোন কথা বলা উচিত নহে। সহজে মন ফিরিবে না। কৌশলে মন ফিরাইতে হইবে। বনবিহারের মনে বড় কষ্ট হইল। বনশোভিনী

এত কষ্টে সতীত্ব রক্ষা করিয়া শেষে যবনের হস্তে যৌবন সমর্পণ করিবে? বনবিহার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, "প্রাণ থাকিতে বনশোভিনীকে কখনই যবনী হইতে দিব না।"

বনবিহার এই কথা চাপা দিয়া বনশোভিনীর মনের ভাব জানিতে বসিল এবং অগ্রে বনের সমস্ত কথা আরম্ভ করিল। উভয়ে বসিয়া মনের কথা প্রকাশ করিতে লাগিল।
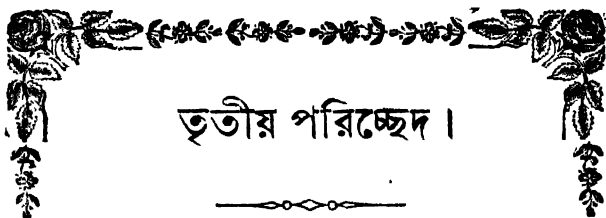
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"——————Lover, all as frantic,
Sees Helen's beauty in a brow of Egypt :"

Shakespeare.

কেন কাঁদিয়া মর?—কাহার জন্য কাঁদিয়া মর?—কে কাহার? কিছুই থাকিবে না,—কিছুই সংসারে চিরদিন সুখ দিবে না।—কেহ সঙ্গের সঙ্গী হইবে না,—সকলি পড়িয়া থাকিবে,—তুমি কোথায় চলিয়া যাইবে,—তোমাকে ফেলিয়া আবার তোমার আদরের ধন লয় হইবে। সকলই অন্ধকার,—সকলই মায়াময়,—সকলই শূন্যময়—কিছুই কিছু নয়। পার্থিব পদার্থ কিছুই নয়, সকলই লীলাখেলামাত্র। তবে কাহার চক্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছ? কাহার ছলনায় ভুলিতেছ? কাহার মোহিনী মায়ায় মোহিত হইতেছ? কাহার ক্রীড়াতে মজিয়া এই মায়ার ঘোরে ঘুরিতেছ? কাহার অতুল করুণায় প্রতিপালিত হইতেছ? এ সব কি একবার ভাবিয়াছ? যদি ভাবিয়া থাক, তবে আশার আশায় মরিতেছ কেন?—আশার ছলনে ভুলিতেছ কেন? আশার সাগরে ডুবিতেছ কেন?

বনশোভিনী একাকিনী বসিয়া কি চিন্তা করিতেছে? মীরজাহানকে উদ্যান ক্রয় করিতে আস্‌রফি দিয়াছে। মীরজাহান প্রত্যহ দোকানের হিসাব দিতে আসিত; কিন্তু উদ্যান ক্রয় করিয়া পর্য্যন্ত বড় একটা বনশোভিনীর নিকট আসে না,—বনশোভিনীর নিকট অধিকক্ষণ বসে না,—ভাল করিয়া দুইটা কথা কহে না, আসিয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়। যাহা হউক, তাহাতে বনশোভিনীর তত ক্ষতি নাই, বনশোভিনী একবার মীরজাহানকে চক্ষের দেখা দেখিলেই সুস্থ হয়,—প্রাণ শীতল হয়। বনবিহারের কৌশলেই হউক আর বনশোভিনীর মনের গতিতেই হউক, অদ্যাপি মীরজাহানকে চক্ষের দেখা ভিন্ন বনশোভিনীর অন্য কোন অভিপ্রায় নাই। যদিও কোন আশা থাকে, তাহাও প্রকাশ করে নাই।

মীরজাহান তিন চারিদিন বনশোভিনীর নিকট আসে নাই। বনশোভিনীর শয়নে সুখ নাই,—ভোজনে সুখ নাই, উপবেশনে সুখ নাই, কেবল জানালার দিকে চাহিয়া মীরজাহানের আশাপথ নিরীক্ষণ করিতেছে। স্ত্রীলোকের মন ক্ষণ-ভঙ্গুর,—অল্প আঘাতেই ভাঙ্গিয়া যায়,—স্ত্রীলোকের মনে নানাচক্র ঘর্ণিত হয়, কিন্তু অল্প বায়ুতেই সেই চক্র ভগ্ন হইয়া যায়। অল্পেই চঞ্চলা হয়—অল্পেই বশীভূতা হয়, অল্পেই গলিয়া যায়, আবার অল্পেই সর্ব্বনাশ করিয়া বসে। স্ত্রীলোকের মন বুঝিতে পারা কঠিন, প্রাণান্তেও মনের প্রকৃত কথা ব্যক্ত করে না;—নিজের গুপ্ত কথা প্রাণান্তেও প্রকাশ করে না, কিন্তু অন্যের গুপ্ত-কথা

শুনিলেই পেট ফাঁপিয়া উঠে;—তাড়াতাড়ি পাঁচকাণ করিতে পারিলেই, প্রাণ শীতল—পেট শীতল হয়। আজি বনশোভিনী কুমার বিজয় সিংহকে ভুলিয়া মীরজাহানের জন্য উন্মত্তা হইয়াছে; কিন্তু বনশোভিনীর মনের মধ্যে ধারণা হইয়াছে যে, বিজয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; নতুবা বহুদিন বিজয় অজয়নগরে গমন করিয়াছেন, রণধীরের মুখে বনশোভিনীর সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়াও কেন নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন? এখন ত আর বাদসাহ নাই,—তবে কি একবারও বনশোভিনীর তত্ত্ব লইতে নাই? তাহাতে আবার মীরজাহান সর্ব্বদা বনশোভিনীকে নানাছলে ভুলাইয়াছে,—তাই বিজয়ের আশায় বনশোভিনী একবারে জলাঞ্জলি দিযাছে। বনশোভিনী আর থাকিতে পারিল না। বনশোভিনী একাকিনী শিবিকারোহণে মীরজাহানকে দেখিবার নিমিত্ত উদ্যানে উপনীত হইল।

দিল্লীর প্রান্তরে একটী সুরম্য উদ্যান। উদ্যানের চতুর্দ্দিকে ইষ্টকনির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর; প্রাচীরের ধারে ধারে নারিকেলাদি সুদীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণী; মধ্যে একটী সরোবর। সরোবরের চতুর্দ্দিকে তলদেশ পর্য্যন্ত সোপানপংক্তি। উত্তরদিকে একটী অট্টালিকা এবং তিনদিকে নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষশ্রেণী বিরাজিত। সুগন্ধময় সুন্দর পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়া উদ্যানটী আমোদিত করিতেছে। অট্টালিকাটী বৈঠকখানা ধরণে নির্ম্মিত, পশ্চাদ্‌ভাগে নানাবিধ ফলবান বৃক্ষসকল ফলভরে ঝুলিয়া রহিয়াছে। বৈঠকখানাটীর চতুষ্পার্শ্বে শ্বেত প্রস্তর-খণ্ড-বিনির্ম্মিত পথ। একটী পথ উদ্যানের বহির্দ্দ্বার

পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ। সরোবরের চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃক্ষশ্রেণীর পার্শ্ব দিয়াও যে চারিটী সুপ্রশস্ত পথ আছে, সেই পথের সহিত এই সকল পথ সংযুক্ত। সরোবরের মধ্যভাগে একটী নির্ঝর ঝর্ ঝর্ শব্দে চতুর্দ্দিকে সুশীতল জল নিক্ষেপ করিতেছে। সরোবরে নীল, পীত, শ্বেত এবং নানাবিধ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র মৎস্য সকল ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে।

শিবিকারোহণে বনশোভিনী সেই উদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাগানটী কাহার?"

দ্বারবান উত্তর করিল, "বেগম সাহেবের।"

"এখানে মীরজাহান আছে?"

"আছে।"

"একবার ডাকিয়া আন!"

দ্বারবান ক্ষণমধ্যে মীরজাহানকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিল। মীরজাহান নম্রভাবে করযোড়ে কহিল, "আসুন আসুন! আমি আপনাকে এই উদ্যানটী দেখাইবার জন্য সাধ্যমতে সাজাইতেছিলাম, সেই জন্য আপনার নিকট যাইতে পারি নাই।"

এই বলিয়া মীরজাহান বনশোভিনীকে উদ্যানের চতুর্দ্দিক দেখাইল। বনশোভিনী উদ্যানের সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইল। মীরজাহান বনশোভিনীকে বৈঠকখানায় বসাইল। বৈঠকখানাটী নানাবিধ আসবাবে সজ্জিত, ভিত্তিতে সুন্দর সুন্দর চিত্রপট বিলম্বিত।

বনশোভিনী ক্ষণকাল উপবেশন পূর্ব্বক কহিল, "মীর-

জাহান! সুবিধামত একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করা তোমার উচিত ছিল।"

"আজ্ঞে! সময় পাই নাই।"—মীরজাহান কথা কহিতেছে, মন যেন চঞ্চল। বনশোভিনী কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সহসা উত্তর পাইতেছে না; কোনবার হয় ত মীরজাহান অন্যমনস্ক প্রযুক্ত কোন কথা শুনিতে পাইতেছে না, আবার লজ্জিত হইয়া, "আঁা—কি বলিতেছেন?" এই বলিয়া কথাটী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেছে। ক্ষণকাল পরে মীরজাহান কহিল, "আপনি এখানে আসিয়াছেন, আমার পরম সৌভাগ্য। আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। যদি আদেশ করেন, তাহা হইলে একটু সুরাপান করি।"

বনশোভিনী এই কথা শুনিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং কহিল, "আমি অগ্রে এখান হইতে যাই, তাহার পর তুমি সুরাপান করিও।"

মীরজাহান কহিল, "আজ্ঞে, আপনার দাস—আপনাকে দেখিয়া আপনার সাক্ষাতে সুরাপান করিলে অধিক আহ্লাদিত হইবে।"

"আমার বড় ভয় হয়।"

"ভয় কিছুই নাই,—আমি আপনার কিঙ্কর, আপনি দিল্লীশ্বরী, আমার নিকট আপনার ভয় কি? আমি আপনার চরণে ধরিয়া বলিতেছি, আপনি এই স্থানে উপবেশন করুন, আমি সুরাপান করি।"

ঐশ্বর্য্যের কি অপার মহিমা! ঐশ্বর্য্যের লোভে লোকে সমস্ত পাপকার্য্যই করিতে পারে। ঐশ্বর্য্যে শত্রুও বশতা

স্বীকার করে। যে মীরজাহান একদিন বনশোভিনীকে বলিয়াছিল, "আমাকে বিবাহ না করিলে আমি তোমাকে কখনই ছাড়িব না," আজি সেই মীরজাহান বনশোভিনীকে "আজ্ঞে আপনি" বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। মীরজাহানের অন্তর হইতে বনশোভিনীর প্রতি ভালবাসা—বনশোভিনীকে বিবাহ করিবার আশা যুগপৎ বিলুপ্ত হইয়াছে। মীরজাহান আর বনশোভিনীর প্রেম-প্রত্যাশা করে না, কেন না,—বনশোভিনী এখন অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী, আর মীরজাহান তাঁহার প্রতিপালিত। বনশোভিনীর অন্তরের ভাব মীরজাহান কিছুই জানে না,—কিছুই বুঝিতে পারে নাই,—বলা বাহুল্য, মীরজাহান ভাবিয়াছে, বনশোভিনীর কোন বড়লোকের সহিত বিবাহ হইবে, সুতরাং মীরজাহান বনশোভিনীর নিকট হইতে মনটী ফিরাইয়া লইয়াছে। বনশোভিনী, মীরজাহানের কথা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিল। মীরজাহান ভৃত্য-দ্বারা এক বোতল সুরা আনাইয়া পান করিতে আরম্ভ করিল।

ক্ষণকালমধ্যে মীরজাহান মাতাল হইয়া পড়িল এবং বনশোভিনীর চরণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক কহিল, "বেগম সাহেব! একা সুরাপানে আমোদ হয় না, যদি অনুমতি করেন—"

মীরজাহান আর বলিতে পারিল না। বনশোভিনী কহিল, "কি বল?—আমি কখনই সুরাপান করি নাই,—দেখ মীরজাহান! যদি আমার সহিত এরূপ অত্যাচার কর তাহা হইলে আমি এখনই চলিয়া যাইব।"

মীরজাহান কহিল, "আজ্ঞে—আপনাকে কি বলিতে পারি? আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমার একজন প্রণয়িনী আছে, তাহাকে ডাকিয়া আনি।"

"আমার একজন প্রণয়িনী আছে।" এই কথা শুনিয়া, বনশোভিনীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, বনশোভিনীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। বনশোভিনী ক্ষণকালমধ্যে আত্ম-সংযম করিয়া কহিল, "আচ্ছা, ডাকিয়া আন।"

বনশোভিনীর মুখে এই কথা শ্রবণমাত্র, মীরজাহান উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "আও মেরা জানি।"—অমনি পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে পর্দ্দা ঠেলিয়া একটী স্ত্রীলোক খল-খল শব্দে হাস্য করিয়া মীরজাহানের গলদেশ জড়াইয়া ধরিল। সেই স্ত্রীলোকের হাস্য দর্শন করিয়াই বনশোভিনী কম্পিত হইয়া উঠিল, পরে তাহার রূপ দর্শনে অত্যন্ত ভীতা হইয়া একটু সরিয়া বসিল।

পাঠকমহাশয়গণ! আপনারা এক একটী ফল ধারণ পূর্ব্বক রূপের বর্ণনা টুকু শ্রবণ করুন। স্ত্রীলোকটীর বয়ঃক্রম,—শত্রুর মুখে ছাই দিয়া, আশী উত্তীর্ণ হইয়াছে—একাশী হইলেই হয়। দীর্ঘে প্রায় পাঁচ হস্ত;—যদি সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয়, ছাদের কড়ি মস্তকে লাগিয়া মস্তক ভাঙ্গিয়া যাইত। বংশদণ্ডের ন্যায় স্থূল, কিন্তু গায়ের প্রত্যেক অস্থি—প্রত্যেক শিরা, সকলের নয়ন-পথে পতিত হইতেছে। হস্ত-দুইটী আজানুলম্বিত বলিলে দোষ হয়, কারণ সেই সুদীর্ঘ বাহু-যুগল ঝুলাইলে পদতল অনায়াসে স্পর্শ করিতে পারে। বলা বাহুল্য, অঙ্গুলীগুলি সূক্ষ্ম

নারিকেল-পত্রের শিরের ন্যায় অর্দ্ধহস্ত-পরিমিত। কোকিল-বিনিন্দিত চক্ষু দুইটী গোলাকার এবং অত্যন্ত বৃহৎ। চরণের বর্ণনা এক কথায় বলিতে হইলে, বাম চরণতল এত স্ফীত যে, দেহটী তাহার কাছে লুক্কায়িত থাকে; সুতরাং একটু টানিয়া টানিয়া চলিতে হয়।—পদের ভার অসহ্য। মস্তকের সুচারু শ্বেত কেশগুলি কেবল পশ্চাৎ ভাগে কোন স্থানে অর্দ্ধ অঙ্গুলী দীর্ঘ,—আবার স্থানে স্থানে আদৌ নাই; সম্মুখভাগে কেশ থাকিলে কিরূপ দেখাইত বলা যায় না। মসী-বিনিন্দিত রংটী থস্ থস্ করিতেছে,—এই রঙের উপর আর বদনের বর্ণনা কি করিব? তবে, এক কথায় বলিতেছি যে, সেই বদনের খল খল হাস্য শুনিয়া বনশোভিনী কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, কেবল সম্মুখে গজদন্ত-বিনিন্দিত দুইটী দন্ত আছে, তাহাও নড়িতেছে;—কথা কহিবার সময় নিকটে কাহারও দাঁড়াইবার যো নাই, ক্ষণমধ্যে সর্ব্বাঙ্গ অমৃত-সিক্ত হইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, আশে পাশে আর একটীও দন্ত নাই;—সম্মুখের কেশগুলি,—আহা! বহুদিন কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। মীরজাহান এমন সুন্দর পুরুষ, কিন্তু, ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য ঘটনা! কণ্টকিত মৃণালোপরি কমল প্রস্ফুটিত!

মীরজাহান প্রণয়িনীর সহিত সুরাপানে প্রবৃত্ত হইল। বনশোভিনী ভাবিল, "যদি আমি মীরজাহানকে একটী সুরূপা ললনার সহিত আমোদ করিতে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলেও বুঝিতাম যে, মীরজাহান সুন্দরী পাইয়া সুখী হইয়াছে।" ঈর্ষানলে বনশোভিনীর সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া

উঠিতেছে,—বনশোভিনী এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া, পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া, কেবল চিন্তা করিতেছে, "হায়! কেন আমি এই উদ্যানে আসিয়াছিলাম?—না আসিলে এ যাতনা সহ্য করিতে হইত না।"

মীরজাহান সেই অদ্ভুতরূপিনী স্ত্রীলোকটীর গভীর কপোলে একটী চুম্বন করিয়া কহিল, "মেরা জানি? আউর পিও?" অভাগিনী বনশোভিনী অমনি বদনটী আবৃত করিয়া, চক্ষু ফিরাইল! অমনি, সেই স্ত্রীলোকটী কহিল, "উহাকে খুন কর, নইলে আমি আর খাইব না।"

বনশোভিনী অমনি তাড়াতাড়ি কহিল, "মীরজাহান! শীঘ্র আমাকে বধ কর।"

মীরজাহান টলিতে টলিতে কক্ষান্তর হইতে একখানি ছোরা আনিয়া বনশোভিনীর বক্ষঃস্থলে সজোরে আঘাত করিল।

বনশোভিনী আবার কহিল, "আরও মার!—আরও মার!—আমার হৃদয়ে বড় যাতনা হইয়াছে, মীরজাহান! আরও মার!"

মীরজাহান পুনঃপুনঃ বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিল। বনশোভিনীর যতক্ষণ শ্বাস রহিল, ততক্ষণ বনশোভিনী কহিতে লাগিল, "আমাকে—মার!—মার!—মা—র—"

বনশোভিনীর মুখে আর বাক্য নাই; সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্ত হইয়াছে, বনশোভিনী সেই স্থানে, ক্ষণকাল ছট্ ফট্ করিয়া অবশেষে জন্মের মত চলিয়া গেল। বনশোভিনীর প্রণয় গেল,—বিজয়ের ভালবাসা গেল,—মীরজাহানের ভাল-

বাসা গেল,—মীরজাহানকে দেখিতে আসিয়া, মীরজাহানের হস্তেই ইহলোক হইতে বিদায় হইল? বনশোভিনীর অন্তর হইতে হিংসাও চিরদিনের মত চলিয়া গেল!

রাত্রি চারিদণ্ড অতীত। বাদশাহার মৃত্যুর পর দিল্লীর চতুর্দ্দিকে সুদীর্ঘ প্রাচীর দেওয়া হইয়াছিল। প্রাচীরের চারিদিকে চারিটী দ্বার ছিল। রাত্রি চারিদণ্ডের সময় সেই সকল দ্বার রুদ্ধ করা হইত। কুমার বিজয়সিংহ সেই দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া অগত্যা সেই দ্বারের নিকট উপবেশন করিলেন। সমস্ত রাত্রি প্রায় কাটিয়া গেল। সহসা সেই প্রাচীর হইতে একটী বাক্স বিজয়ের সম্মুখে পতিত হইল। বনশোভিনীকে হত্যা করিয়া মীরজাহানের অত্যন্ত ত্রাস হইয়াছিল, যখন সংজ্ঞালাভ হইল, তখন বনশোভিনীর মৃতদেহ বাক্সে বন্ধ করিয়া প্রাচীরের বাহিরে ফেলিয়া দিল। রাত্রি প্রভাত হইলে বিজয় বাক্সটী খুলিয়া দেখিল, একটী মৃত যুবতীর দেহ। দেহটী রক্তাক্ত,—বস্ত্র রক্তাক্ত;—এখনও রক্তস্রাব হইতেছে! যুবতীর রক্তিমবর্ণ, নীল আভা ধারণ করিয়াছে, বদনে একটী বিষাদের চিহ্ন, কপাল কুঞ্চিত। বিজয় মৃত দেহটীতে সেই সঞ্জীবনীপত্র স্পর্শ করাইয়া যুবতীকে সজীব করিল। দেহটী সজীব হইল বটে, কিন্তু গাত্রের ক্ষত আরোগ্য হইল না। বিজয় একখানি শিবিকা আনাইয়া শিবিকা-বাহকগণকে কহিলেন, "কল্য রাত্রে ডাকাইতে আমার পত্নীকে অস্ত্রাঘাত পূর্ব্বক সমস্ত অলঙ্কারাদি লইয়া পলায়ন করিয়াছে। আমি নগরের মধ্যে বাসা লইব, তোমরা

আমার পত্নীকে লইয়া চল।" শিবিকাবাহকগণ যুবতীকে লইয়া গেল। বিজয়ও শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। নগরে প্রবিষ্ট হইয়া একটী দ্বিতল অট্টালিকা ভাড়া করিলেন। সেই স্থানে বনশোভিনীর ক্ষত আরোগ্যার্থ চিকিৎসক নিযুক্ত হইল।
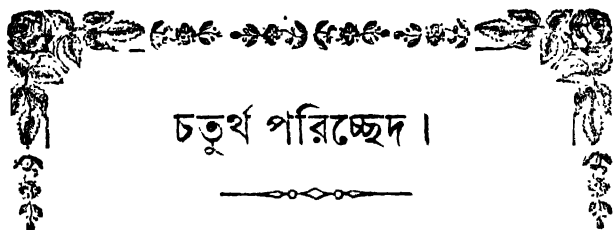
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা সার,
প্রতিহিংসা বিনা মম কিছু নাহি আর।"

পলাশির যুদ্ধ।

অনেকদিন চিকিৎসার পর বনশোভিনীর ক্ষতস্থান আরোগ্য হইল। বিজয়ের নিকট যে সকল অর্থ ছিল বনশোভিনীর সেবা-শুশ্রূষাতে সমস্তই ব্যয় হইয়া গেল। বাণিজ্যার্থ যে সকল দ্রব্যাদি আনিয়াছিলেন, তাহা বিক্রয় করিয়া সেই টাকাতে খরচপত্র চালাইতে লাগিলেন। কথিত আছে, "বসিয়া খাইলে কুবেরের ভাণ্ডারও শূন্য হয়।" ক্রমে ক্রমে সে টাকাও হ্রাস পাইতে লাগিল।

বিজয় বনশোভিনীকে চিনিতে পারেন নাই। বনশোভিনীর এখন সে শ্রী নাই, সে বাল্য-চাপল্য নাই, এখন যুবতী, যৌবনভরে টল টল করিতেছে। বাল্যাবস্থা উত্তীর্ণ হইলে, যৌবনে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈলক্ষণ্য হয় এবং একটী মধুরতাময় রমণীয় সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই যুবতীকে দেখিয়া অবধি বিজয় এক প্রকার বনশোভিনীর নামটী ভুলিয়া গিয়াছেন; এই

যুবতীর প্রতি কেমন এক প্রকার ভাব জন্মিয়াছে, "আর কখন সুন্দরীকে ভাল বাসিব না" বলিয়া বিজয় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞাটী এক্ষণে টল মল করিতেছে। মনুষ্যের মন ক্ষণভঙ্গুর; এখন এক প্রকার মনস্থ হইল, পরক্ষণেই অন্যতররূপে পরিবর্ত্তন। বিজয় একদা বনশোভিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্ত্রীলোকের নাম জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে, কিন্তু তোমার নামটী জানিতে পারিলে সেই নাম ধরিয়া তোমাকে ডাকিতে পারি।"

বনশোভিনী গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "আমার নাম ধরিয়া ডাকিলে লাভ কি?"

"নামটী জানিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে।"

"নাম জানিয়া কি হইবে? নাম আবার তোমার নিকট কি বলিব?"

"আচ্ছা, আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, কে তোমাকে হত্যা করিয়াছিল?"

"সে কথায় তোমার আবশ্যক কি?"

"আচ্ছা, কি কারণে তোমাকে হত্যা করিয়াছিল?"

"তুমি আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।"

"আমি আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, তোমাকে তাহার উত্তর দিতেই হইবে, তোমার কি বিবাহ হইয়াছে?"

"তোমাকে নিষেধ করিতেছি, আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।"

বিজয় আর কোন কথা না কহিয়া একদৃষ্টে বন-

শোভিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। বনশোভিনী আবার কহিলেন, "তুমি কট্ মট্ করিয়া সর্ব্বদা আমার দিকে চাহিয়া থাক কেন? অমন করিয়া কি স্ত্রীলোকের দিকে চাহিতে আছে?"

বিজয় একটু লজ্জিত হইয়া মুখটা অবনত করিলেন। বনশোভিনী বিজয়কে চিনিতে পারিয়াছে; কিন্তু তথাপি আত্ম-পরিচয় গোপন করিতেছে কেন? বিজয় পাছে বনশোভিনীকে যবনী ভাবিয়া তাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে ত বনশোভিনী আর বিজয়কে দেখিতে পাইবে না, সেই জন্যই বনশোভিনীর আত্ম-পরিচয় গোপন।

কিছুদিন পরে অর্থের অকুলান হইল। বিজয় বিষণ্ণ-বদনে বসিয়া ভাবিতেছেন, "এক্ষণে কি করিব? অজয় নগরে ফিরিয়া যাইব কি?—ফিরিয়া যাইব, কিন্তু এই যুবতী কি আমার সহিত অজয় নগরে যাইবে? যদি না যায়, তাহা হইলে কি করিব? এই যুবতীকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া যাইব? এই যুবতীকে না দেখিয়া কেমন করিয়া থাকিব? এই যুবতীকেই বা কোথায় রাখিয়া যাইব?—কাহার নিকট রাখিয়া যাইব?—না, আর কাহাকেও মন সমর্পণ করিব না, আর কোন সুন্দরীকে ভাল বাসিব না, বনশোভিনী আমার ভালবাসার গ্রন্থি ছিঁড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, আর কোন সুন্দরীর জন্য লালায়িত হইব না, আর স্ত্রীলোকের জন্য যাতনা সহ্য করিব না। যদি এই যুবতীর নিবাস কোথায় জানিতাম,—যদি এই যুবতীর কোন আত্মীয়-স্বজন আছেন কি না, জানিতাম,

তাহা হইলে না হয়, সেই স্থানে এই যুবতীকে রাখিয়া যাইতাম।"

বনশোভিনী জানিয়াছে যে, বিজয়ের অর্থাভাব হইয়াছে। বিজয় টাকা-কড়ি সমস্তই বনশোভিনীর নিকট রাখিতেন। বনশোভিনী বিজয়ের বিষণ্ণতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবিতেছ?"

"ভাবিতেছি, তুমি আমার সহিত যাইবে?"

"কোথায়?"

"অজয় নগরে?"

"কেন?"

"এখানে আর কতদিন বসিয়া থাকিব? আর বসিয়া থাকিলেই বা খরচ চলিবে কিসে?"

"খরচের জন্য চিন্তা কি? আমি একখানি পত্র লিখিয়া দিতেছি, বাজারের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী সুরম্য মারবেল প্রস্তর-বিনির্ম্মিত বৃহৎ অট্টালিকা দেখিতে পাইবে। সেই অট্টালিকার দ্বারদেশে, যে সকল দ্বারবান আছে, তুমি এই পত্রখানি তাহাদের একজনকে দিও, কিন্তু কোন কথা কহিও না। যদি কেহ তোমার সহিত আসে, তাহাকে সঙ্গে করিয়া এখানে লইয়া আসিও!"

বনবিহার অরণ্যমধ্যে ঋষিগণের আশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া এবং প্রত্যহ নিজ পুঁথি লইয়া গিয়া, বনশোভিনীকেও শিক্ষা দিত। বাদশাহের মৃত্যুর পর, কামজাহানের নিকট বনবিহার এবং বনশোভিনী পারস্যভাষা শিক্ষা করিয়াছিল। এক্ষণে বনশোভিনী পারস্যভাষায় একখানি চিঠী লিখিয়া

দিল। বিজয় পারস্যভাষা বুঝেন না, সুতরাং সেই চিঠী-খানির মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। বিজয় বনশোভিনীর আদেশমত চিঠীখানি লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হই-লেন এবং প্রহরীগণকে চিঠীখানি দিলেন। ক্ষণপরেই দুই জন ভৃত্য আসিয়া কহিল, "চলুন বাবু।"

"কোথায় ?"

"আপনার বাসায় চলুন।"

বিজয় আর কোন কথা না কহিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, ভৃত্যদ্বয়ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ভৃত্যদ্বয়ের মস্তকে দুইটী থলিয়া পরিপূর্ণ বোঝাই ছিল। বিজয় বাটীতে প্রবেশ কবিলেন; ভৃত্যদ্বয়ও বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া থলিয়া দুইটী রাখিয়া চলিয়া গেল। বিজয় দেখিলেন, থলিয়া দুইটী আসরফিতে পরিপূর্ণ। এদিকে বনশোভিনী রন্ধনাদি প্রস্তুত করিয়া বিজয়কে আহারার্থ ডাকিল। বিজয় চমকিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত আসরফি তাহারা কেন দিল ?"

বনশোভিনী নিরুত্তর।

বিজয় আবার কহিলেন, "যাহারা আসরফি দিল, তাহারা কি তোমার আত্মীয় ?"

"আমি বলিয়াছি, আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। অন্ন প্রস্তুত, আহার কর, বিলম্ব করিও না।"

বিজয় আর কোন কথা না কহিয়া, আহার করিতে বসিলেন। আহার সমাপনান্তে বনশোভিনী কহিল, "তুমি রাজকুমার। তোমার পরিচ্ছদ ছিন্ন হইয়াছে; বাজারে গিয়া

একটী উত্তম পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া আন। বাজারে একটী বৃহৎ পরিচ্ছদের দোকান আছে, সেই দোকানে যাইয়া একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ মনোনীত করিয়া লইবে, দোকানদার যে মূল্য চাহিবে, অবাধে তাহাই দিও; তাহার সহিত দর করিও না। সেই দোকানদারের নাম মীরজাহান।"

বিজয় কিছু আস্‌রফি লইয়া অনেক অনুসন্ধানের পর মীরজাহানের দোকানে উপস্থিত হইলেন;—দেখিলেন, মীরজাহানের অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শনার্থ বহুশত লোক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিজয় দোকানে প্রবিষ্ট হইয়া একটী হীরা-জহরৎ-মণ্ডিত বহুমূল্যের পরিচ্ছদ গ্রহণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! এই পরিচ্ছদটীর মূল্য কত?"

জনৈক ভৃত্য উত্তর করিল, "রাখুন মহাশয়! ও পরিচ্ছদ ক্রয় করা আপনার কর্ম্ম নয়।"

"আমার কর্ম্ম নয় কেন?"

"মহাশয়! অন্য পরিচ্ছদ ক্রয় করুন, এ সব পরিচ্ছদ রাজা-রাজড়ার জন্য।"

"রাজা-রাজড়ার জন্য বলিয়া কি আমাদিগকে খরিদ করিতে নাই?"

"মহাশয়! বিরক্ত করিবেন না, আপনার মত আমাদের অনেক খরিদ্দার ফিরিয়া যাইতেছে। ইচ্ছা হয় সামান্য মূল্যের পরিচ্ছদ ক্রয় করুন। এই পরিচ্ছদটীর মূল্য দশ হাজার আস্‌রফি।—দিতে পারিবেন?"

"এই লও দিতেছি।"

এই বলিয়া বিজয় তোড়া হইতে দশ সহস্র আস্‌রফি গণনা

করিয়া দিলেন। মীরজাহান এতাবৎকাল এই কৌতুক দেখিতেছিল যখন দেখিল, বিজয় আসরফি দিয়া পরিচ্ছদটী গ্রহণ পূর্ব্বক চলিয়া যাইতেছে, অমনি বিজয়কে ডাকিয়া উত্তম আসনে উপবেশন করাইল। ক্ষণকাল কথোপকথনের পর বিজয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে, বিজয় পরিচয় প্রকাশ করিলেন না। তখন মীরজাহান ভাবিল, "বোধ হয় ইনি কোন ধনবান্ ব্যক্তি ;—আকৃতিতেও যেন ধনীসন্তান বলিয়া বোধ হইতেছে।" বিজয়ের সততা এবং কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মীরজাহান কহিল, "মহাশয়! আপনার ন্যায় সদ্ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব আমি ইচ্ছা করি, আপনাকে আমার উদ্যানে লইয়া গিয়া অদ্য আমোদ-প্রমোদ করিব।" বিজয় তখন কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন, "পরে ইহার উত্তর দিব, এক্ষণে আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া বিজয় চলিয়া গেলেন। বনশোভিনী পরিচ্ছদটী দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইলেন এবং মীরজাহান যাহা যাহা বলিয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "তোমাকে বাগানে যাইতে বলিয়াছে, যাও, কিন্তু তাহার স্পর্শিত দ্রব্যাদি আহার করিও না, সে মুসলমান।"

বিজয় পুনরায় মীরজাহানের দোকানে উপনীত হইয়া কহিলেন "মহাশয়! আমি হিন্দু, আপনাদের আহারাদি কিছুই স্পর্শ করিব না, কেবলমাত্র উদ্যানে যাইব।"

মীরজাহান কহিল, "যে আজ্ঞা! তাই চলুন।"

উভয়ে উদ্যানে গমন করিলেন। মীরজাহান জনৈক

ব্রাহ্মণের দ্বারা ফলমূল আনাইয়া উদ্যানের বাহিরে বিজয়কে আহারাদি করাইল। বিজয় উদ্যানটী দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ উদ্যানটী কাহার?"

"এক্ষণে আমার। এই স্থানে আমার প্রণয়িনী থাকেন।" এই বলিয়া সেই বিকটাকে আহ্বান পূর্ব্বক বিজয়কে দেখাইল। বিজয় সেই বিকটার ভয়ঙ্কর আকৃতি দেখিয়া, তাহার কর্কশ বাক্যাদি শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলেন। উদ্যান দর্শন সম্পন্ন হইলে বিজয় নিজ বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন।

বিজয় বনশোভিনীকে মীরজাহানের উদ্যান সম্বন্ধে যাবতীয় বৃত্তান্ত কহিলেন, আরও কহিলিন, "তাহার যে একটী ভালবাসার পাত্রী আছে, তাহাকে দেখিয়া আমার ভয় হইয়াছিল, তাহার বিকট আকৃতি দর্শন করিলে দেহের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কি আশ্চর্য্য! এমন সুন্দর পুরুষের যে এমন কুপ্রবৃত্তি, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

বনশোভিনী বদন বিকৃত করিয়া কহিল, "যে যাহাকে ভালবাসে, সেই তার ভাল; তাহাতে তোমার কি কিছু ক্ষতি হইয়াছে? তুমি যখন বিবাহ করিবে, মনের মত সুন্দরীকে বিবাহ করিও। যাহা হউক, তুমি তাহার নিকট নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিলে, কিন্তু তাহাদিগকে কি নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছ?"

"না।"

"তোমার কিছুমাত্র বিবেচনা নাই, লোক-লৌকতা কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, তাহা তুমি কিছুই জান না।"

"কেমন করিয়া জানিব? তুমি যে নিমন্ত্রণ করিতে আমাকে বলিয়া দেও নাই।"

"ইহা কি আর বলিয়া দিতে হয়? নিজের বিবেচনা নিজের কাছে। যাহা হউক, তুমি কল্য আহারাদির পর তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে, যেন তাহার প্রণয়িনীকে লইয়া সন্ধ্যার সময় এখানে আসে।"

পরদিন দ্বিপ্রহরের পর বিজয়, মীরজাহানকে নিমন্ত্রণ করিতে গেলেন। মীরজাহান সাদরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ধ্যার পূর্ব্বে দোকান বন্ধ করিয়া প্রাণেশ্বরী বিকটার নিকট উদ্যানে গেলে বিজয় সেই বিকটা ও মীরজাহানকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিলেন। বাসাবাটীর নিকটে আসিয়া, বিজয় বাসাবাটীর নিদর্শন করিতে পারিলেন না। সন্ধ্যা হইয়াছে, দুই একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই স্থানে একটী ভাড়াটীয়া বাটী কোথায় আছে বলিতে পার?"—কেহই বলিতে পারিল না। নিজ বাসাবাটীর সম্মুখে যাহাদের বাটী ছিল, বিজয় তাহাদের বাটী দেখিতে পাইলেন, যে সকল বৃক্ষাদি বা নিদর্শন স্বরূপ যাহা যাহা ছিল, সমস্তই দেখিতে পাইলেন, কিন্তু নিজ বাসাটীর স্থির করিতে পারিলেন না। একটী বাটীকে নিজবাটী স্থির করিলেন, কিন্তু তাঁহার বাটীতে দ্বারবান ছিল না, সম্মুখে ঝাড় লণ্ঠন ছিল না, এ বাটীতে দ্বারবান রহিয়াছে, ঝাড় লণ্ঠন রহিয়াছে। যাহা হউক, বিজয় দুই জন বন্ধুকে সঙ্গে আনিয়া বড় বিপদে পড়িলেন। ক্ষণকাল কি ভাবিয়া সেই দ্বারবানগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বিজয়সিংহ কোন্ বাটীতে ছিল বলিতে পার?" অমনি দ্বারবানগণ অভিবাদন পূর্ব্বক যোড়হস্তে কহিল "আসুন—আসুন—এই বাটী।"

বিজয়ের প্রাণ স্থির হইল, চাঞ্চল্য দূর হইল, চিন্তা অপসারিত হইল। বিজয় বন্ধুদ্বয় সমভিব্যাহারে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অমনি দুই তিনজন ভৃত্য তাঁহাদিগকে সমাদর পূর্ব্বক বৈঠকখানাতে উপবেশন করাইল। বৈঠকখানাটীর চতুর্দ্দিক ঝাড় লণ্ঠন দেওয়ালগিরি এবং উত্তম উত্তম চিত্রপটে সুসজ্জিত, গালিচা ইত্যাদি নানাবিধ মনোহর বস্ত্র সকল মেজের উপর বিস্তারিত, তাহার উপর বড় বড় নানা রঙের রেশমী পশমী এবং সূত্র নির্ম্মিত উপাধান, সম্মুখে দুইটী হস্তীদন্ত-নির্ম্মিত সেজ। দেওয়ালগিরির নিম্নে যে সকল চিত্রপট ছিল, তদুপরি নানা প্রকার রেশমীপতাকা, তাহাতে জরির ফুলকাটা। বলা বাহুল্য, বৈঠকখানাটী ইন্দ্রালয় তুল্য মনোহর। বাটীর চতুর্দ্দিকই প্রায় এইরূপে সুসজ্জিত।

তিনজনে বৈঠকখানায় উপবেশন করিলে,—ভৃত্যগণ নানাবিধ পুষ্পাঙ্গী বিবেকদায়িনী তাম্রকূটপূর্ণ স্বুবর্ণ হুঁকা, গুড়্গুড়ি, ফর্শী যোগাইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে নানাবিধ উপাদেয় মিষ্টান্ন প্রভৃতি সরবরাহ করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে রাশি রাশি তাম্বূল আসিতে লাগিল। যাহা আবশ্যক হইতেছে, তাহা চাহিবার পূর্ব্বেই ভৃত্যগণ সেইস্থানে আনয়ন করিতেছে। মীরজাহান কার্য্যের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিল, হিন্দু ধনীগণের আচার

ব্যবহার অতি পরিপাটী। বিজয় এতাবৎকাল এই সকল ব্যাপার দেখিতেছিলেন। বিজয় এ সকল ব্যাপারের কিছুই জানেন না। দ্বিপ্রহরের পর মীরজাহানকে আনিতে গিয়াছেন, ইতিমধ্যে এই সকল কারখানা কখন হইল, কে করিল, যুবতী একাকিনী কেমন করিয়া করিল, এত ভৃত্য কোথা হইতে আসিল, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অন্তঃপুর মধ্যে ব্যস্তসমস্তভাবে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, যুবতী একখানি ক্ষুদ্রবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে, ক্ষুদ্র বস্ত্রখানি পরিধান পূর্ব্বক অঞ্চলটী কটিদেশে বন্ধন করিয়াছে, বস্ত্রখানিও মলিন; কপোলদেশে স্বেদবিন্দু বিগলিত হইতেছে। যুবতী একাকিনীই রন্ধনকার্য্য সমাধা করিতেছে। এই বেশে যুবতীর এক পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে। এই বেশের নিকট রাজ্ঞীবেশ বোধ হয় যেন অতি কদর্য্য, অতি তুচ্ছ। এই সময়ে যুবতীর এই নয়ন-স্নিগ্ধকর বেশ যিনি দর্শন করিবেন, না জানি, অনতিবিলম্বে তাঁহার অদৃষ্টে কি ঘটিবে?

বিজয় বনশোভিনীকে কহিলেন, "এত উদ্যোগ কখন করিলে?"

"সে কথায় তোমার আবশ্যক কি?"

"আহা! তুমি দুর্ব্বল, কেন এত পরিশ্রম করিতেছ? ঘর্ম্মে যে সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত হইতেছে।"

"তোমাকে কেহ মধ্যস্থ করিতে ডাকে নাই, তুমি এখানে কেন? দুইজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছ, তাহাদের নিকট থাকিয়া তাহাদিগকে যত্ন-আদর করিবে,—

না, এখন মেয়েমানুষের কাছে এসে অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইলেন। যখন কোন দ্রব্যাদির কোন ত্রুটি দেখিবে, যখন কোন ভৃত্যের কোন অনবধানতা দেখিবে, তখন আমাকে দশ কথা বলিও।”

বিজয় আর কোন কথা না কহিয়া বৈঠকখানায় প্রত্যাগমন করিলেন। অমনি ডজন ডজন রক্ত, গোলাপী শ্বেত এবং কুসুম প্রভৃতি নানাবর্ণধারিণী, বহুরূপিনী, বংশ-নাশিনী, দারিদ্র্যকারিণী, উৎসন্নদায়িনী, অজ্ঞানকারিণী সুরা-দেবী আসিয়া উপস্থিত হইল; বিকটার আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। মীরজাহান সোণার নাগরী, সোহা-গের পরী বিকট পিশাচিনী বিকটাকে লইয়া সাহ্লাদে সুরাপান করিতে আরম্ভ করিল। বিজয় তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

অনতিবিলম্বে সুরাদেবী নিজ শক্তিবলে মীরজাহানকে এবং বিকটাকে পরাভূত করিয়া ধরাশায়ী করিল। আর বাক্য নাই, আর চঞ্চল নয়ন নাই, আর ক্ষুধা নাই;—মীরজাহান ও বিকটা চৈতন্যশূন্য হইয়া সেই বৈঠকখানাতেই শয়ন করিয়া রহিল। বনশোভিনী সেই স্থানে আসিয়া, বিজয়কে আহারার্থ অন্তঃপুরে লইয়া গেল। বিজয় আহারাদি করিলে বন-শোভিনী কহিল, “যাও! বৈঠকখানায় তোমার বন্ধুগণের নিকট শয়ন করগে। আমি ভৃত্যগণকে এবং দ্বারবানগণকে আহারাদি করাইয়া কার্য্যাদি সমাপন পূর্ব্বক তবে শয়ন করিব।”

বিজয় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বৈঠকখানাতে শয়ন

করিলেন। নিদ্রিতাবস্থায় জীবের জ্ঞান থাকে না, বিবেচনা থাকে না, লজ্জা থাকে না, ভয় থাকে না, সাহস থাকে না, সুখ দুঃখ কিছুই থাকে না, কেবল জীবনটী থাকে মাত্র। স্বপ্নদেবীর ছলনে, নিদ্রাকালে মানবের মনে কত কত অলৌকিক বৃথা ভাব আবির্ভূত হয়, তাহা বর্ণন করা যায় না। নিদ্রাতে আর মানবের ভবলীলাতে বড় প্রভেদ নাই, কেবল জীবনটীর সঙ্গে প্রভেদ, এই জীবনটী হারাইয়া লোকে নিদ্রাভিভূত হইলেই মহানিদ্রাগত হইলেন। মহানিদ্রা একবার আলিঙ্গন করিলে, আর সে নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না। ছায়াবাজী প্রায় এই মায়াময় সংসারে কত অলীক স্বপ্নই দেখিতেছ, কিন্তু একবার মহানিদ্রার অঙ্কে শায়িত হইলে, তাহার পর কোথায় থাকিবে,—কোথায় যাইবে,—কি হইবে, তাহা ভাবিলে, সংসারে আর ঘোর পাপস্রোত প্রবাহিত হয় না, আর চক্ষের জলে ভাসিতে হয় না, আর দুঃখমোচনের জন্য চিন্তা করিতে হয় না।

বিজয় অনেক রাত্রে শয়ন করিয়াছিলেন, প্রভাত হইল, তখনও নিদ্রাভঙ্গ হইল না। আহা! রাজকুমার! আপনার যে আজি কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, একবার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দেখ।—না, নিদ্রা যেন শীঘ্র আপনাকে পরিত্যাগ না করেন। আপনি এখন নিদ্রিতাবস্থায় কিছুই জানিতে পারিতেছেন না, নিদ্রাভঙ্গ হইলেই উন্মত্তা হইবেন। বেলা এক প্রহরের পর বিজয়ের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বিজয় উঠিয়া দেখিলেন, বৈঠকখানার সে সাজ-সজ্জা কিছুই নাই, সে মনোহর শোভা নাই, সে ঝাড়-লণ্ঠন নাই, দ্বারবানগণ

নাই, ভৃত্যগণ নাই। বৈঠকখানার এক কোণে একখানি সতরঞ্চাবৃত কি রহিয়াছে। বিজয় সেই সতরঞ্চ খুলিয়া দেখিলেন, মীরজাহান ও বিকটার মুণ্ডদ্বয় গড়াগড়ি যাই-তেছে এবং তৎপার্শ্বে আপাদ গলদেশ শোণিতাক্ত হইয়া পতিত রহিয়াছে। বিজয় আশ্চর্য্য হইয়া ক্ষণকাল সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং ইহাদের শিরশ্ছেদের কারণ জিজ্ঞাসার্থ অন্তঃপুরে বনশোভিনীর নিকট গমন করিলেন। অন্তঃপুর শূন্য, তৈজসাদি কিছুই নাই, বস্ত্রাদি কিছুই নাই, সেই সুন্দরীও নাই। বনশোভিনী বিজয়ের নিকট হইতে বিজয়ের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বিজয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাটীর প্রত্যেক স্থানে অন্বেষণ করি-লেন, "কোথায় গিয়াছ, কোথায় গেলে গো" ইত্যাদি শব্দে অনেকবার ডাকিলেন, কিন্তু কে উত্তর দিবে? বনশোভিনী সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বিজয় উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগি-লেন, একবার মস্তকে হস্ত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, আবার চীৎকার করিয়া রোদন আরম্ভ করিলেন। বিজয় উন্মত্ত হইলেন, "এই যে ছিল, কোথায় গেল—এই যে ছিল কোথায় গেল" বলিয়া, পথে পথে দ্বারে দ্বারে রোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।
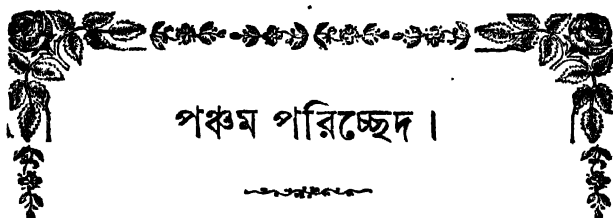
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"কথন ব্রাহ্মণ ভাট, ব্রহ্মচারী,
কখন বৈরাগী, যোগী, দণ্ডধারী,
কখন গৃহস্থ, কখন ভিখারী,
অবধূত জটাধর হে।"

গুণাকর।

"এই যে ছিল, কোথায় গেল?"—বিজয়েরর মুখে দিবানিশি এই বাক্য "এই যে ছিল, কোথায় গেল?" কেমন করিয়া বলিব? বনশোভিনী বিজয়কে ফাঁকি দিয়া, স্বীয় জীবন হন্তারকদ্বয় যবন-যবনীকে বিনষ্ট করিয়া, কোথায় গেল, কেমন করিয়া বলিব? বিজয় ক্ষিপ্ত হইয়াছেন;—স্নান নাই, আহার নাই, শয়ন নাই, ক্ষুধা নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, বেশ-ভূষা নাই, কেবল দিল্লীসহরে ঘূরিয়া ঘূরিয়া বেড়াইতেছেন, মুখে কেবল,

"এই যে ছিল, কোথায় গেল?"

বিজয়ের কেশ রুক্ষ, ধূলি-ধসরিত, চক্ষু রক্তবর্ণ, বদন শুষ্ক, ওষ্ঠদ্বয় কালিমাবৃত, উদর ক্ষীণ। আহা! বিজয়ের এই

ভয়ঙ্করমূর্ত্তি, গণ্ডদেশের অশ্রুরেখা, মলিন বদন নিরীক্ষণ করিলে, পাষাণও গলিয়া যায়, কিন্তু সেই সরলা বালা বনশোভিনীর অন্তরে কি যাতনা হইতেছে না? কি জানি, সে কেমন সরলা,—কেমন করিয়া জানিব? বনশোভিনী নিকটে থাকিলে জানিতে পারিতাম।

সপ্তাহ কাটিয়া গেল, বিজয় অনাহারী। "এই যে ছিল, কোথায় গেল?" কথাটী বিজয়, আপনি বলিতেছেন, আপনিই শুনিতেছেন, আপনিই বুঝিতেছেন, বাক্য আর স্পষ্ট স্ফূরণ হইতেছে না; বিজয় উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন, উদরে অন্ন নাই, অন্নচিন্তাও নাই। বিজয় চলিতেছেন, আর পদস্খলন হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছেন। দিল্লী-সহর এখন যবনের অধীন নহে, এক্ষণে একজন হিন্দু-রমণীর শাসনাধীন। সহরের মধ্যে মধ্যে দেবলালয়। রাজ-বাটীর চতুর্দ্দিকে দেবালয়। বিজয় আর চলিতে পারিলেন না, একটী দেবালয়ের দ্বারে পড়িয়া রহিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন;

"এই যে ছিল, কোথায় গেল?"

জনৈক পরিচারিকা কিছু খাদ্য আনিয়া বিজয়ের নিকট ধরিল; বিজয় খাদ্যগুলি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন। পরিচারিকা বিজয়ের মুখে কিছু খাদ্য দিল, বিজয় খাদ্যপাত্র সমেত হাত ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। পরিচারিকা আবার একটু খাদ্য কুড়াইয়া বিজয়ের মুখে দিল, বিজয় তাহাই আহার করিলেন। পরিচারিকা বিজয়ের মুখে একটু জল দিল, বিজয় পান করিলেন।

পরিচারিকা আবার একটু মিষ্টান্ন বিজয়ের মুখে দিল। বিজয় আহার করিলেন না, ফেলিয়া দিলেন। পরিচারিকাও চলিয়া গেল।

বিজয়ের একটু ক্ষমতা হইল, আবার চীৎকার করিয়া কহিলেন, "এই যে ছিল কোথায় গেল?" অমনি অদূরে যোগীকণ্ঠনিঃসৃত একটী গীত শুনিতে পাইলেন।

* "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দরতি নিবসতি ঘোরং।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদন-চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরং।।
প্রিয়ে চারুশীলে, মুঞ্চ ময়ি মনমণিদানং।।"

বিজয় আশ্চর্য্যের ন্যায় চক্ষু দুইটী উর্দ্ধে করিয়া একদৃষ্টে গীত শুনিতে লাগিলেন।

"সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখকমলমধুপানং।।"

উন্মত্ত বিজয় চীৎকার করিয়া কহিলেন,—
"দেহি মুখকমলমধুপানং।"

ক্রমে ক্রমে গায়ক নিকটবর্ত্তী হইলেন, বিজয়ও স্থিরদৃষ্টে গায়ককে অবলোকন করিতে লাগিলেন। গায়ক গাহিলেন।—

"সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী,
দেহি খর-নয়ন-শর-ঘাতং।"

---

* দেশব রাড়ী।

বিজয় চীৎকার করিয়া কহিলেন,—

" দেহি খর-নয়ন-শর-ঘাতং।"

গায়ক—" ঘটয় ভুজবন্ধনং, জনয় রদখণ্ডনং

যেন বা ভবতি সুখজাতং॥"

ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনং,

ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।

ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিণী,

তত্র মম হৃদয়মতিযত্নং॥

নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং,

ধারয়তি কোকনদরূপং।

কুসুমশরবাণভারেণ,

যদি রঞ্জয়সি কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপং॥

স্মর গরলখণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং,

দেহি পদপল্লবমুদারং।"

উন্মত্ত বিজয় দাঁড়াইলেন এবং আবার চীৎকার করিয়া গাহিলেন,—

" দেহি পদপল্লবমুদারং।"

গায়ক আবার গাহিলেন।—

" জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনারুণো

হরতু তদুপহিতবিকারং॥

স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী

রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশং।

রসতুর সনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে

ঘোষয়তু মন্মথনিদেশং॥

স্থল-কমল-গঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং
জনিতরতিরঙ্গপরভাগং।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরসলসদলক্তকরাগং॥
ইতি চটুল চাটু পটু চারু মুরবৈরিণো
রাধিকামাধবচনজাতং।
জয়তি পদ্মাবতী রমণ জয়দেব
কবিভারতী ভণিতমতিশাতং॥"

বিজয় অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছেন। এতাবৎকাল দাঁড়াইয়া গীত শুনিতেছিলেন, আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, বসিলেন। গায়ক বিজয়ের নিকটে আসিয়া কহিলেন, "বৎস! আমাকে চিনিয়াছ?"

"চিনিয়াছি।"

বিজয় যোগীকে দর্শন করিবামাত্র সংজ্ঞালাভ করিয়াছেন; বিজয়ের উন্মত্ততা দূর হইয়াছে। যোগী আবার কহিলেন, "তোমর এবম্প্রকার ক্ষিপ্তাবস্থা কেন?"

"আমার কঠিন প্রাণ, তাই এখনও জীবিত আছি।" ভাল কথা, প্রভু! কোন সময়ে, আমার উপকার করিবেন বলিয়া আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আজি আমার উপকার করুন।" এই বলিয়া, বিজয় যোগীর পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন এবং আবার কহিলেন, "আমাকে একখানি গৈরিক বসন দান করিয়া, আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট উপকার হইবে।"

যোগী অনতিবিলম্বে নিজ উত্তরীয়খানি প্রদান করিলেন,

বিজয় সেই গৈরিক উত্তরীয় পরিধান পূর্ব্বক, যোগীর নিকট হইতে বিভূতি লইয়া বদনে মাখিলেন এবং কহিলেন "আমাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করুন।"

"কেন?"

"কেন? তবে শ্রবণ করুন।"—এই বলিয়া বিজয় বনশোভিনী-সম্বন্ধে যাবতীয় বৃত্তান্ত যোগীর গোচর করিলেন। যোগী শুনিয়া কহিলেন "বৎস! তোমার বয়স অল্প; বিবাহ কর, অন্য সুপাত্রী দেখিয়া তাহার পাণিগ্রহণ কর, এখনি কি তোমার সন্ন্যাসী হইবার সময় হইযাছে?"

"অন্য সুপাত্রী? প্রভো! তাহা হইলে জীবন বিসর্জ্জন করিব।"

"ভাল, চেষ্টা কর,—অনুসন্ধান কর,—স্ত্রীলোক,—কোথায় পলাইবে? অবশ্য তাহাকে পাইবে। আশাতেই লোকের জীবন থাকে,—সেই আশা ত্যাগ করিও না।

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং,
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং।
করধৃত-কম্পিত-শোভিত-দণ্ডং,
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং॥

তুমি রাজপুত্র,—তোমার কি এত উন্মত্ত হওয়া সাজে? রাজা হও,—সুখে রাজ্য পালন কর,—পুত্রাদিকে পালন কর,—বৃদ্ধাবস্থায় সন্ন্যাসী হইও।"

"আপনি তবে এই অল্পবয়সে সন্ন্যাসী হইয়াছেন কেন?"

গায়কের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, গায়ক কহিলেন, "বৎস! আমি অনেক দুঃখে সংসার ত্যাগ করিয়াছি। আমার শীলা ও সুশীলা নামে দুইটী কন্যা ছিল, দস্যুরা আমার পত্নীকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া হত্যা করে এবং আমার সেই বালিকা কন্যাদ্বয়কে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। আমি সংসারের সকলকে হারাইলাম। আর কাহার মুখ দেখিয়া সংসারে থাকিব? তাই সন্ন্যাসী হইয়াছি।"

"মহাশয়ের নাম কি?"

"দিগম্বর। বৎস! সেই দুঃখেই আমি বনে বনে ভগবানকে ডাকিয়া বেড়াই।

সুরবর-মন্দির-তরু-তলে বাসঃ
শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ।।"

সহসা কতিপয় অশ্বারোহী রাজপুত আসিয়া কহিলেন, "এই যে এখানে।"—এই বলিয়া, সকলে অশ্ব হইতে অবতরণ করতঃ গায়ককে প্রণিপাত করিলেন।

বিজয় বহুদিন অজয় নগর হইতে আসিয়াছেন। পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব সকলেই ভাবিয়া আকুল। বহুদিন বিজয়ের কোন সংবাদ নাই। তাই রাণা সমরেন্দ্র সিংহ, অমর সিংহ, রণধীর, বীরবল, রাজমহিষী, বিজলী, সৈন্যগণ এবং পরিচারিকাগণ সকলেই দিল্লীতে বিজয়ের অন্বেষণে আসিয়াছেন এবং দিল্লী সহরে একটী বাটী ভাড়া

লইয়া, বিজয়ের অনুসন্ধান করিতেছেন। স্ত্রীলোকগণ সেই ভাড়াটীয়া বাটীতেই আছেন এবং পুরুষগণ বিজয়কে অন্বেষণ করিতে করিতে বিজয়কে পাইলেন। বিজয় পিতাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আমার মা কেমন আছেন?"

রণধীর কহিল, "মাকে কি মনে আছে?"

বিজয় লজ্জিত হইলেন। রাণা কহিলেন, "তাঁহারা এখানে আসিয়াছেন।"

যে পরিচারিকা, বিজয়কে খাদ্য দিয়াছিল, তাহার সহিত একটী বালক আসিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইল এবং নম্রভাবে কহিল, "মহাশয়গণ! এই রাজবাটীতে অদ্য রজনীতে আপনাদের পদধূলি দিতে হইবে।"

রাণা কহিলেন, "কেন?"

"এই রাজবাটীতে একটী বিবাহ আছে,—তাই রাণী আমাকে আপনাদের নিকট নিমন্ত্রণার্থ পাঠাইলেন।"

রাণা। রাণী আপনার কে?

"আমার দিদি।"

রাণা। শুনিয়াছি, সুলতানের মৃত্যুর পর একটী হিন্দু-রমণী দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, তিনি বড় ধর্ম্মিষ্ঠা; নিয়ত দেবব্রতে রতা। ভাল, আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন কেন?

"রাণী শুনিয়াছেন, আপনারা পবিত্র হিন্দু, আপনারা অজয়বাসী রাজপুতকুলের মণি।"

রাণা। ভাল! আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।"

বালক এইরূপ বিনয়বাক্যে সন্ন্যাসীকেও নিমন্ত্রণ করিয়া সেই পরিচারিকাকে কহিল, "চল্‌লো, পাগ্‌লী ঝি! চল—আমরা সংবাদ দিই গে।" পাগ্‌লী ঝি ও বালক চলিয়া গেল। রাণা সন্ন্যাসীর সহিত নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিয়া অবশেষে সকলেই বাসাবাটী অভিমুখে গমন করিলেন।
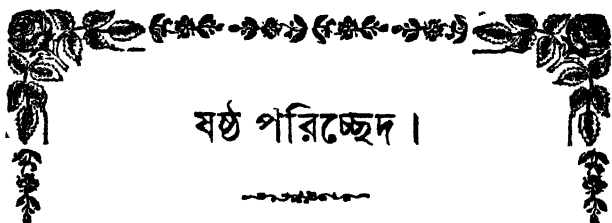
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

Inconstancy and nuptial love
I learn my duty from the eove.

Gay.

সন্ধ্যা হইল। রাণার বাসাবাটীতে প্রায় ছয়খানি শিবিকা এবং কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই বালক এবং পাগলী ঝিও আসিয়াছে। রাজপুতগণ সকলেই শিবিকারোহণ পূর্ব্বক রাজ-বাটীতে গমন করিলেন। বিজয়, রণধীর এবং বীরবল ইহাঁরা তিন জনে সর্ব্ব পশ্চাতে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে নানাপ্রকার আলাপাদি করিতে করিতে চলিলেন। রাজ-বাটীতে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, রাজবাটীর কর্ম্মচারীগণ, সমাদর পূর্ব্বক রাজপুতগণকে যথাযোগ্য স্থানে আসন প্রদান করিল। বালক আসিয়া, বিজয় এবং রণধীরকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল। বালককে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। পাগলী ঝি পথ দেখাইয়া, অন্তঃপুরে লইয়া যাইতেছে, সহসা কে আসিয়া, রণধীরের চক্ষু দুইটী চাপিয়া ধরিল। রণধীর শিহরিয়া, কহিল "কে, ও?"

আগন্তুক ঈষদ্ধাস্যে কহিল, "আজ্ঞে আমি।"

"আমি? আমি কে?"

"আজ্ঞে সেই যে, আমি।"

"কে তুমি?"

"সেই যে,—বনের ভিতর,—নদীর ধারে, মাটী খুঁড়িয়াছিলে?"

রণধীর দৃঢ়মুষ্টিতে হস্ত ছড়াইয়া কহিল, "কে ও, বনবিহার?"

"আজ্ঞে হাঁ গো মশাই!"

"তুমি কোথা থেকে?"

"তুমি কোথা থেকে?" বনবিহার এই কথাটী বলিয়া, আবার বিজয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "মহাশয়! চিনিতে পারেন?"

বিজয় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, "বনবিহার!" চিনিয়াছি,—অনেকক্ষণ চিনিয়াছি, যখন তুমি বালকের বেশে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলে—তখনি চিনিয়াছি। দুর্দ্দান্ত অগ্নিপূজকগণের আলয়ে আমাদিগকে জীবন দান করিয়াছিলে, সে কথা কি ইহজন্মে ভুলিতে পারি?"

"আপনারা রাজা, তাহাতে পুরুষ, সেই জন্যে ভাবিলাম, বুঝি ভুলিয়া গিয়াছেন।

"বনবিহার! তুমি ও ত পুরুষ, বল দেখি, নারীর প্রাণ কি পুরুষের অপেক্ষা কোমল?"

"আজ্ঞে কেমন করিয়া বলিব? তবে বলিতে পারি, আপনি কেমন করিয়া বনশোভিনীকে ভুলিলেন? বনশোভিনী এতাবৎকাল আপনার আশাপথ চাহিয়া ছিল,

আর কতকাল মেয়ে মানুষ স্থির থাকিবেন?—অদ্য তাঁহার বিবাহ।"

"বিবাহ?—কার সঙ্গে?—বনশোভিনী কোথায়?"

"বনশোভিনী যেখানেই থাকুক, সে কথায় আপনার প্রয়োজন কি?"

"একবার তাহাকে দেখিয়া জন্মের মত বিদায় লইব; বল, বনশোভিনী কোথায়?"

"আপনি কি জানেন না, বনশোভিনী সুলতানের বাটীতে বন্দিনী ছিল?"

"জানি।"

"তবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? এইটীই বাদসাহের বাটী, বাদসাহ আপনাদের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন, বনশোভিনী এক্ষণে এই বাটীতেই আছেন।"

"তবে,—বনশোভিনী কি,—যবনী হয় নাই?"

"সে কথা রণধীরকে জিজ্ঞাসা করুন।"

"বনশোভিনীর বিবাহ! এ কথা কি সত্য?"

"বিশ্বাস না হয়, তাঁবা তুলসী আনুন।"

"বিবাহ! হাঁ হইতে পারে। ভাল, কাহার সহিত বিবাহ হইবে?

"একজন রাজকুমারের সহিত।"

"কোথাকার রাজকুমার? কোন্ রাজার পুত্র?"

"মহাশয়! অত কথা আমি বলিতে পারি না। মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছে কোথা?"

বিজয় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "বিবাহ? আমার বিবাহ?' আমার বিবাহ হইবার কোন কারণ নাই?'

"আপনি তবে অকারণ।"

"প্রায়ই বটে।"

"আবার প্রায়ই কেন? যদি অকারণ নহে, তবে যাহাকে সিন্দুক খুলিয়া প্রাণ দান দিলেন, তাঁহাকে কেন বশে রাখিতে পারিলেন না?"

"সে মায়াবিনী, সে আমার হৃদয়কে জন্মের মত শূন্য করিযা পলায়ন করিয়াছে।"—এই বলিয়া বিজয় একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া আবার কহিলেন, "তাহাকে যদি একবার দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, আমি তাহার নিকট কোন্ অপরাধে অপরাধী।"

"ভাল কথা, আপনি এক্ষণে সেই বনশোভিনীকে দেখিতে চান, কি সেই যুবতীকে দেখিতে চান?"

বিজয় ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন, এক্ষণে উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছেন। বিজয় কহিলেন, "কাহাকে চাই জানি না, বনশোভিনী আমার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, আর এই যুবতী আমার হৃদয়লতাকে সমূলে উৎপাটন করিয়াছে।"

"আমি একটী সুপাত্রী সন্ধান করিয়াছি, আপনার সহিত বিবাহ দিব।"

"এ প্রাণ থাকিতে নহে।"

অমনি কতিপয় সৈন্য আসিয়া বিজয় ও রণধীরকে বন্ধন করিল। বিজয় ও রণধীর নির্ব্বাক! ক্ষণকাল পরে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিজয় কহিলেন, "এ কি ব্যাপার?"

বনবিহার গম্ভীরস্বরে কহিল "বিবাহ করিবেন, কি না? সেই বিকটাকে বিবাহ করিতে হইবে।"

"বিকটা যে হত হইয়াছে।"

সঞ্জীবনীমন্ত্রে, তাহাকে সজীব করিয়াছি।

আমি এ প্রাণ থাকিতে কখনই বিবাহ করিব না।

অমনি একটা অবগুণ্ঠনবতী রমণীকে দুই চারিজন দাসী লইয়া আসিল। বনবিহার কহিল, রাজকুমার! এই মালা লইয়া এই বিকটার গলদেশে দিন।

আমি বিবাহ করিব না।

সৈনিকগণের হস্তে তরবারি দেখিতেছেন?

প্রাণ দিব, তথাপি যবনীর গলে মালা দিব না।

"আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এই বিকটা যবনী নহে। যবনী হইলে দিল্লীশ্বরী কখনই আশ্রয় দিতেন না। আমি ব্রাহ্মণ, সত্য করিলাম।"

বিজয় ভাবিলেন, ব্রাহ্মণ সত্য করিল, অবশ্যই বিকটা হিন্দু, কিন্তু ব্যাভিচারিণী। যাহা হউক, এরে মাল্য দানে দোষ কি? এই ভাবিয়া কহিলেন, আমাকে হত্যা করিও না, আমি গলে মাল্য দিতেছি। এই বলিয়া, বিজয় সেই অবগুণ্ঠনবতীর গলদেশে মাল্য প্রদান করিলেন। বিজয়ের ও রণধীরের বন্ধন মুক্ত করা হইল।

বিজয় বিষণ্ণ!—বিকটার গলে মাল্য দিয়া বিজয় বিষণ্ণ। বনবিহার হাসিয়া কহিল, যান, বিকটাকে লইয়া যান, সুখে রাজ্য করুন গে।

এই কথা বলিয়া, বনবিহার সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত

করিল। অমনি সৈন্যগণ, স্ব স্ব সৈনিক সজ্জা উন্মোচন করিয়া ফেলিল। বিজয় ও রণধীর দেখিলেন, সৈন্যেরা পুরুষ নহে, স্ত্রীলোক। বিজয় কিছু বুঝিতে পারিলেন না, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বনবিহার আবার কহিল, রাজকুমার! বিলম্ব কেন? ধরুন্ আপনার প্রাণেশ্বরী বিকটার হস্ত ধরিয়া লইয়া যান্।

এই বলিয়া বনবিহার অবগুণ্ঠনবতীর মস্তকের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিল। বিজয় উন্মত্তের ন্যায় সেই অবগুণ্ঠনবতীকে বাহুবেষ্টন পূর্ব্বক কহিলেন, সর্ব্বনাশি! আমি তোর কি অপরাধ করিয়াছিলাম?

অবগুণ্ঠনবতী কহিল, ভাল আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছিলাম? অরণ্য হইতে অজয়ে গমন করিলে, কিন্তু একবার কি আমার তত্ত্ব লইতে নাই?

বনশোভিনি! আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই, তোমার মনে আমি অনেক কষ্ট দিয়াছি। ক্ষমা কর।

এই আমার ক্ষমা।—এই বলিয়া, বনশোভিনী মাল্য লইয়া বিজয়ের গলে দিল।

রণধীর, বনশোভিনীকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল, মা! এই সন্তানকে কি চিনিতে পারেন?

বাছা রণধীর! আমাদের প্রাণে মায়া আছে, এ জীবনে মায়া ত্যাগ করিতে পারি না। বাছা! তুমি ত অভাগিনীকে ভুলিয়া ছিলে?

মা! সন্তানের অপরাধ কি মা ভাবেন?

বনবিহার হাসিয়া কহিল, বনশোভিনী দিদি! একবার

আমার দিকে চাও দেখি, চকোরিণী সুধাপানে কেমন তৃপ্ত হয়েছেন।

এই যে চাহিতেছি।—এই বলিয়া, বনশোভিনী বনবিহারের গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া দিল। বনবিহার যোগী-মূর্ত্তিশূন্য হইয়া, অষ্টাদশ-বর্ষীয়া যুবতীরূপে পতিণতা হইল। বনবিহার পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বনশোভিনী বনবিহারের হস্তে রণধীরের হস্ত ন্যস্ত করিয়া কহিল, এই বার পলাও দেখি? জন্মের মত প্রেম-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলাম। এখন আর তুমি বনবিহার নও, বনবিহারিণী।

বনবিহার যে স্ত্রীলোক, তাহা বিজয় বা রণধীর জানিতেন না। এক্ষণে এই ব্যাপার দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

বিজয়ের অনেক আশার ধন—অনেক নিরাশার রত্ন বনশোভিনী। অনেক কষ্টে—অনেক যাতনা সহ্য করিয়া বিজয়ের পত্নী হইল।

রণধীরও হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। এক কথায় শচীপতি হইল। সকলেই সুখ-সাগরে ভাসিলেন। পাগ্‌লী ঝি হাসিয়া বলিল, আহা গো! যেন, দুই দিকে রামসীতা—রামসীতা।
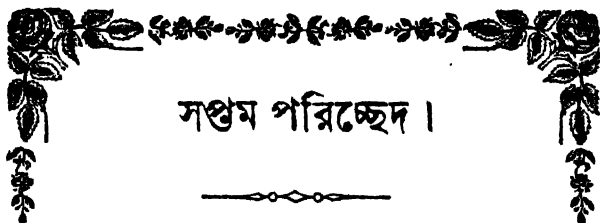
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

Jack shall have his jill,
Nought shall go ill.

Shakespear.

বনশোভিনী সেই রাত্রে বাদসাহের বাটী আসিয়া পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত বিজয়ের নিকট প্রকাশ করিল। বনশোভিনীর জীবন-হন্তারক মীরজাহানের প্রতি যে বনশোভিনীর সামান্য মন পড়িয়াছিল, তাহাও প্রকাশ করিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। এই সুখ-ময় রজনীতে বিজয়, রণধীর, বনশোভিনী এবং আর বন-বিহার বনবিহারিণী একত্রে উপবেশন করিয়া নানাপ্রকার কথাবার্ত্তায়, আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন।

এই স্থলে আর একটী কথা বলা কর্ত্তব্য। বনশোভিনী যে দিন মীরজাহানের অন্বেষণে উদ্যানে যাইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল, সেই দিন বনশোভিনী যাইবার সময়, কাহারও নিকট কোন কথা না বলিয়া গুপ্তভাবে গিয়াছিল। বনবিহারিণী বনশোভিনীর নিকট সর্ব্বদা থাকিত। বনবিহা-রিণী বনশোভিনীকে দেখিতে না পাইয়া, পুরীমধ্যে প্রকাশ

করিয়াছিল যে, বনশোভিনী একটী ব্রতে দীক্ষিত হইয়া তীর্থ-স্থানে গমন করিয়াছে।" এই কথা প্রকাশ করিয়াই যে বনবিহারিণী নিশ্চিন্ত ছিল, এমন নহে, সর্ব্বদা বনশোভিনীর অন্বেষণ করিত। অনেকদিন অনুসন্ধান করিয়াও বনশোভিনীর সাক্ষাৎ পায় নাই। পরে বনশোভিনী বিজয়ের নিকট হইতে রাত্রে মীরজাহান ও বিকটাকে হত্যা করতঃ স্বালয়ে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বনবিহারিণীকে আদ্যোপান্ত সমস্ত খুলিয়া বলিয়াছিল এবং বিজয়ের সেই শোচনীয় অবস্থা কালে, পাগলী ঝিকে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকিবার জন্য নিয়োজিত করিয়াছিল। বিজয় কোথায় যাইতেছেন—কি করিতেছেন,—কি বলিতেছেন,—বিজয়ের কিরূপ অবস্থা হই-য়াছে, পাগলী ঝি ঘণ্টায় ঘণ্টায় আসিয়া বনশোভিনীকে সংবাদ দিত; মধ্যে মধ্যে বিজয়কে আহারাদিও করাইত।

গোপনে গোপনে যে দুইটী বিবাহ বাধিয়াছে, একথা এখনও রাণা সমরেন্দ্র সিংহ শুনেন নাই। বিজয় এই সকল বিবরণ পিতৃ—সমীপে জ্ঞাত করণার্থে বনশোভিনীর মন্ত্রীকে প্রেরণ করিলেন। রাণা পুত্রের আশ্চর্য্য বিবাহ সংঘটন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। অমরসিংহও রাণার মতের পোষকতা করিয়া, সম্মতি প্রদান করিলেন। সেই রাত্রে তাঁহারা বনশোভিনীর আলয়ে আহারাদি সমাপনান্তর বাসাবাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

বাসাবাটীতে এবং বনশোভিনীর বাটীতে বিবাহের [illegible] পড়িয়া গেল। নিশি অবসান হইল। নানাবিধ বাদ্য, আতস

বাজী ইত্যাদির শব্দে দিল্লীনগর যেন নাচিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিদায় আরম্ভ হইল। দরিদ্রগণকে সন্তোষজনক অর্থ—বস্ত্রাদি প্রদত্ত হইতে লাগিল। মহা ধূম পড়িয়া গেল। বিজলীর আর আহ্লাদের পরিসীমা নাই, তাড়াতাড়ি পাত্রী দেখিতে যাইবার জন্য বীরবলের নিকট উপস্থিত হইল। বীরবলের নিকট আসিয়া দেখিল, মালিনী পুষ্পমাল্যাদি বাটীতে প্রদান করিয়া প্রত্যাগমনকালে বীরবলের গাত্রে একটী ফুল ছুড়িয়া মারিল। বীরবল ক্রোধান্ধ হইল; বিজলী এই ব্যপার দেখিবামাত্র বোধ হয়, গাত্রজ্বালা সম্বরণ করিতে না পারিয়া, ঝাঁটা লইয়া, মালিনীকে উত্তম মধ্যম পুরষ্কার দিল। মালিনী পলাইল। বিজলী বীরবলের সহিত যাইয়া পাত্রী দর্শন পূর্ব্বক মহিষীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, দশ মুখে কুড়ি হাত নাড়িয়া, পাত্রীর রূপ বর্ণন করিতে লাগিল।

নির্দ্ধারিত শুভক্ষণে, অতি সমারোহে, পাত্রদ্বয় বিবাহ করিতে গেলেন। লোকে লোকারণ্য;—নগর একবারে আলোকমালায়, নানা বেশ–ভূষায় মনোরম মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বিবাহ-সভায় বহু শত ব্রাহ্মণ এবং সেই সন্ন্যাসী উপবিষ্ট আছেন।

পুরোহিত একবারে দুইটী পাত্রেরই বিবাহ দিতে বসিলেন। কন্যা কর্ত্তা-কে? কে কন্যাদান করিবে? একটা বিষম গোযোগ উপস্থিত হইল। কন্যাকর্ত্তা কেহই নাই, অগত্যা পুরোহিত কন্যাদ্বয়ের পিতৃ-পুরুষের লুপ্ত নামকে দানকর্ত্তা করিবেন স্থির করিয়া, বিবাহ আরম্ভ করাই-

লেন। প্রথমে বনশোভিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পিতার নাম কি? তোমারই বা নাম কি?"

"আমার পিতার নাম আমার মনে নাই, তবে আমাকে সকলে সুশীলা বলিয়া ডাকিত মনে আছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র, পাগলী ঝি দৌড়িয়া আসিয়া কহিল, "ওগো! আমার শীলাসুশীলা গো—ওগো! আমার শীলা সুশীলা।" পাগলী ঝিকে পাগলী ভাবিয়া সকলে ধরাধরি করিয়া একটু স্থানান্তরিত করিল।

পুরোহিত আবার বনবিহারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তোমার পিতার নাম কি মনে আছে? আর তোমারই বা নাম কি?"

"আমার পিতার নাম একটু একটু মনে আছে। তাঁহার নাম দিগম্বর ছিল। আর আমার নাম শীলা—"

বনবিহারিণীর কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে অমনি সন্ন্যাসী চীৎকার করিয়া কহিলেন, "আমারই কন্যা। আমারই শীলা। সুশীলাকে দস্যুতে লইয়া গিয়াছিল, আমারই নাম দিগম্বর।"

বিজয় কহিলেন, "হাঁ, আমিও সন্ন্যাসীর মুখে ঐ কথা শুনিয়াছিলাম।"

আর কেহ পাগলী ঝিকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। পাগলী ঝি ঘোর রোদনের সহিত চীৎকার পূর্ব্বক দৌড়িয়া বনশোভিনী ও বনবিহারিণীকে ধারণ করিল এবং কহিল "আমারই শীলা—সুশীলা, আমাকে দস্যুতে কাটিয়া ফেলিয়াছিল। অনেক কষ্টে জীবন পাইয়াছি। এই দেখ,

অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন দেখ। আমি পতি ও শীলা এবং সুশী-লাকে হারাইয়া পাগলিনী হইয়াছি।" এই বলিয়া, সেই অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন দেখাইল।

বিজয় সন্ন্যাসীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়াছিলেন; বিজয় সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন। এই বার বন-শোভিনী আর বনবিহারিণী পিতা মাতাকে পাইল। দিগ-ম্বর সন্ন্যাসী কন্যাদান করিলেন।

নির্ব্বিঘ্নে বিধাতার ঘটনায় বনশোভিনীর ওরফে সুশীলার এবং বনবিহারিণীর ওরফে শীলার বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হইল।

সন্ন্যাসীর, পূর্ব্বে প্রতাপনগরে বাসস্থান ছিল। সন্ন্যাসী একজন সামান্য দীন রাজপুত ছিলেন মাত্র। রাণা, বিজয়কে রাজ্যভার দিয়া, নিশ্চিন্তভাবে ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগি-লেন। বিজয় রণধীরকে ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং উভয়েই রাজকার্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

মালিনী বনশোভিনীকে মাল্য দিতে আসিয়াছে, বিজলী মালিনীকে দেখিয়াই জ্বলিয়া উঠিল। বনশোভিনী কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বিজলী, বীরবলকে মালিনী ফুল ছুড়িয়া মারিয়াছিল, সেই কথাটী প্রকাশ করিল। মালিনীর প্রতি সুশীলার একটু ক্রোধ ছিল, কারণ সকল বিপদের মূল মালিনী। মালিনী যেমন বাটী হইতে বাহির হইল অমনি বিজলী বীরবলকে চুপি চুপি কি বলিল। বীরবল মালিনীর কেশগুচ্ছগুলি কাটিয়া দিল। মালিনী কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িয়া পলাইল। সুশীলা দেখিলেন, বিজলী

বীরবলকে বড় ভালবাসে। তাই বিজলীর সহিত বীরবলের বিবাহ দিল।

সুশীলা, শীলাকে দিদি বলিয়া ডাকিত, কিন্তু শীলা সুশীলাকে বনশোভিনী বলিয়াই ডাকিত। বিজয় এবং রণধীরের যেমন অভিন্ন হৃদয়, শীলা এবং সুশীলারও তদ্রূপ।

বলি সুশীলা! তুমিই কি আমাদের সেই **বনশোভিনী**? **বনবিহার**! তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব? বনবিহারিণী, না, শীলা! বনবিহারিণীই ভাল,—কেমন? আমরা যে নাম সর্ব্বদা বলিয়া আসিতেছি, সে নাম কি এখন ভুলিতে পারি? কেমন বনশোভিনী?

তোমরা এক্ষণে চারিজনে আমাদের নিকটে দাঁড়াও, তোমাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। এক্ষণে তোমাদের নিকট বিদায় লইতেছি। বীরবলকে বিজলীর হাত ধরিয়া তোমাদের সম্মুখে বীরবলকে দাঁড়াইতে বল। আমরা তোমাদিগকে একবার শেষ দেখা দেখিয়া যাই।

বিজয় সুশীলাকে ধর, রণধীর শীলাকে লও। দেখিও, যেন নয়নান্তরিত করিও না, সর্ব্বদা প্রণয়োপহারে পূজা করিও। শীলা আর সুশীলা যে, তোমাদের—

সরোজ প্রতিমা।

সম্পূর্ণ।